



ACADEMY OF
QURAN
STUDIES



INTERNATIONAL
QURAN
ACADEMY

www.istanbulquran.com

৯০%

কুরআনের শব্দ

কুরআন ও সলাত অনুধাবন

এই কোর্সের পর আপনি কুরআন মাজিদের ৯০% শব্দ
বুঝতে পারবেন যদি সূরা আল-বাকারাহ এবং এর
পরের সূরাতুলোর অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন

মূল: ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম
পরিচালক, আন্তার্জাতিক কুরআন একাডেমি

অনুবাদ: ড. এম. হাবিবুল্লাহ খান

সহজ পদ্ধতিতে

কুরআন ও সলাত অনুধাবন

কোর্স-৩

মূল:

ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম

অনুবাদ:

ড. এম হাবিবুল্লাহ খান

সম্পাদনা:

ড. শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান

Copyright ©

Academy of Quran Studies

E-mail: info.aqsbd@gmail.com

Web:www.aqsbd.com

প্রকাশনায়

Academy of Quran Studies

হেড অফিস: ১৪৯, পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা- ১২১৫

বারিধারা অফিস: ৫ম তলা, বাসা # ৩৮, রোড # ১/এ, ব্লক # জে, বারিধারা ঢাকা-১২১২

মোবাইল: +৮৮ ০১৭১১ ২৬২ ৯২৩

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর- ২০২০

মুদ্রণঃ

মাহির প্রিন্টিং প্রেস

ফকিরাপুল, ঢাকা।

সহযোগিতায়:

তানজিল আহমেদ

প্রাপ্তিস্থান:

Academy of Quran Studies

হেড অফিস: ১৪৯, পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা- ১২১৫

বারিধারা অফিস: ৫ম তলা, বাসা # ৩৮, রোড # ১/এ, ব্লক # জে, বারিধারা ঢাকা-১২১২

মোবাইল: +৮৮ ০১৭১১ ২৬২ ৯২৩

বিনিময় : ৩৫০/- টাকা

ISBN: 978-984-33-6935-2

পরম করণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

গ্রন্থস্বত্ব:

আভারস্ট্যান্ড আল কুরআন একাডেমি (UQA)

হায়দারাবাদ, ইন্ডিয়া

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান কিংবা টাইপ করে ইন্টারনেটে আপলোড করা; ফটোকপি বা অন্য কোন উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

গ্রন্থস্বত্ব সম্বন্ধীয় ইসলামি বিধান

গ্রন্থ রচনা গ্রন্থকারের নিজের মেধার শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তই তার। অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ নকল করা, ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'য়াতে নিষিদ্ধ ও হারাম। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, “তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষন করোনা”। [সূরা বাক্বারা ২: ১৮৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশি মনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না”। [সহীহ আল জামি আস-সাগীর, হাদীস নং ৭৬৬২]

প্রকাশক

একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ

বাড়ি ৩৮, রোড ১/এ, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা।

টেলি: ৮৮০২৮১২২৫১১ মোবাইল: +৮৮০১৯৭৭-২৬২৯২৩

E-mail: info.aqsbd@gmail.com,

Web: www.aqsbd.com

In the name of Allah, Most Beneficent, Most Merciful

To whomever it may concern

This is to state that MAJOR MD. QUAMRUL HASSAN (RETD), Director, ACADEMY OF QURAN STUDIES (AQS) is the authorized representative of Understand Al-Qur'an Academy (www.understandquran.com) in Bangladesh.

May Allah help him to take necessary steps such as arrangement of classes, training of teachers, and printing the educational materials, for promotion of reading and understanding of the Qur'an among students as well as general public.

Jazakumullahu khairan



Abdulazeez Abdulraheem
Director,
Understand Al-Qur'an Academy
www.understandquran.com

অনুবাদের উপস্থাপনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং অগণিত দরুদ ও সালাম নাযিল হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের উপর।

পবিত্র কুরআন এমন এক ঐশী গ্রন্থ যা আমাদেরকে পরম সুখের স্থান জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং চরম দুর্ভোগ ও কষ্টের স্থান জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে সতর্ক করে। যে কুরআনকে তার পথপ্রদর্শক করে নেয় সে বিপথে যেতে পারে না। তাই কুরআনকে আমাদের পথপ্রদর্শক এবং রাহবার বানাতে হবে। এটা অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আরবী ভাষায় কুরআন পড়ে কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে। কোনো ভাষায় জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমে যা জানা প্রয়োজন তা হলো ঐ ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বাগবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানার্জন করা। আমাদের দেশের বাংলা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নারী-পুরুষদের আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ শেখার উপযুক্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। কাজেই কুরআন বুঝে পড়তে আগ্রহী পাঠকবৃন্দ প্রায়শই সফলকাম হতে পারেন না। কুরআনের ভাষা শেখার জন্য মাদ্রাসায় যে সব ব্যাকরণ শেখানো হয় সেগুলি ঐ সব বয়স্ক শিক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়, ফলে তাঁরা আরবী শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

এই প্রেক্ষাপটে আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা ড. আব্দুল আজিজ আব্দুর রাহিম সাহেব কতৃক প্রণীত Understand Quran The Easy Way শীর্ষক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ৫টি গ্রন্থ উপমহাদেশ সহ বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে তার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান একাডেমী অব কুরআন স্ট্যাডিজ এ পর্যন্ত তার মোট ৩টি বই বঙ্গানুবাদ করেছে।

আলহামদুলিল্লাহ এই বইগুলি প্রকাশ হওয়ার পর হতেই দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বহু বাংলা ভাষাভাষি পাঠকবৃন্দ সাধুবাদ জানিয়েছেন। এবং এরই ধারাবাহিকতায় 'কুরআন অনুধাবন - সূরা আল-বাকারাহ ৩৮-৭৬' বইটি বঙ্গানুবাদ করা হলো।

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হলো কুরআনে করিমের বিষয়বস্তুকে বোঝা এবং স্মরণ রাখার সুবিধার্থে এর একেকটি পাঠকে বিভিন্ন পয়েন্টারের সাহায্যে বিভক্ত করা হয়েছে। নতুন শব্দের অর্থ মনে রাখার জন্য বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতি পাঠে একটি করে হাদিস সংযোজন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের অস্তিত্বের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা গড়ে উঠে। কুরআনের আয়াতের অনুবাদ এমনভাবে করা হয়েছে যাতে শাব্দিক অর্থও ঠিক থাকে, পাশাপাশি আয়াতের প্রয়োজনীয় অনুবাদও প্রদান করে। নতুন বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলির তালিকা করা হয়েছে যাতে পাঠের শেষে আরবি ব্যাকরণ অনুশীলন করা যায়। পূর্ববের বইটিতে তিন অক্ষরের অটুট ক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এই বইয়ের ব্যাকরণ অংশে দুর্বল অক্ষরযুক্ত (معتل) তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া দেওয়া হবে। এখানে একটি ওয়ার্ক বুক সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং ক্লাশের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। সবমিলিয়ে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বই যা একজন সাধারণ শিক্ষার্থীকে অতি সহজে কুরআন বুঝতে এবং আরবী শিখতে সাহায্য করবে। এতে মূলত আরবীকে নয় বরং কুরআনের ভাষাকে মুখ্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সেভাবেই ক্রিয়া এবং নাম পদের তালিকা বেছে নেওয়া হয়েছে যাতে একজন সাধারণ মানুষ সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি কুরআন বুঝতে পারে। সালাতে তিলাওয়াত গুনে মন দিতে পারে। আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা করতে পারে।

সবশেষে একটি নিবেদন, এটি আমাদের প্রথম সংস্করণ, আশ্রয় চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল-ত্রুটি যদি কারো সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক জানিয়ে দিলে আমরা কৃতজ্ঞতা থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনে যত্নবান হবো।

এই বইটি অনুবাদ, মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে যাদের বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের এবং এই বইটি অনুসরণ করে যে সব মুসলিম নারী-পুরুষ উপকৃত হবেন তাদের সকলকে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করুন। আমীন।

- ড. এম হাবিবুল্লাহ খান

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুসলিমদেরকে কুরআনের দিকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে একটি কুরআনিক প্রজন্ম তৈরি করতে সাহায্য করা, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, বুঝবে, নিজ জীবনে প্রয়োগ করবে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছাবে। Understand Al-Quran Academy, Hyderabad, India-এর পরিচালক ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম Understand Quran & Salah, The easy way, course-1, course-2 ও course-3 নামে ৩টি বই এবং Read Al-Quran নামে একটি তাজউইদের বই রচনা করেছেন।

Understand Quran & Salah, The easy way, course-1 এবং course-2 2010 সাল হতে ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে আমরা পরিচালনা করে আসছি। এবছর আরও একটি বই course-3 সংযোজন হয়েছে। ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম এ কোর্সগুলো বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে পরিচালনার জন্য আমাদেরকে মনোনীত করেছেন।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই প্রাপ্য। সলাত ও সালাম নাযিল হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর, রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর বংশধর, সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের উপর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। পৃথিবীতে মানুষের জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে তার জন্য 'হুদা' অর্থাৎ পথনির্দেশ দিয়েছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি নাযিল করেছেন পথনির্দেশ তথা 'জীবন বিধান' আল কুরআন যা মানব জাতির জন্য সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। কিন্তু কুরআনের ভাষা আরবি হওয়ায় আমাদের বাংলা ভাষাভাষি মুসলিমদের জন্য কুরআন বুঝতে অসুবিধা হয়। ফলে এ শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হতে আমরা বিমুখ থাকি; এর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না।

কুরআন সমগ্র মানব জাতির জীবন বিধান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য। বাংলা ও ইংরেজি ভাষা থেকে আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন, এজন্য কুরআনের ভাষায় কুরআন বুঝতে হলে আরবি ভাষার শব্দপ্রকরণ/শব্দগঠন প্রণালী জানতে হবে।

আল কুরআনের বাণীকে আমাদের মাতৃভাষায় বোঝার জন্যে 'একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ' প্রকাশ করছে সহজ পদ্ধতিতে 'কুরআন ও সলাত অনুধাবন' কোর্স-৩।

ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম প্রণীত 'Understand Quran & Salah, The easy way, course 3' এ কোর্সটি কুরআনের প্রাথমিক অর্থ বোঝার জন্য একটি আধুনিক, সুন্দর ও সহজ পদ্ধতি। আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল কুরআনে প্রায় ৭৮০০০ শব্দ আছে। এ কোর্সে পড়ানো হবে সূরা আল-বাকারার সামনের ৫পৃষ্ঠা (আয়াত: ৩৮-৭৬)। এই বইটি সম্পন্ন করার পর কুরআনের ৯০% শব্দ জানা যাবে। উদাহরণস্বরূপ: এখানে প্রতি লাইনে পাওয়া যাবে গড়ে (৯টি শব্দের মধ্যে) মাত্র ১টি নতুন শব্দ, যার অর্থ আপনি ৯০% শব্দ জেনে গেছেন। একই সঙ্গে আপনি শিখবেন আরবি ব্যাকরণ (দুর্বল অক্ষরযুক্ত (معتل) তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া)-এর কিছু নিয়ম-কানুন যা আপনাকে কুরআন বুঝতে সাহায্য করবে।

সবশেষে এই প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ তা'আলা যেন কুরআন তিলাওয়াত করা, বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করার যথাযথ জ্ঞান দান করেন, আমীন!

বিনীত

মেজর মোঃ কামরুল হাসান (অবঃ)

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ

পরম করুণাময় অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে

বিষয়সূচি

পাঠ	কুরআন ও হাদীস হতে	ব্যাকরণ	পৃষ্ঠা নং
২০			
২১			
২২			
২৩			
২৪			
২৫			
২৬			
২৭			
২৮			
২৯			
৩০			
৩১			
৩২			
৩৩			
৩৪			
৩৫			
৩৬			
৩৭			
৩৮			
৩৯			

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা

মনে রাখবেন:

- এ কোর্সটি করতে হলে আপনাকে কুরআনের তিলাওয়াত জানতে হবে।
- এটি হবে পারস্পরিক মিথক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে, ফলে আপনি যা শুনবেন বা পড়বেন তা অনুশীলনও করবেন।
- আপনি যদি ভুলও করেন, কোনো সমস্যা নাই। প্রথমে ভুল না করে কেউই শিখতে পারে না।
- অনুশীলন যত বেশি করবেন, শেখাও তত সহজ হবে।
- শেখার একটি গোল্ডেন রুল হলো :

- ✓ আমি শুনি, আমি ভুলে যাই
- ✓ আমি দেখি, আমি মনে রাখি
- ✓ আমি অনুশীলন করি, আমি শিখি
- ✓ আমি শিখাই, আমি চৌকস হয়ে উঠি

শিক্ষার তিনটি পর্যায় :

- মনোযোগ : শোনার সময় মনোযোগী না হলে আপনি কেবল শোরগোল (noise) শুনবেন।
- একাত্মতা : অযত্নে বা সংশয়ের সাথে শুনলে আপনার শিক্ষার ক্ষমতায় শয়তান সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে।
- সক্রিয়তা : পারস্পরিক মিথক্রিয়ায় (interaction) অন্তর দিয়ে শোনা এবং বিষয়ের উপর তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হওয়া।
- প্রতিটি পাঠের পর ব্যাকরণ দেয়া আছে। ব্যাকরণের বিষয়টি পাঠের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়; করতে গেলে কোর্সটি জটিল হত এবং সূরা অধ্যয়নের আগেই আলাদাভাবে ব্যাকরণ শিখতে হত। তবে মূল পাঠে আপনি যে শব্দ শিখবেন, তার পাশাপাশি ব্যাকরণ, বিশেষত আপনার আরবি ব্যাকরণের জ্ঞান বাড়াবে। কয়েকটি পাঠের পর, সূরা বা যিকিরে পড়ার সময় আপনি ব্যাকরণ পাঠের উপকারিতা বুঝতে পাবেন।

নিচের ৭টি অনুশীলন অবসরে করতে ভুলবেন না:

২টি তিলাওয়াতে :

- ১। মুসহাফ (কুরআন) থেকে কম পক্ষে ৫ মিনিট তিলাওয়াত।
- ২। অবসর বা কাজের ফাঁকে মুখস্থ হতে কমপক্ষে ৫ মিনিট কুরআন তিলাওয়াত।

২টি পড়াশুনায়:

- ৩। নবীন পাঠকগণ কমপক্ষে ১০ মিনিট এ বইটি পড়বেন।
- ৪। শব্দকোষ বা বুকলেট হতে ৩০ সেকেন্ড পড়া, সালাতের আগে, পরে বা অন্য কোনো সুবিধামত সময়ে। আল্লাহর সাথে ওয়াদা করুন যে আপনি কোর্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত শব্দকোষটি সব সময় সাথে রাখবেন।

২টিশোনা ও অপরের সাথে আলোচনায়:

- ৫। অর্থসহ বয়ানগুলো অডিও থেকে শুনবেন। এ কোর্সের বিষয়বস্তু নিজে রেকর্ড করে গাড়িতে বা বাসার টুকটাকি কাজের সময়ও আপনি এটা শুনতে পারেন।
- ৬। যে কোর্সের যেটুকু আপনি শিখেছেন তা প্রতিদিন অন্তত ১ মিনিট আপনি আপনার পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

সবশেষটি ব্যবহারিকপ্রয়োগে:

- ৭। প্রতিদিনের সন্মত ও নফল সলাতে কুরআনুল করিমের শেষের ১০টি সূরা পালাক্রমে তিলাওয়াত করুন। এতে সলাতে একই সূরা বারবার তিলাওয়াত করার অভ্যাসটি বন্ধ হয়ে যাবে।

আরো দু'টি অতিরিক্ত বাড়ির কাজ, প্রার্থনার মধ্যে:

- (১) আপনার নিজের জন্য رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا এবং
- (২) আপনার বন্ধুদের জন্য, “আমাদেরকে এবং তাদেরকে কুরআন শিখতে আল্লাহ যেন সাহায্য করেন।”

ভালভাবে শেখা যায়, কাউকে শেখালে; কাজেই শিখতে চাইলে শিক্ষক হোন।

UNDERSTAND AL-QURAN ACADEMY-এর পরিচিতি

একাডেমির লক্ষ্য (Vision) :

মুসলিমদেরকে কুরআনের দিকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে একটি কুরআনিক প্রজন্ম তৈরিতে সাহায্য করা; যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, অর্থ বুঝবে, নিজ জীবনে অনুশীলন করবে এবং অন্যদের কাছে এর বার্তা পৌঁছাবে। কেবল কুরআনের পাঠক বানানো এর লক্ষ্য নয়। আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানই এই কাজ করছে। একাডেমিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মুসলিমদের কুরআনের মৌলিক শিক্ষা বুঝতে সক্ষম করে তোলা। ইনশাআল্লাহ এ পদ্ধতিতে হাদিসও শেখানো হবে। আধুনিক শিখন কৌশল ব্যবহারে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাবো যাতে শিখন পদ্ধতি সহজ ও সাবলীল হয়। কুরআনকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে তোলার পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভের জন্য এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।

একাডেমির উদ্দেশ্য (Mission) :

কুরআন বোঝার জন্য সহজ পদ্ধতিতে আরবি ভাষা শেখাতে তিনটি বয়স গ্রুপের জন্য অর্থাৎ (১) শিশু (২) যুবক এবং (৩) বয়স্কদের তিনটি পৃথক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন শেখার পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়ক পদ্ধতি ও সামগ্রী সরবরাহ করা।

কোর্সের উদ্দেশ্য :

প্রায় ৯০% অনারব মুসলিম এক পৃষ্ঠাও কুরআন বোঝেন না। কেউ কেউ কিছু শব্দের অর্থ জানলেও বাক্যের পুরো অর্থ বুঝতে পারেন না। পৃথিবীতে সম্ভবত না বুঝে বেশি পড়া একমাত্র বই এটি। দু'টি কারণে বর্তমান প্রজন্মকে অর্থ বুঝে কুরআন শেখানো জরুরি:

(১) বস্তুবাদের আত্মসন ও মিডিয়ার অস্থিীলতা (২) কুরআন, ইসলাম ও নবী (স.)-এর ওপর আক্রমণ।

যখন আমরা কুরআন, হাদিস ও নবী (স.) এর জীবনী যথাযথ শেখাতে পারবো, ইন-শা-আল্লাহ তখনই আমাদের প্রজন্ম :

অন্যায় বর্জন করে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং তাদের ভালো কাজগুলোকে বিশ্ব-মানবতার জন্য উদাহরণ বানাতে সক্ষম হবে। ইসলাম সম্পর্কে বিরাজমান ভুল ধারণাগুলো দূর করতে কুরআনের প্রজ্ঞা এবং উত্তম প্রচারণার মাধ্যমে সকলকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে সক্ষম হবে।

একাডেমির পরিকল্পনা :

আমাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হচ্ছে প্রথমে ১.৩ মিলিয়ন অনারব মুসলিম এবং তারপর তাদের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছে দেয়া। 'Understand Quran Courses' -এর কোর্সগুলোকে মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় অনুবাদ করা।

শিখন রীতি :

কোনো জ্ঞান বা বিষয় শেখানোর ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ: প্রণোদনা ও পদ্ধতি। কুরআনের আয়াত, হাদিস, গল্প, উদাহরণ এবং কিছু টিপসের এর মাধ্যমে ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়েছে। আরবি ব্যাকরণসহ কুরআনের বাণী শেখানোর জন্য কার্যকর ও সৃজনশীল পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, সহজে ব্যবহারযোগ্য পাঠ্য ও অনুশীলনের বই, পোস্টার, গেইম এবং শব্দকোষ কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে। মানবীয় ভাব আদান প্রদানের সর্বাধুনিক ধারণাসমূহ যেমন- Neuro Linguistic Programming (NLP)ও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন সহজে অনুধাবনের লক্ষ্যে আমরা কোর্সটি করবো দু'ধাপে :

কোর্স-১ : আপনি প্রায় ১২৫টি নতুন শব্দ শিখবেন যা পবিত্র কুরআনে ৪০,০০০ বারের বেশি এসেছে।

কোর্স-২ : আপনি আরো ১২৫টি নতুন শব্দ শিখবেন যা পবিত্র কুরআনে ১৫,০০০ বারের বেশি এসেছে।

প্রতিটি কোর্সের স্বাভাবিক সময় ১০ ঘণ্টা। অতএব, ২০ ঘণ্টার কোর্স শেষে কুরআনের ৭০% শব্দ শিখে নেয়া যাবে। এতে কুরআন বোঝাও বেশ সহজ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে কুরআনের কোনো বিশেষ লাইনে গড়ে ২ হতে ৩টি শব্দ আপনার জানার প্রয়োজন হতে পারে।

ঐতিহাসিক কালক্রম

সহজে কুরআন বোঝার এ মহৎ কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক নিচে দেওয়া হলো।

১৯৯৬ Easy Dictionary of the Quran (উর্দু হতে অনুদিত) প্রকাশ।

১৯৯৮ www.understandquran.com ওয়েব-সাইটের যাত্রা শুরু।

২০০০ ৪০% of Quranic words এবং A Few Selected Verbs Used in the Quran পুস্তিকা দু'টির প্রকাশ।

২০০৪ Understand Al Quran – The Easy Way (Level-I) প্রকাশ।

২০০৫ প্রশিক্ষণ কোর্স-১ এবং কোর্স-২ শুরু।

সবিনয় অনুরোধ

আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন : “আমার পক্ষ হতে পৌঁছিয়ে দাও, এমনকি এটি যদি একটি আয়াতও হয়”। আমরা অনুরোধ করছি আপনারাও যথাসম্ভব এই মহতী প্রচার কাজে অংশীদার হবেন। আসুন এ কাজকে সফল করতে একটি শক্তিশালী দল গড়ে তুলি। মহান আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এ চেষ্টা কবুল করেন এবং লোক-দেখানো কাজসহ সকল রকম মুনাফেকি, পাপ হতে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তাঁর রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর উপর।

রসূল (স.) বলেছেন : “তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম যে (নিজে) কুরআন শেখে এবং তা শেখায় (অন্যদেরকে)।” রসূল (স.)-এর এ প্রেরণা সত্ত্বেও অনারব মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা এই যে তাদের প্রায় ৯০% কুরআনের একটি পৃষ্ঠাও বোঝে না। ইন্-শা-আল্লাহ, এ কোর্সটি তাদের সলাতের নিয়মিত পাঠের সূরা/দু‘আ বুঝতে সাহায্য করবে। একই সাথে তারা মৌলিক আরবি ব্যাকরণ জানতে ও বুঝতে পারবে।

এ কোর্সের ভিত্তি হলো সলাতের নিয়মিত পাঠের আয়াতগুলি, কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ নয় যা সাধারণত খুব কম ব্যবহার হয়।

এটাই স্বাভাবিক যে নিয়মিত পাঠের আয়াতগুলো ব্যবহারের মাধ্যমেই কুরআন শিক্ষা শুরু হবে এবং এর কিছু সুবিধাও আছে :

- সলাতে প্রতিদিন প্রায় ১৫০ হতে ২০০টি আরবি শব্দ বা ৫০টি বাক্য পুনরাবৃত্ত হয়। এসব শব্দ ও বাক্য বুঝে যে কেউ খুব সহজেই আরবি ভাষার গঠন প্রকৃতি বুঝতে পারবেন।
- আল্লাহ তা‘আলার সাথে কথা বলার মাধ্যমে এ বাক্যগুলো অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছেন।
- প্রথম পাঠ হতেই এর উপকারিতা বুঝতে পারবেন।
- সলাতে একাধতা, মনোযোগ এবং আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতার গভীরতা বুঝবেন।

এ কোর্সের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিশেষ পদ্ধতিতে আরবি ব্যাকরণ শেখানো। আমাদের উদ্দেশ্য অনুবাদের মাধ্যমে কুরআন বুঝতে সাহায্য করা, তাই تَصْرِيف (মূল হতে শব্দ গঠন/শব্দ প্রকরণ) এর উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। TPI (Total Physical Interaction) নামে একটি আধুনিক, সহজ অথচ শক্তিশালী কৌশল যোগ করা হয়েছে বিভিন্ন ক্রিয়া, বিশেষ্য এবং সর্বনাম শেখানোর জন্য। এটি একটি প্রাথমিক কোর্স এবং পরবর্তীতে আপনি আরো উঁচু মানের আরবি ভাষার ব্যাকরণ পড়তে পারবেন।

এ কোর্স শেষে আপনি ১২৫টি শব্দ শিখবেন যা ৪০,০০০-এর অধিকবার কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে (মোট ৭৮০০০ এর মধ্যে)। অর্থাৎ আপনি কুরআনের ৫০% শব্দ জানতে পারবেন। কিন্তু এর মানে এ নয় যে আপনি কুরআনের ৫০% বুঝতে পারবেন। কারণ আপনি প্রায় প্রতি আয়াতেই নতুন শব্দ পাবেন। তবে এ কোর্স শেষে কুরআন বোঝা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীমনিজে এ কোর্সটি ভারত, সৌদি আরব, বাহরাইন, দুবাই, কুয়েত, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকায় করিয়েছেন। অন্যান্য দেশে এটা শেখাচ্ছেন তারাই, যারা ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীমের সরাসরি ছাত্র। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, সুইডেন, আইভেরি কোস্ট, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি।

অনুবাদ : কোর্সটি উর্দু, বাংলা, তুর্কি, ফরাসি, স্প্যানিশ, ইন্দোনেশিয়ান, চিনা, বসনিয়ান, পর্তুগিজ, হিন্দি, মালাইয়ালাম, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

টেলিভিশনে : কোর্সটি Peace TV গ্লোবাল নেটওয়ার্ক, ইন্টারন্যাশনাল ETV উর্দু, চ্যানেল-৪ ছাড়াও বেশকিছু চ্যানেলে প্রচার করা হয়।

ইন্টারনেটে : বিশ্বের হাজার হাজার ইন্টারনেট ব্যবহারকারী www.understandquran.com থেকে উপকৃত হয়েছেন। এ সাইটটিকে Google-এর প্রথম সারিতে প্রায়শঃ ১নম্বরে দেখতে পাবেন যখন আপনি ‘Learn Quran’; ‘Understand Quran’ অথবা ‘Quranic Arabic’ শব্দগুলো ব্যবহার করে

সার্চ করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইংল্যান্ড সহ অন্যান্য দেশের জনগণ তাদের সমাবেশে কোর্সটি চালু করেছে। এটি কুরআনের অর্থ শেখার একটি জনপ্রিয় বিশ্বজনীন ওয়েবসাইট।

ইন্-শা-আল্লাহ, আপনাদের জন্য এটি হবে সহজ, আকর্ষণীয় এবং কার্যকর কোর্স। আল্লাহ যেন আমাদের এই নিরভিমান প্রচেষ্টা কবুল করেন। আমাদের অনুরোধ আপনারা এ কোর্সটি প্রতিটি মাসজিদ, স্কুল, মাদরাসা, প্রতিষ্ঠান এমনকি আপনাদের পরিবারের মাঝেও চালু করবেন যাতে এ উম্মতের মধ্যে সলাত ও বুঝে কুরআন শেখার প্রবণতা গড়ে ওঠে।

অনুবাদে প্রথম বন্ধনীর () কথাগুলো ভালোভাবে বুঝার জন্য অতিরিক্ত শব্দ। অনুবাদে দ্বিতীয় বন্ধনী [] ব্যবহার করা হয়েছে আরবি শব্দ যা বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি। কুরআন হাদিস থেকে তথ্যসূত্র উল্লেখ করতেও এটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করুন। বর্তমান সংস্করণের যে কোনো ভুল আমাদেরকে জানাতে প্রিয় পাঠকদের অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করতে পারি।

ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীম
abdulazeez@understandquran.com
এপ্রিল, ২০১৯

ভূমিকা

এই কোর্সটির উদ্দেশ্য:

বি- সুরা আল-বাকারার পরবর্তী ৫টি পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করা (আয়াত ৭৭-১০৫)।

সি- কোরআনের অতিরিক্ত শব্দভাণ্ডার (১ নতুন শব্দ/লাইন) শিখা।

ডি- শব্দভাণ্ডার সহজে শেখার জন্য পয়েন্টার এবং বাক্যাংশ শিখা।

ই- কীভাবে আমাদের জীবনে কোরআন প্রয়োগ করতে হয় তা শিখা।

এফ- অতিরিক্ত সরফ (শব্দ বানানোর নিয়ম) এবং মৌলিক ক্রিয়া (একটি বাক্য তৈরির জন্য শব্দগুলিতে যোগদানের নিয়ম) শিখা।

জি- অর্থবহ শিক্ষার জন্য ২০০+ কুরআন সম্পর্কিত আরবী বাক্য শিখা।

কুরআন ও তার সমাধান বোঝার জন্য দুটি চ্যালেঞ্জ:

বি- শব্দভাণ্ডার (শব্দ এবং অর্থ): এটি পয়েন্টার এবং বাক্যাংশের মাধ্যমে শিখা।

সি- ব্যাকরণ: এটি টিপিআই এবং কথ্য আরবি এর মাধ্যমে শিখা।

পয়েন্টারগুলির সুবিধা:

কুরআনে ৩০টি পারা /আজযা রয়েছে। সর্বাধিক মুদ্রিত মুসহাফে প্রতিটি পারা /জুযে' সাধারণত ২০টি পৃষ্ঠা রয়েছে। একটি পারা /জুযে' ৪টি বিভাগে বিভক্ত। প্রতি বিভাগে ৫টি পৃষ্ঠা রয়েছে।

এইকোর্সে, প্রতিটি পৃষ্ঠা ৪ ভাগে বিভক্ত, প্রতিটি পয়েন্টার দ্বারা নির্দেশিত। পয়েন্টারটির একাধিক বিষয় থাকতে পারে। পয়েন্টারগুলোর অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ:

- এগুলো আপনাকে সেই প্রসঙ্গ এনে দেয় যেখানে নতুন শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে।
- এগুলো আপনাকে অর্থগুলো মুখস্ত করতে এবং এগুলো স্মরণ করার জন্য নোটর হিসেবে কাজ করে।
- এগুলো আপনাকে পৃষ্ঠার বিষয়গুলো নিয়ে কল্পনা করতে সহায়তা করে।
- এগুলো কোরআন মুখস্থ করতে খুবই দরকারী।

বাক্যাংশের সুবিধা সমূহঃ একটি শব্দগুচ্ছ

- নতুন শব্দের অর্থ মনে রাখতে মস্তিষ্কের জন্য এটি একটি হাতিয়ার।
- আপনাকে তথ্যটি মনে রাখতে সহায়তা করে।
- শুধু শব্দের চেয়ে আরও বেশি অর্থবোধ করে। (উদাহরণ: صَدَقَ: অমুখাপেক্ষী / اللّٰهُ الصَّمَدُ: আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ / অমুখাপেক্ষী)
- বাক্যাংশগুলো মুখস্ত করা এবং এর অর্থ বুঝা শব্দ মুখস্থ করার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর, শক্তিশালী, আবেদনময় এবং দরকারী।

বাক্যাংশগুলো ব্যবহার করার সূত্র (R-5s-10-Loud)

আপনি যখনই কোনও বাক্যাংশ ব্যবহার করেন তখনই এই সূত্রটি ব্যবহার করুন:

- R : (Relax) আরাম করুন।
- 5 S: (Five Senses) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ব্যবহার করুন। শুনুন, দেখুন, ঘ্রাণ নিন, স্পর্শ করুন এবং অনুভব করুন। বিশেষ্যের জন্য আকার এবং ক্রিয়ার জন্য কর্মটি ভিজুয়ালাইজ বা ঠাहर করুন।
- 10: পাঠটি কমপক্ষে ১০ সেকেন্ডের জন্য অনুশীলন করুন।
- Loud: বাক্যাংশ এবং এর অর্থ উচ্চস্বরে বলুন।

কথ্য আরবীঃ

প্রতিটি ব্যাকরণ পাঠে আমরা আরবী ভাষা অনুশীলন করবোঃ

- বাক্যগুলি কোরআনের মূলভাবে নির্মিত।
- এটি ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ অনুশীলনের সুযোগ দেয়।
- অনুশীলনটি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সক্রিয়মিথক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- এটি ব্যাকরণ পাঠকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সহায়তা করে।

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٩٧﴾	مَا يُسِرُّونَ	أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ	أَوْ لَا يَعْلَمُونَ
ও যা তারা প্রকাশ করে	যা কিছু তারা গোপন করে	যে আল্লাহ জানেন	তারা জানে না কি?
وَمِنْهُمْ	أَمْيُونُ	لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ	إِلَّا أَمَانِيَّ
এবং তারা না (তাদের)	নিরক্ষর	তারা জানে না কিতাব	আশা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া
إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٩٨﴾	فَوَيْلٌ	لِّلَّذِينَ	يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ
(অমূলক) ধারণা করা ছাড়া	অতএব দুর্ভোগ	তাদের জন্য যারা	লিখে কিতাবে (শরীয়তের বিধান)
ثُمَّ يَقُولُونَ	هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ	لِيَسْتَرْزُوا بِهِ	ثَمَنًا قَلِيلًا
পরে তারা বলে	এটা (এসেছে) আল্লাহর নিকট থেকে	(এরূপ করে) তারা কিনতে পারে তা দিয়ে	সামান্য মূল্য (অর্থাৎ স্বার্থ)
لَهُمْ	مِّمَّا	كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ	وَوَيْلٌ لَهُمْ
তাদের জন্য	তা হতে যা	তাদের হাত লিখেছে	এবং দুর্ভোগ তাদের জন্য
	তা হতে যা তারা উপার্জন করেছে		

Brief Explanation

- ...أَوْ لَا يَعْلَمُونَ: এই আয়াতে তাদের কাছে প্রেরিত কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সেই বিষয়গুলি তাদের গোপন করার ক্ষমত্রে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধারাভাষ্য অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা জানেন যা তারা গোপন করে এবং প্রকাশ করে। অথবা আমরা যাই করি না কেন।
- ...وَمِنْهُمْ أَمْيُونُ: এরপরে আল্লাহ ২টি দলের মধ্যে প্রথমটির সম্পর্কে কথা বলেছেন: উম্মি, অর্থাৎ নিরক্ষর বা অপরিশোধিত ব্যক্তিবর্গ; এবং পন্ডিতদের সম্পর্কে। এই উম্মীরা তাদের কাছে প্রেরিত গ্রন্থ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, বা জানার প্রয়োজনও মনে করে না। তাদের ধর্ম শুধুই খোশখোয়াল ও কল্পনার উপর ভিত্তি করে যেমন তারা মনে করতো:
 - আগুন তাদের কখনো স্পর্শ করবে না।
 - তারা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয় মানুষ।
 - কেবল ইহুদীরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- যখন কেউ মূল উৎস, তথা আল্লাহর কিতাব এবং নবীদের শিক্ষার সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফলে, তখন এই বিষয়গুলি খুবই সাধারণ ব্যাপার। আজকের মুসলমানদের অবস্থাও কিছুটা এমনই।
- ...فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ: আগের আয়াতে আল্লাহ উম্মিদের সম্পর্কে কথা বলেছেন। এখন ২য় গোষ্ঠী অর্থাৎ পন্ডিতদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তারা একাধিক মারাত্মক অপরাধ করতো:
 - গ্রন্থটিতে পরিবর্তন করতো এবং তাদের মনগড়া জিনিস যেখানে যুক্ত করতো
 - এবং অন্যদেরকে বলতো যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এভাবেই নাযিল হয়েছে
 - তারা এটি করতো মূলত পার্থিব ও জাগতিক লাভের জন্য।
- তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। আসমানী কিতাবে পরিবর্তন সাধন করার শাস্তি এবং কিতাব বিকৃত করে পার্থিব ও জাগতিক ফায়দা হাসিল করার শাস্তি।
- আমাদের উম্মাতের মধ্যেও এমন লোকদের দেখে অবাক হবেন না।

- আপনি যখন কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে শুনুন, তখন শুধু রেফারেন্সগুলি (কোরআন এবং হাদিস) ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন যে সে সঠিক কথা বলতেছে কিনা।
- আপনি যদি কোনও কিছু বিষয়ে নিশ্চিত না হোন তবে উদ্ধৃতি দেবেন না, অথবা বলবেন না যে আল্লাহ তা'আলা এটি বলেছেন বা নবী করিম (সাঃ) এটি বলেছেন। এটি বলার আগে আপনি নিশ্চিত হোন।

হাদিস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তর হতে ইলম টেনে বের করে নেবেন না। বরং আলেমদের উঠিয়ে নেবার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন তিনি কোন আলেমকে অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা মুখদের নেতাক্রমে গ্রহণ করবে। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হ'লে বিনা ইলমেই তারা ফৎওয়া (সিদ্ধান্ত) দিবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে' (বুখারী: ১০০)

এই হাদিসটি দেখে বুঝা যায় যে কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে যদি আমাদের কোন প্রশ্ন থাকে তবে সাধারণ মানুষ কে নয়, আলেমদের জিজ্ঞাসা করা উচিত।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

মনে যা আছে আল্লাহ তা ভালো করে জানেন, তা হোক গোপন বা প্রকাশ্য।

- নিরক্ষর (উম্মি) লোকেরা অনুমান করে কথা বলে এবং অভিলাষী চিন্তা-ভাবনা করে যা কিতাবের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই।
- পার্থিব কল্যাণের জন্য যারা আল্লাহর কিতাব বিকৃত করে তাদের দ্বিগুন শাস্তি দেওয়া হবে।

দু'আ: হে আল্লাহ! আমাকে কোরআন শিখতে সাহায্য করুন এবং আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না যারা অভিলাষী চিন্তা-ভাবনা করে এবং আপনার হুকুম আহকাম সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা না নিয়ে বা অনুমান করে কথা বলে।

পরিকল্পনা: আমি যা শুনি বা বলি, তা বাস্তবই কোরআন ও হাদীস থেকে আছে কিনা তা নিশ্চিত করব। ইনশাআল্লাহ।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড Rep.
জ্ঞান, জানা	عَلِمَ	مَعْلُوم	عَالِم	اَعْلَمْ	يَعْلَمُ	عَلِمَ	৫১৮
লেখা	كَتَبَ	مَكْتُوب	كَاتِب	اَكْتُبْ	يَكْتُبُ	كَتَبَ	৫৭
উপার্জন করা	كَسَبَ	مَكْسُوب	كَاسِب	اَكْسِبْ	يَكْسِبُ	كَسَبَ	৬২
অনুমান করা	ظَنَّ	مَظْنُون	ظَان	ظُنْ	يَظُنُّ	ظَنَّ	৬৮
বলা	قَالَ	مَقُول	قَائِل	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	১৭১৯
হাস করা	قَلَ	-	قَلِيل	قَلْ	يَقُولُ	قَلَ	৭২
গোপন করা	أَسْرَرَ	مُسَرَّر	مُسِرِّر	أَسِرِّرْ	يُسِرِّرُ	أَسْرَرَ	২০
ঘোষণা করা	أَعْلَنَ	مُعْلَن	مُعْلِن	أَعْلِنْ	يُعْلِنُ	أَعْلَنَ	১২
ক্রয় করা	اشْتَرَى	مُشْتَرَى	مُشْتَرٍ	اشْتَرِ	يَشْتَرِي	اشْتَرَى	২১

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
নিরক্ষর	أُمِّيُّونَ، أُمِّيِّينَ	أُمِّي
ইচ্ছুক চিন্তা- ভাবনা	أُمَانِي	أُمْنِيَّة
বই	كُتُب	كِتَاب
হাত	أَيْدِي	يَد
মূল্য	أَثْمَان	ثَمَن

وَقَالُوا

এবং তারা বলল

আল্লাহর নিকট হতে	তোমরা গ্রহণ করেছো কি?	তুমি বলো	গোনাগাঁথা কিছুদিন	(যদিও করে) তবে	আগুন	কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না
عِنْدَ اللَّهِ	اتَّخَذْتُمْ	قُلْ	أَيَّامًا مَّعْدُودَةً	إِلَّا	النَّارُ	لَنْ تَمَسَّنَا
عَلَى اللَّهِ	أَمْ تَقُولُونَ	عَهْدَهُ	فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ	عَهْدًا		
আল্লাহর উপর (সম্বন্ধে)	অথবা তোমরা বলছ	তার অঙ্গীকার	আল্লাহ কখনো ভঙ্গ করবেন না	অঙ্গীকার (যা)		

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿৮০﴾

যা তোমরা জান না।

Brief Explanation

- وَقَالُوا...: বনী ইসরাইলের দাবি ছিল যে, তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করলেও তারা সেখানে কেবল অল্প কিছুদিনই থাকবে। কারণ তারা মনে করে যে তারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় এবং পছন্দের মানুষ।
- قُلْ...: তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি পেয়েছো? তোমাদের গ্রাহ্যে কি এমন কোনো প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ সেই প্রতিশ্রুতির খেলাফ করবেন না?
- قَالَ...: তিনি বলেন; قَالَ عَلَى: তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বলেছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে মিথ্যা বলা কোরআনে বর্ণিত একটি বড় অপরাধ (৭:৩৩)।
- আপনি এমন লোক পাবেন যারা বলে: ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সঠিক; এটি ভুল; এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয়। তারা এমন ভাবে কথা বলে যেন তারা কোনো প্রকার ইলম ও প্রমাণ ছাড়াই ইসলামকে জানে।
- রাসূল যদি কেউ কোনো ঠিকানা বা দিকনির্দেশনা খুঁজে, আপনি কি তাকে যা জেনে বা কারো কোনো শোনা কথার উপর ভিত্তি করে তাকে দিকনির্দেশনা দেন?
- কেউ যদি আপনাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করে যা আপনি জানেন না। তাকে আপনি বলুন যে: আমি জানি না। আপনি যদি এভাবে তাকে বলেন: তাহলে কোনো ভুল ও ক্ষতি হবে না: যে আপনি জানেন না। বরং তাকে একজন বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নিতে বলুন। ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র.) ছিলেন ফিকহের জগতে সর্বকালের অন্যতম বিজ্ঞ আলেম। একদা এক ব্যক্তি অনেক দূর থেকে ইমাম মালিকের কাছে এসে তাঁকে ৪৮টি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। ইমাম মালিক (র.) তার মধ্যে থেকে মাত্র ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং বাকীগুলি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, 'আমি জানি না'।
- যদি আপনি কোন হক্কানী আলেমের কাছ থেকে বা কোনও নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে উত্তরটি পেয়ে থাকেন তবে তাকে এ সম্পর্কে বলুন এবং তারপরে বলুন: اللَّهُ أَعْلَمُ (আল্লাহ ভালো জানেন)।

হাদিস: সাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, 'প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। পক্ষান্তরে নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসারী করে আর আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অলীক আশা পোষণ করে। (তিরমিজী)

নবি করিম (সাঃ) আরো বলেনঃ যার আমল তাকে পিছনে ফেলেছে তার বংশ-মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারেনি। (মুসলিম: ২৬৯৯)

- এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে আমরা যদি সফলতা পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে ভাল কাজ করতে হবে এবং খারাপ কাজগুলি বর্জন করতে হবে।
- এক হিসাবে আমরা সবাই হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান, কিন্তু তাই বলে আমরা এভাবে বলতে পারি না যে, যেহেতু আমাদের পিতা একজন নবী ছিলেন, তাই আগুন আমাদের স্পর্শ করতে পারে না এবং অন্যায় কাজ করলেও আমরা সরাসরি জান্নাতে চলে যাব।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- আমাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশকে কখনই হালকাভাবে নেওয়া উচিত হবে না।
- জানা না থাকলে কখনোই বলবেন না যে 'আল্লাহ তা'য়ালার বলেছেন' বা 'নবী (সাঃ) বলেছেন'।

দুআ: হে আল্লাহ আমাকে সৎকর্ম করতে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করুন।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি কখনো কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন বন্ধ করব না, যাতে আমি কখনই মিথ্যা দাবি দ্বারা বিভ্রান্ত না হই।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	অর্থ	অর্থ	অর্থ	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
অঙ্গীকার গ্রহণ করা	عَهْدَ	مَعْهُدٍ	عَاهِدَ	إِعْهَدَ	يَعْهَدُ	عَهَدَ	ع ه د مد	৩৫
জানা,	عِلْمَ	مَعْلُومٍ	عَالِمٍ	إِعْلَمَ	يَعْلَمُ	عَلِمَ	ع ل م مد	৫১৮
বলা	قَوْلَ	مَقُولٍ	قَائِلٍ	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	ق و ل قا	১৭১৯
স্পর্শ করা	مَسَّ	مَمْسُوسٍ	مَاسٍ	مَسَّ	يَمَسُّ	مَسَّ	م س س مس	৫৮
গণনা করা	عَدَّ	مَعْدُودٍ	عَادَ	عَدَّ	يَعُدُّ	عَدَّ	ع د د ظن	১৭
লওয়া	إِتَّخَذَ	مُتَّخِذٍ	مُتَّخِذٌ	إِتَّخَذَ	يَتَّخِذُ	أَتَّخَذَ	أ خ ذ أس	১২৮
বঙ্গ করা	إِخْلَافَ	مُخْلَفٍ	مُخْلِفٌ	أَخْلَفَ	يُخْلِفُ	خَلَفَ	خ ل ف أس	১৫

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
দিন	أَيَّامٍ	يَوْمٍ
চুক্তি	عُهُودٍ	عَهْدٍ

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

তার পাপসমূহ	এবং তাকে ঘিরে নিয়েছে	যে কেউ উপার্জন করবে পাপ	বরং (সত্য হল)
-------------	-----------------------	-------------------------	---------------

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ

এবং যারা	চিরস্থায়ী হবে	তার মধ্যে	তারা	অধিবাসী হবে আগুনের	ফলে এসব লোক
----------	----------------	-----------	------	--------------------	-------------

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

তারা	জান্নাতের অধিবাসী হবে	এসব লোক	এবং সৎকর্ম করেছে	ঈমান এনেছে
------	-----------------------	---------	------------------	------------

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

চিরস্থায়ী হবে	সেখানে
----------------	--------

Brief Explanation

- ...بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً... এই আয়াত দুটিতে ন্যায়বিচার সম্পর্কে আল্লাহর বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।
 - শিরক, কুফর প্রভৃতি খারাপ কাজগুলি চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।
 - সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্ম চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে।
- ...وَالَّذِينَ أَمَنُوا... ঈমান হল কুরআন ও সুন্নাহর কতৃক বর্ণিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করা: (১) আল্লাহ; (২) ফেরেশতা; (৩) কিতাব; (৪) রাসূল; (৫) শেষ দিন; এবং (৬) কদর (তথা ভাগ্য / নিয়তি)।
- কুরআন ও সুন্নাহ কতৃক বর্ণিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাল কাজের অঙ্গীভূত করা হয়;
 - সাধারণ ইবাদত: নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ন্যায়বিচার, জিকির ও তিলাওয়াত করা ইত্যাদি।
 - অসুখের ইবাদত: বিশ্বাস, এখলাস ও মনের পবিত্রতা, তাকওয়া বা ধর্মনিষ্ঠা হওয়া, আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, তাঁর উপর ভরসা, আল্লাহ থেকে কিছু ভালো পাওয়ার আশা করা; তাঁকে স্মরণ করা, এবং তাঁকে ভয় করা ইত্যাদি।
 - জিহ্বার ইবাদত: জিকির করা, উপদেশ দেওয়া, ভাল কথা বলা, কাউকে পথপদর্শন করা, ইত্যাদি।
 - নৈতিকতা: সত্যবাদী হওয়া, বিশ্বাসযোগ্য হওয়া, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, ন্যায়নিষ্ঠ, সহনশীল, সদয় ও নম্র হওয়া ইত্যাদি।
 - লেনদেন: হালাল উপার্জন করা; এবং হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা।
 - معاشرت (সামাজিকতা): পিতা-মাতা, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, দুর্বল ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের সাথে সুন্দর ও ভালো ব্যবহার করা।
 - أمر بالمعروف ونهي عن المنكر: সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা।
 - دعوة: মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকা, আহবান।

যারা খারাপ কাজ করে, তারা খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কেও জানে, কিন্তু তারপরও তারা গুনাহ করে। কারণ? শয়তান তাদেরকে গুনাহের পরিণতির কথা ভুলিয়ে দেয়।

হাদিস: সাবধান! গোনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা গোনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করা ঠিক তেমন, যেমন কোনো কণ্টক কোনো উপত্যকায় যাত্রাবিরতি করলো। এ সময় ছোট ছোট ভাগ হয়ে লোকেরা কাঠি নিয়ে আসল, ফলে তারা তাদের রুটি পাকাতে পারল। এমনভাবে গোনাহকে যে তুচ্ছজ্ঞান করে এই গোনাহই একত্রিত হয়ে এক সময় তাকে ধ্বংস করে ফেলবে।' (সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) এর হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে ৫/৩৩১ বর্ণিত হয়েছে।)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- শিরক, কুফর প্রভৃতি খারাপ কাজগুলি চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।
- সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্ম চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে।

দুআ: হে আল্লাহ! আমাকে ছোট বড় সবধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করুন। আমি যেন কোনো ভালো কাজ কে তুচ্ছ মনে না করি, হোক সেটি ছোট।

পরিকল্পনা: আমি ছোট বড় সবধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।									বিশেষ্য		
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.	অর্থ	বহুবচন	একবচন
উপার্জন করা	كَسَبَ	مَكْسُوبٌ	كَاسِبٌ	اِكْسِبْ	يَكْسِبُ	كَسَبَ	ك س ب ضد	৬২	মন্দ	سَيِّئَات	سَيِّئَةٌ
আমল করা	عَمِلَ	مَعْمُولٌ	عَامِلٌ	اِعْمَلْ	يَعْمَلُ	عَمِلَ	ع م ل سد	৩১৯	পাপ	خَطِيئَات	خَطِيئَةٌ
চিরকাল থাকা	خَلَدَ	مَخْلُودٌ	خَالِدٌ	اُخْلَدْ	يَخْلُدُ	خَلَدَ	خ ل د ن	৮৩	সহচর	أَصْحَاب	صَاحِب
ঘেরাও করা	أَحَاطَ	مُحَاطٌ	مُحِيطٌ	أَحِطْ	يُحِيطُ	أَحَاطَ	ح و ط أشبه	২৮	সহচর	جَنَّات	جَنَّة
বিশ্বাস স্থাপন করা	أَمِنَ	مُؤْمِنٌ	مُؤْمِنٌ	اِمْنٌ	يُؤْمِنُ	أَمِنَ	أ م ن أشبه	৮১৮			

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

বানী ইসরাঈল থেকে	প্রতিশ্রুতি	এবং (স্মরণ করো) যখন আমরা নিয়েছিলাম
------------------	-------------	-------------------------------------

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

সদয় ব্যবহার করবে	এবং পিতা মাতার সাথে	আল্লাহ্ ছাড়া	যে না তোমার ইবাদত করবে
-------------------	---------------------	---------------	------------------------

وَوَدَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ

মানুষের উদ্দেশ্যে	এবং তোমরা বলবে	ও দরিদ্রদের সাথে	ও ইয়াতীমদের	এবং আত্মীয় স্বজনের
-------------------	----------------	------------------	--------------	---------------------

حُسْنًا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ

এরপরেও	যাকাত	এবং তোমরা দেবে	সালাত	এবং তোমরা প্রতিষ্ঠা করবে	ভালোভাবে কথা
--------	-------	----------------	-------	--------------------------	--------------

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ (৮৩)

মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ	এবং তোমরা (আজও)	তোমাদের মধ্য হতে	সামান্য কিছু (লোক)	ব্যতীত	তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে
-------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------	-----------------------------

Brief Explanation

- وَإِذْ أَخَذْنَا...: আল্লাহ বানী ইসরাইলকে মনে করিয়ে দেন যে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা এবং সত্যকে অস্বীকার করার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে তা আবার ভঙ্গ করেছে।
 - আল্লাহ বানী ইসরাইল কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এবং সত্য কে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে, আবার তা লঙ্ঘন করেছে।
 - ইহা তৎকালীন মদিনার মুসলমানদের কাছে একটি বার্তা যে মদিনার ইহুদী কর্তৃক মুহাম্মাদ (সাঃ) কে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা যেন অবাক না হয়। কারণ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার এই আচরণে তারা অভ্যস্ত।
 - আমাদের জন্য বার্তা হলো: আমাদের উচিত আল্লাহর অবাধ্য না হওয়া এবং সত্যকে অস্বীকার না করা।
 - এই ফর্মুলাগুলি প্রয়োগ করুন: প্রশ্ন - মূল্যায়ন - পরিকল্পনা - এই আয়াতে উল্লেখিত আটটি বিষয়ের প্রত্যেকটি প্রচার করুন।
ক- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না;
খ- পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করুন;
গ- এবং আত্মীয়দের সাথে;
ঘ- এবং এতিমদের সাথে;
ঙ- এবং অভাবগস্তদের সাথে।
চ- মানুষের সাথে ভালোভাবে কথা বলুন, সে যেই হোক না কেন।
ছ- যথা সময়ে জামায়াতের সাথে নামায প্রতিষ্ঠা করুন, এর আবশ্যিক শর্তসমূহ পূরণ করার মাধ্যমে;
জ- এবং যাকাত প্রদান করুন।
 - আমাদের সমাজ কতই না সুন্দর ও চমৎকার হবে, যখন আমরা আল্লাহর বিধান মেনে চলবো! ইবাদত-বন্দেগী, শিষ্টাচার, আচার-আচরণ সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা সেরা ব্যক্তি হয়ে উঠবো, ইনশাআল্লাহ!
- হাদিস: আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের নিকৃষ্ট কাবীরাহ গুনাহের বর্ণনা দিব না? সকলে বললেনঃ হ্যাঁ হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি বললেনঃ তা হলো, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শারীক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্যতা। (বুখারী: ৬২৭৩)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে

পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

➤ আল্লাহর সমস্ত দীন সমান। (সমস্ত দীন একই দীন, তথা ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন।)

➤ বনি ইসরাইলকে এই মৌলিক আটটি কাজ করতে বলা হয়েছিল। যা আমাদেরকেও করতে বলেছেন।

দু'আ: হে আল্লাহ! এই আটটি ক্ষেত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাকে শ্রেষ্ঠ হতে সাহায্য করুন।

পরিকল্পনা: এই আটটি ফর্মুলা কীভাবে আমার জীবনে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে আমি একটি পরিকল্পনা করব, ইনশাআল্লাহ! বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে আমি দুর্বল।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড
ইবাদত করা	عِبَادَةٌ	مَعْبُودٌ	عَابِدٌ	أَعْبُدْ	يَعْبُدُ	عَبَدَ	ع ب د ন
সুন্দর	حُسْنٌ	-	حَسَنٌ	أَحْسُنْ	يَحْسُنُ	حَسَنَ	ح স ন ক
লওয়া	أَخَذَ	مَأْخُودٌ	أَخَذَ	خُذْ	يَأْخُذُ	أَخَذَ	أ خ ড ন
বলা	قَوْلٌ	مَقُولٌ	قَائِلٌ	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	ق উ ল ফা
হাস	قَلٌّ	-	قَلِيلٌ	قَلِّ	يَقِلُّ	قَلَّ	ق উ ল ض
উপকার করা	إِحْسَانٌ	مُحْسَنٌ	مُحْسِنٌ	أَحْسِنْ	يُحْسِنُ	أَحْسَنَ	ح স ন অস্
প্রতিষ্ঠা করা	إِقَامَةٌ	مُقَامٌ	مُقِيمٌ	أَقِمْ	يُقِيمُ	أَقَامَ	ق উ ম অস্
দেওয়া	إِيْنَاءٌ	مُوْتَى	مُوْتٍ	آتِ	يُوْتِي	آتَى	أ উ ই অস্
সরে যাওয়া	تَوَلَّى	مُتَوَلَّى	مُتَوَلٍ	تَوَلَّ	يَتَوَلَّى	تَوَلَّى	و উ ই অস্
প্রত্যাক্ষান করা	إِعْرَاضٌ	مُعْرَضٌ	مُعْرَضٌ	أَعْرِضْ	يُعْرِضُ	أَعْرَضَ	ع উ র অস্

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
মাতা পিতা	وَالِدَيْنِ	وَالِدٌ
এতিম	يَتَامَى	يَتِيمٌ
অতি দরিদ্র	مَسَاكِينِ	مَسْكِينٌ
প্রার্থনা	صَلَوَاتٍ	صَلَاةٌ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ	আমরা নিয়েছিলাম	তোমাদের প্রতিশ্রুতি	(যে) তোমরা ঝরাবে না	তোমাদের রক্ত	এবং তোমরা তাড়িয়ে দেবে না
أَنفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ ﴿٨٤﴾	তোমাদের নিজেদেরকে	তোমাদের ঘর থেকে	এরপর	তোমরা স্বীকার করেছিলে	এবং তোমরাই
					সাক্ষ্য দিচ্ছ

Brief Explanation

- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ... আল্লাহ বানী ইসরাইলের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা মানুষকে হত্যা করবে না, এবং তাদের কে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করবে না। লক্ষ্য করুন যে, আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিটি মানুষের মানবাধিকার, বিশেষত তাদের বেঁচে থাকার অধিকার এবং সম্পত্তির রাখার অধিকারকে কত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন:
- আমি অঙ্গীকার নিয়েছি;
 - তোমরা ইহা সমর্থন করেছ; এবং
 - তোমরা এর সাক্ষী ছিলে, অর্থাৎ ইহা তোমাদের অনুপস্থিতিতে নেওয়া হয়নি।
- لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ...: তোমাদের রক্ত, মানে, তোমাদেরই কারও রক্ত। একে অপরকে আহত করা মানে যেন নিজেকেই আহত করা।
- وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ...: তোমরা নিজেদেরকে উচ্ছেদ করবে না, অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে নির্বাসিত করবে না। যখন কোনো ব্যক্তি তার বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হয়, সে নিজ ভূমিতে অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়। সে যেখানেই যাবে ভিনদেশী হিসেবে পরিচিতি পাবে। এবং হতে পারে সে নির্বাসনের কারণে চরম দুর্ভোগ ও দুর্দশায় দিন কাটাবে।
- এটা আমাদের মুসলমানদের জন্যও একটি অনুস্মারক যে আমাদের কখনই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা অসৎ কাজ করা উচিত হবে না। হাদিস: নোমান বিন বাশীর (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, মুমিনদের একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মত। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অন্নিদা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।' [মুসলিম ২৫৮৬]

Lessons, Du'aas, and Plans

- এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।
- আল্লাহ বানী ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে তারা মানুষকে হত্যা করবে না এবং তাদের কে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করবে না।
 - আল্লাহ মানবাধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।
 - আল্লাহ সমস্ত মুমিনদেরকে এক শরীরের মতো দেখতে চান। একে অপরকে কষ্ট দেওয়া মানে নিজেকেই কষ্ট দেওয়া।
- দু'আ: হে আল্লাহ! আপনার সাথে আমাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে আমাদের রক্ষা করুন; আর তা হচ্ছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার আনুগত্য করা।
- পরিকল্পনা: মানুষের জীবন এবং তাদের সম্পত্তি সম্পর্কে আমি সর্বদা সশঙ্ক থাকবো।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.
ছাউনি	سَفَكَ	مَسْفُوكٌ	سَافِكٌ	إِسْفِكْ	يَسْفِكُ	سَفَكَ	س ف ك ض	২
সাক্ষ্য দেওয়া	شَهِدَ	مَشْهُودٌ	شَاهِدٌ	اشْهَدْ	يَشْهَدُ	شَهِدَ	ش ه د س	৯০
লওয়া	أَخَذَ	مَأْخُودٌ	أَخِذْ	خُذْ	يَأْخُذُ	أَخَذَ	أ خ ذ ن	১৩৫
উচ্ছেদ করা	أَخْرَجَ	مُخْرَجٌ	مُخْرِجٌ	أَخْرِجْ	يُخْرِجُ	أَخْرَجَ	خ ر ج أ س	১১২
স্বীকার করা	أَقْرَرَّ	مُقَرَّرٌ	مُقَرِّرٌ	أَقْرِرْ	يُقَرِّرُ	أَقْرَرَّ	ق ر ر أ س	৪

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
ছক্তি	مَوَاتِيقٌ	مِيثَاقٌ
রক্ত	دِمَاءٌ	دَمٌ
নাফস-স্ব	أَنْفُسٌ	نَفْسٌ
বাড়ি	دِيَارٌ	دَارٌ

ثُمَّ	أَنْتُمْ	هُوَ لَا	تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ	وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا	مِنْكُمْ
আবার	তোমরাই	ঐসব (লোক যারা)	তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করছ	এবং তোমরা তাড়িয়ে দিচ্ছ একদলকে	তোমাদের মধ্যে থেকে
مَنْ دِيَارِهِمْ	تَظْهَرُونَ	عَلَيْهِمْ	بِالْإِثْمِ	وَالْعُدْوَانَ	
তাদের ঘরগুলো হতে	তোমরা সাহায্য করছ	তাদের বিরুদ্ধে	অন্যায়	ও সীমা লঙ্ঘন	
وَإِنْ يَأْتُواكُمْ	أُسْرَى	تَفْدُوهُمْ	وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ	إِخْرَاجُهُمْ	
এবং যদি তোমাদের কাছে আসে	বন্দি (হয়ে)	তাদের ছাড়াও মুক্তিপণ দিয়ে	অথচ তা	তোমাদের উপর নিষিদ্ধ	তাদের তাড়িয়ে দেওয়া

Brief Explanation

- تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ...: বনি ইসরাইলের ইতিহাস জুড়ে এজাতীয় ঘটনা ঘটেছে। মদিনায় বনু কায়নুকা, বনু নাদির ও বনু কুরাইজা নামে তিনটি ইহুদি গোত্র ছিল। যুদ্ধের সময় নাদির ও কুরাইজা বনু আউসের পক্ষে এবং কায়নুকা বনু খায়রাজের পক্ষে যোগ দেয়। এভাবে তাদের মধ্যে দীর্ঘ শত্রুতা চলতে থাকে।
- تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ...: প্রত্যেক গোত্র লড়াইয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে তাদের মিত্রকে সমর্থন জানাত, অথচ অন্য দলের মধ্যে ইহুদিও ছিল।
- وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أُسْرَى...: যুদ্ধের পরে, ইহুদিরা অন্য গোত্রের বন্দী ইহুদিদের থেকে মুক্তিপণ নেওয়ার সময় বলতো যে এটিই আল্লাহর হুকুম।
- وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ...: প্রথমত তাদের লড়াই করা উচিত হয়নি এবং দ্বিতীয়ত তাদের বাসস্থান থেকে উৎক্ষাত করাও উচিত হয়নি।
- ইহা আমাদের মুসলমানদের জন্যও একটি অনুস্মারক। দুর্ভাগ্যবশত, আজ মুসলিমদের মধ্যেও অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হত্যা দেখতে পাবেন। আল্লাহ আমাদেরকে সকল অন্যায় ও অসৎ পথ এড়িয়ে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন!

হাদিস: হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেনঃ তোমরা যুলম থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ কিয়ামতের দিন যুলম অন্ধকারের ন্যায় গ্রাস করবে। (মুসলিম: ২৫৭৮)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে।

নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করবেন না।
- ইসলামের কোন একটি অংশও ছেড়ে দিবেন না।

দুআ: হে আল্লাহ! আপনার ক্রোধ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমাকে সবার অধিকার পূরণ করার তৌফিক দান করুন।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি কাউকে গালি দিবো না এবং কারও ক্ষতি করার চিন্তাও করব না।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।									বিশেষ্য		
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.	অর্থ	বহুবচন	একবচন
হত্যা করা	قَتَلَ	مَقْتُول	قَاتِل	أَقْتُلْ	يَقْتُلُ	قَتَلَ	ق ت ل	৯৩	নিজে	أَنْفُس	نَفْس
সীমালঙ্ঘন করা	عَدَا	مَعْدُو عَلَيْهِ	عَادٍ	أَعْدُ	يَعْدُو	عَدَا	ع د و	২০	পার্টি	فُرَقَاء	فَرِيق
আসা	أَتَى	مَاتِي	أَتِ	إِنْتِ	يَأْتِي	أَتَى	أ ت ي	২৭৫	বাড়ি	دِيَار	دَار
উচ্ছেদ করা	أَخْرَجَ	مُخْرَج	مُخْرَج	أَخْرِجْ	يُخْرِجُ	أَخْرَجَ	خ ر ج	১১২	পাপ	إِثْم	إِثْم
একে অপরকে সমর্থন করা	تَظَاهَرَ	مُتَظَاهِر بِهِ	مُتَظَاهِر	تَظَاهَرْ	يَتَظَاهَرُ	تَظَاهَرَ	ظ ه ر	৩	বন্দী	أُسَارَى	أَسِير

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি এখানে উল্লিখিত দ্বিগুণ শাস্তি কথার মনে রেখে আমার নফসের অসৎ ইচ্ছাগুলি প্রতিহত করবো।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
অবিশ্বাস করা	كُفِّرَ	مَكْفُورٌ	كَافِرٌ	اُكْفِرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	ك ف ر ن	৪৬৫
করা	فَعَلَ	مَفْعُولٌ	فَاعِلٌ	اِفْعَلْ	يَفْعَلُ	فَعَلَ	ف ع ل ف	১০৫
অচেতন হওয়া	غَفَلَ	مَغْفُولٌ	غَافِلٌ	اُغْفَلْ	يَغْفُلُ	غَفَلَ	غ ف ل ن	৩৪
আমল করা	عَمَلَ	مَعْمُولٌ	عَامِلٌ	اِعْمَلْ	يَعْمَلُ	عَمَلَ	ع م ل س	৩১৯
সাহায্য কার	نَصَرَ	مَنْصُورٌ	نَاصِرٌ	اُنْصِرْ	يُنْصِرُ	نَصَرَ	ن ص ر ن	৯৪
ক্ষতিপূরণ দেওয়া	جَزَأَ	مَجْزِيٌّ	جَازٍ	اِجْزِ	يَجْزِي	جَزَى	ج ز ي ه	১১৬
ফেরৎ পাঠানো	رَدَّ	مَرْدُودٌ	رَادٌّ	رُدَّ	يُرَدُّ	رَدَّ	ر د د ظ	৪৪
বিশ্বাস করা	إِيْمَانٌ	مُؤْمِنٌ	مُؤْمِنٌ	اِئْمِنْ	يُؤْمِنُ	أَمِنَ	أ م ن أ	৮১৮
ক্রয় করা	اِشْتَرَا	مُشْتَرَى	مُشْتَرٍ	اِشْتَرِ	يَشْتَرِي	اِشْتَرَى	ش ر ي ا	২১
হালকা করা	تَخَفَّفَ	مُخَفَّفٌ	مُخَفِّفٌ	خَفِّفْ	يُخَفِّفُ	خَفَّفَ	خ ف ف ع	৯

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
দিন	أَيَّامٌ	يَوْمٌ
মর্যাদাহানি	مَخْزَاةٌ	خِزْيٌ
তীব্র	أَشَدُّ	شَدِيدٌ

وَلَقَدْ	اتَيْنَا مُوسَى	الْكِتَابَ	وَقَفَيْنَا	مِنْ بَعْدِهِ	بِالرُّسُلِ
এবং নিশ্চয়	আমরা দিয়েছি মুসা কে	কিতাব	এবং পর্যায়ক্রমে আমরা পাঠিয়েছি	তারপর থেকে	রাসূলদেরকে
وَآتَيْنَا	عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ	الْبَيِّنَاتِ	وَآيَدْنَاهُ	بِرُوحِ الْقُدُسِ	
এবং আমরা দিয়েছি	মারিয়ম পুত্র ঈসাকে	সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ	ও তাঁকে আমরা সাহায্য করেছি	পবিত্র আত্মা দিয়ে	
أَفَكَلَّمَا	جَاءَكُمْ رَسُولٌ	بِمَا لَا تَهْوَى	أَنْفُسُكُمْ	اسْتَكْبَرْتُمْ	
অতঃপর কী যখনই	তোমাদের কাছে এসেছে কোনো রাসূল	তা নিয়ে যা	পছন্দ করো না তোমাদের মন	তোমরা অহংকার করেছ	
فَفَرِّقَا	كَذَّبْتُمْ	وَفَرِّقَا	تَقْتُلُونَ	وَقَالُوا	قُلُوبُنَا غُلْفٌ
অতঃপর একদলকে	তোমরা অস্বীকার করেছ	আর একদল কে	তোমরা হত্যা করেছ	এবং তারা বলেছিল	আমাদের আচ্ছাদিত (সুরক্ষিত)
بَلْ	لَعَنَهُمُ اللَّهُ	بِكُفْرِهِمْ	فَقَلِيلًا مَّا	يُؤْمِنُونَ	
বরং (সত্য হলো)	তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন আল্লাহ	তাদের অবিশ্বাসের কারণে	তাই কম (লোকই) যারা	ঈমান আনবে	

Brief Explanation

- পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে, আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.)-এর সাথে বনী ইসরাইলের খারাপ আচরণ সম্পর্কে কথা বলেছেন। তাদের এহেন আচরণ হযরত মুসা (আ.)-এর পরেও, অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.), হযরত জাকারিয়া (আ.), এবং হযরত ইয়াহিয়া (আ.) সহ অন্যান্য নবীদের সাথেও অব্যাহত ছিল।
- হযরত মুসা (আ.)-এর পর হযরত ঈসা (আ.) কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ? তাঁকে বানী ইসরাঈলের কাছে প্রেরণ করেছিলেন শক্তিশালী অলৌকিক ঘটনা দিয়ে, যা গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল তাঁর জন্মের আগে থেকেই। তাঁকে সুস্পষ্ট নিদর্শনও দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ, অসুস্থদের নিরাময় করা এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার মতো আশ্চর্যজনক অলৌকিক ঘটনা।
- وَخُلُفْنَا...: পবিত্র আত্মা। এই উপাধিটি হযরত জিব্রীল (আ.) কে সম্মান হিসাবে দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি রাসূল (আ.)-কে হযরত জিব্রীল (আ.)-এর মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিষয়টি ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, তাকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল নিষ্ঠুর বানী ইসরাঈলরা, যারা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।
- বানী ইসরাইলরা তাদের মর্জি মোতাবেক আইন চেয়েছিল, নবী-রাসূলগণ তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে এসেছেন সে অনুসারে নয়। তারা এতটাই অবাধ্য ছিল যে নবীদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিতে এবং তাঁদের হত্যা করতেও দ্বিধা করতো না।
- তারা বলেছিল: "আমাদের হৃদয় মোড়ানো," অর্থাৎ, আমরা আমাদের বিশ্বাসে দৃঢ় এবং কোনো কিছুই আমাদের কে আমাদের বিশ্বাস থেকে সরতে পারবে না, পরোয়া নেই যে, কি বলা হয়েছে বা কে বলেছে।
- আল্লাহ তাদের আচরণের আসল কারণটি জানিয়ে দিয়েছেন: যে তিনি তাদের কে অভিশপ্ত করেছেন। কারণ? তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর যে কারণেই তারা এখন আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।
- তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপের তীক্ষ্ণতা কল্পনা করুন। আন্দ্রাগফির-ল্লাহ।

হাদিস: যিয়াদ ইবন ইলাকা তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) (দু'আ) বলতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই মন্দ আখলাক, মন্দ আমল ও কুপর্বৃত্তি থেকে। (তিরমিজী: ৩৫৯১)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- বানী ইসরাঈল হযরত মুসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীদের সাথে বর্বর ও অগ্রাহ্য মূলক আচরণ করে।
- তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং যে কারণে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।
- এটা আল্লাহ তায়ালার অত্যন্ত দয়া ও কৃপা ছিল যে তিনি নবি ও রাসূলদের পাঠানোর সিলসিলা অব্যাহত রেখেছিলেন যাতে মানুষ ধ্বংস না হয়ে যায়।
- জিবরাইল (আঃ) আল্লাহ তায়ালার এক শক্তিশালী বার্তাবাহক যিনি নবী-রাসূলগণের প্রতি ওহী নিয়ে আসতেন। তিনি **روح القدس** (পবিত্র আত্মা) নামেও পরিচিত।

দুআ: হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়কে আপনার পথনির্দেশ অনুযায়ী করে দিন। এবং আমাদেরকে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্য অনুসারী বানিয়ে দিন।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি ভাল মানুষ থেকে পরামর্শ নেব এবং তাঁদের পরামর্শ অত্যন্ত নম্র ও নিরহঙ্কার হয়ে শুনবো। এবং কোনো কারণে রেগে গেলেও কখনো অহংকার করব না।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।									বিশেষ্য		
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.	অর্থ	বহুবচন	একবচন
হত্যা করা	قَتَلَ	مَقْتُول	قَاتِل	اقْتُلْ	يَقْتُلُ	قَتَلَ	ق ت ل	৯৩	বই	كُتِبَ	كِتَاب
অভিশাপ কার	لَعَنَ	مَلْعُون	لَاعِن	الْعَنَ	يَلْعَنُ	لَعَنَ	ل ع ن	২৭	বার্তাবহ	رُسُل	رَسُول
অবিশ্বাস করা	كَفَرَ	مَكْفُور	كَافِر	اَكْفُرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	ك ف ر	৪৬৫	পরিস্কার লক্ষণ	بَيِّنَات	بَيِّنَةٌ
আসা	جَاءَ	-	جَاءَ	جِئْ	يَجِيءُ	جَاءَ	ج ي ا	২৭৭	স্ব	أَنْفُس	نَفْس
আশা করা	هَوَى	مَهْوِي	هَوٍ	اهْوِ	يَهْوِي	هَوَى	ه و ي	১৩	হৃদয়	قُلُوب	قَلْب
বলা	قَالَ	مَقُول	قَائِل	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	ق و ل	১৭১৯	জড়ান	غُلْف	أَغْلَف
হ্রাস	قَلَّ	-	قَلِيل	قَلْ	يَقِلُّ	قَلَّ	ق ل ل	৭২			
প্রদান করা	آتَى	مُؤْتَى	مُؤْتٍ	آتِ	يُؤْتِي	آتَى	أ ت ي	২৭৪			
অনুসরণ করার	تَقَفَّى	مُقَفَّى	مُقَفٍّ	قَفِّ	يُقَفِّي	تَقَفَّى	ق ف و	৪			
সাহায্য করা	أَيَّدَ	مُؤَيَّد	مُؤَيِّد	أَيِّدْ	يُؤَيِّدُ	أَيَّدَ	أ ي د	৯			
অহঙ্কারী আচরণ করা	اسْتَكْبَرَ	مُسْتَكْبِر	مُسْتَكْبِر	اسْتَكْبِرْ	يَسْتَكْبِرُ	اسْتَكْبَرَ	ك ب ر	৪৮			
অস্বীকার করা	كَذَّبَ	مُكَذَّب	مُكَذِّب	كَذِّبْ	يُكَذِّبُ	كَذَّبَ	ك ذ ب	১৯৮			
বিশ্বাস করা, ঈমান আনা	آمَنَ	مُؤْمِن	مُؤْمِن	آمِنْ	يُؤْمِنُ	آمَنَ	أ م ن	৮১৮			

وَلَمَّا	جَاءَهُمْ كِتَابٌ	مِّنْ عِندِ اللَّهِ	مُصَدِّقٌ	لِّمَا	مَعَهُمْ
এবং যখন	এসেছে তাদের কাছে কিতাব	আল্লাহর নিকট থেকে	সত্যায়নকারী	তার জন্য যা	তাদের সাথে (আছে)
وَكَانُوا	مِن قَبْلُ	يَسْتَفْتِحُونَ	عَلَى الَّذِينَ	كَفَرُوا	فَلَمَّا
এবং তারা ছিল	পূর্ব থেকে	বিজয় চাইত	(তাদের) উপর (বিরুদ্ধে) যারা	অবিশ্বাস করেছে	অতঃপর যখন
جَاءَهُمْ	مَّا عَرَفُوا	كَفَرُوا بِهِ	فَلَعَنَهُ اللَّهُ	عَلَى الْكَافِرِينَ	(৮৯)
আসল তাদের কাছে	যা তারা জানত	তার প্রতি অস্বীকার করল	ফলে আল্লাহর অভিশাপ	প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর	

Brief Explanation

- ...وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ : মদিনার ইহুদিরা সেই শেষ নবীর অপেক্ষায় ছিল, যাঁর কথা তাদের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তারা যখনই মদীনায় মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হতো, তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই নবীকে প্রেরণ করা হয়, যাতে তারা তাঁর নেতৃত্বে প্রতিপক্ষ কে পরাস্ত করতে পারে। এমনকি মদিনা বাসীও ইহুদিদের এমন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানত।
- ...فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا : মদিনার ইহুদিরা সত্যিই জানতো এবং এমনকি তারা পরস্পরে আলোচনাও করতো যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্য নবী, এবং তিনি সেই যাঁর কথা তাদের কিতাবে উল্লেখ আছে।
- শুধু জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। তার উপর আমলও করতে হবে। সত্যটি জানার পর আমাদের উচিত তা গ্রহণ করে নেওয়া।
- তারা কেন নবী মুহাম্মদ (সা.) কে প্রত্যাখ্যান করেছিল? ইহা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিস: সাফিয়াহ (রা.), মহানবী (সা.)- এর অন্যতম একজন স্ত্রী, এক ইহুদী পণ্ডিতের কন্যা এবং অপর আরেক ইহুদী আলেমের ভাগ্নি ছিলেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরত করলে আমার বাবা ও চাচা তাকে দেখতে যান। তারা যখন বাড়ি ফিরে আসেন তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন শুনতে পাই।

চাচা: তিনি কি সত্যিই সেই নবী, যাঁর বিষয়ে আমাদের গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে?

পিতা: আল্লাহর কসম, তিনি সেই।

চাচা: আপনি কি নিশ্চিত?

বাবা: হ্যাঁ!

চাচা: তাহলে তোমার ইচ্ছা কী?

বাবা: আমি যতদিন বেঁচে আছি তার বিরোধিতা করব এবং তার মিশন সফল হতে দেব না। (ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

ইহুদীরা আল্লাহর কাছে সেই (কিতাবে বর্ণিত) নবীর জন্য দুআ করতো। তারা তাঁর আগমন এবং তাঁর লক্ষণ ও উপসর্গ সম্পর্কেও জানতো।

- যখন নবী, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন হয়, তখন তারা তাকে জেনে শুনেই প্রত্যাখ্যান করেছিল।

কাফেরদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ, অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেন। কেয়ামতের দিন এ সমস্ত মানুষের পরিণতি কি হবে তা একটু কল্পনা করুন এবং অনুভব করুন।

দুআ: হে আল্লাহ! কোনো সত্য জানার পর আমাকে তা প্রত্যাখ্যান করতে দিও না।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, যারা সত্যকে অস্বীকার করে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ আমি স্মরণ করব যাতে আমি কাফেরদের মতো না হয়ে যাই।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড
অবিশ্বাস করা	كُفِرَ	مَكْفُورٌ	كَافِرٌ	اُكْفُرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	ك ف ر 8৬৫
চিনতে পারা	عُرِفَ	مَعْرُوفٌ	عَارِفٌ	اَعْرِفْ	يَعْرِفُ	عَرَفَ	ع ر ف ৫৯
আসা	جِيئَ	-	جَاءَ	جِئْ	يَجِيءُ	جَاءَ	ج ي ا 2৭৭
হওয়া	كَوْنٌ	-	كَائِنٌ	كُنْ	يَكُونُ	كَانَ	ك و ن 1৩৫৮
নিশ্চিত করা	تَصَدِّقٌ	مُصَدِّقٌ	مُصَدِّقٌ	صَدِّقْ	يُصَدِّقُ	صَدَّقَ	ص د ق ৩১
জয় প্রার্থনা করা	اِسْتَفْتَحَ	مُسْتَفْتَحٌ	مُسْتَفْتَحٌ	اِسْتَفْتَحْ	يَسْتَفْتِحُ	اِسْتَفْتَحَ	ف ت ح ৩

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
বই	كُتُبٌ	كِتَابٌ

بِئْسَمَا	اشْتَرَوْا بِهِ	أَنفُسَهُمْ	أَن يَكْفُرُوا بِمَا	أَنزَلَ اللَّهُ	بَغْيًا
কতইনা নিকৃষ্ট তা	যার বিনিময়ে তারা	তাদের আত্মাকে	তারা অস্বীকার	আল্লাহ অবতীর্ণ	জিদ বশতঃ
করেছে	বিক্রি করেছে	করেছে যে (থেকে)	এ বিষয় যা	করেছেন	
أَن يُنَزَّلَ اللَّهُ	مِنْ فَضْلِهِ	عَلَى مَنْ يَشَاءُ	مِنْ عِبَادِهِ		
এ জন্য যে আল্লাহ অবতীর্ণ	তাঁর অনুগ্রহের কারণে	যাকে তিনি চান (তার) উপর	তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে		
করেছেন					
فَبَاءُوا	بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ	وَالْكَافِرِينَ	عَذَابٌ مُّهِينٌ		
ফলে তারা পরিবেষ্টিত হয়েছে	রাগের উপর রাগ দিয়ে	এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে	অপমানকর শাস্তি		

Brief Explanation

- بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ...: কাফেররা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে। তারা জান্নাত এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নবীর সাহচর্যের বিনিময়ে কুফর ও বিদেহ কে ক্রয় করে নিয়েছে।
- তারা নিজেদের কেন বিক্রি করেছিল? তাদের ঘৃণা, হিংসা, অহংকার এবং কুসংস্কারের কারণে। তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে অস্বীকার করেছিল - কারণ তিনি বানী ইসরাইল থেকে ছিলেন না! তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, যেন তারা আশাবাদী ছিল যে, আল্লাহ তাদের সাথে পরামর্শ করবেন যে রাসূল কাকে বানানো উচিত কাকে নয়। তারা আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল।
- مِنْ عِبَادِهِ...: আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ নাযিল করেন।
- بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ...: তাদের কুফর এবং অহংকারের কারণে।
- مُّهِينٌ: আল্লাহ তাদের অহংকারকে না শুধু শাস্তি, বরং এক লাঞ্ছনা জনক এবং অবমাননাকর শাস্তি দিয়ে চুরমার করে দিবেন। মূলত এই শাস্তিটি দেওয়া হবে তাদের কুফুরির কারণে। (وَالْكَافِرِينَ)।

হাদিস: হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সা:) বলেছেনঃ তোমাদের আগেকার উম্মাতদের রোগ তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। তা হলো পরস্পর হিংসা-বিদেহ ও ঘৃণা। আর এই রোগ মুন্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, চুল মুন্ডন করে দেয়, বরং এটা দ্বীনকে মুন্ডন (বিনাশ) করে দেয়। সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জালাতে প্রবেশ করবে না। তোমরা যদি পরস্পরকে না ভালবাস তাহলে ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে বলবো না যে, পারস্পরিক ভালবাসা কোন কাজের মাধ্যমে মজবুত হয়? তোমরা পরস্পর সালামের বিস্তার ঘটান। (তিরমিজি: ২৫১০)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- যারা নবী (সা:)-কে অস্বীকার করেছিল, তারা জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে তাদের কুশী মনোভাব, এবং কুফরের কাছে।
- এই সমস্যা লোকের উপর আল্লাহর ক্রোধের উপর ক্রোধ রয়েছে, অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি।
- কেবল শাস্তিই নয়, বরং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক এবং অবমাননাকর শাস্তি।

দু'আ: হে আল্লাহ! আপনার যে কোনও আদেশের বিরুদ্ধে আমার হৃদয়ের অসন্তুষ্টি থেকে আমাকে বাঁচান। আমাকে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস থেকে রক্ষা করুন।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি সবসময় আল্লাহর প্রজ্ঞা, শক্তি, প্রতিশোধ এবং তাঁর অপমানজনক শাস্তির কথা স্মরণ করব, যদি আমি আমার মনের মধ্যে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কোনো বিরক্তি ও ক্ষোভ অনুভব করি।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড
অবিশ্বাস করা	كُفِرَ	مَكْفُورٌ	كَافِرٌ	أَكْفُرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	8৬৫
রাগ করা	عَضِبَ	مَغْضُوبٌ	غَاضِبٌ	اغْضِبْ	يَغْضِبُ	عَضِبَ	২৩
হঠকারিতা করা	بَغِيَ	مَبْغِيٌّ	بَاغٍ	ابْغِ	يَبْغِي	بَغَى	২২
ইচ্ছা করা	شِئِيَ	مَشِئِيٌّ	شَاءٌ	شَأْ	يَشَاءُ	شَاءَ	২৩৬
অর্জন করা	بَوَّأَ	-	بَاءٌ	بُؤْ	يُبْؤُءُ	بَاءَ	৬
বিক্রি করা	اشْتَرَا	مُسْتَرَى	مُسْتَرٍ	اشْتَرِ	يَسْتَرِي	اشْتَرَى	২১
অবতীর্ণ করা	انْزَالَ	مُنْزَلٌ	مُنْزِلٌ	انْزِلْ	يُنْزِلُ	انْزَلَ	১৯০
প্রেরণ করা	تَنْزِيلٌ	مُنْزَلٌ	مُنْزِلٌ	نَزَّلْ	يُنْزِلُ	نَزَلَ	৭৯
অপমান করা	أَهَانَ	مُهَانٌ	مُهِنٌ	أَهِنْ	يُهِنُ	أَهَانَ	১৬

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
স্ব	أَنْفُسٌ	نَفْسٌ
অনুগ্রহ	أَفْضَالٌ	فَضْلٌ

وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ	اٰمِنُوْا	بِمَا	اَنْزَلَ اللّٰهُ	قَالُوْا
এবং যখন বলা হয় তাদের উদ্দেশ্যে	তোমরা ঈমান আনো	ঐ বিষয়ে যা	আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন	তারা বলে
نُؤْمِنُ	بِمَا	اَنْزَلَ عَلَيْنَا	وَيَكْفُرُوْنَ	بِمَا وَّرَاۤءَہٗ وَهُوَ
আমার ঈমান আনব	ঐ বিষয়ে যা	অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর	ও তারা অস্বীকার করে	যা আছে তা ছাড়া অথচ সেটাই
الْحَقَّ	مُصَدِّقًا	لِّمَا مَعَهُمْ	قُلْ	فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ
সত্য	সত্যায়নকারী	তার জন্য যা তাদের সাথে (আছে)	বলো	তাহলে তোমরা কেন হত্যা করেছ
اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ	مِنْ قَبْلُ	اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾	وَلَقَدْ	جَاۤءَكُمْ
আল্লাহর নাবীদেরকে	পূর্বে থেকে	যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক	এবং নিশ্চয়	তোমাদের কাছে এসেছিল
مُوسٰى	بِالْبَيِّنٰتِ	ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ	الْعِجْلَ	مِنْۢ بَعْدِہٖ وَاَنْتُمْ
মুসা	সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে	এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে	গো বাছুরকে (উপাস্যরূপে)	এবং তোমরা ছিলে তারপর থেকে

ظَلُمُوْنَ ﴿٩٢﴾

সীমালঙ্ঘনকারী

Brief Explanation

- ...وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا : যখন বনী ইসরাঈল কে কুরআনের উপর ঈমান আনতে বলা হলো, তারা বলেছিল: আমরা কেবল তাওরাকে বিশ্বাস করি এবং এ ছাড়া অন্য সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করি।
- وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا : তবে, তাওরাতের উপর বিশ্বাসের জন্য তাদের কোরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা দরকার, দুটি কারণে:
 - ক. তাওরাত বলে যে হযরত মুহাম্মদ (সা:) আসবেন। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর আগমন এবং তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণ করে যে তাওরাত একটি সত্য গ্রন্থ।
 - খ. কুরআন তাওরাতের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়; যে, তাওরাত আল্লাহর কিতাব।
- ...قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ : তাওরাতের উপর বিশ্বাস নিয়ে তাদের যে ফাঁকা দাবী কুরআন তা উন্মোচন করে দেয়। তারা আল্লাহর নবীকে হত্যা করেছিল! মুসা (আঃ) ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় উপকারকারী, যিনি তাদের জন্য এত কিছু করেছিলেন। তারপরেও, ঠিক তখনই, তার উপস্থিতিতে এবং ফিরিউনের কবল থেকে তাদের অলৌকিক ভাবে উদ্ধার করার মতো ঘটনা দেখার পরেও তারা বাছুরের উপাসনা করেছিল!
- আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে: তোমাদের ধর্ম বিশ্বাস কি তোমাদের কে নবীদের হত্যা করতে এবং বাছুরের উপাসনা করার অনুমতি দেয়? বাস্তবতা হল তোমরা অপরাধী ও অন্যায়কারী।

হাদিস: হযরত উমর (রাঃ) হাদিসে জিব্রাইলের একটি লম্বা হাদিসে বলেন: তিনি (জিব্রাইল) জিজ্ঞাসাবাদ করলেন যে, "আমাকে ইমান সম্পর্কে বলুন।" নবী (সা:) বললেনঃ "ইমান হল আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাকদীরের ভালমন্দের প্রতি তোমার বিশ্বাস স্থাপন করা।" আগস্জক বললেন, "আপনি সত্যই বলেছেন।" (মুসলিম ৬০)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

ইহুদিরা হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে অস্বীকার করে বলেছিল যে তারা কেবল তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ইমান আনবে, অর্থাৎ তাওরাতের উপর।
➤ আল্লাহ তাদের প্রতারণা মূলক দাবির প্রেক্ষিতে বলেন: যদি তোমরা তাওরাতের সত্য অনুসারী হতে তবে নবীদের হত্যা করতে না অথবা বাছুরের উপাসনা করতে না।

দু'আ: হে আল্লাহ! আমাকে দৃঢ় ভাবে কুরআনে বিশ্বাস করতে এবং আশ্চর্যকর ভাবে কুরআন অনুসরণ করতে সাহায্য করুন।
পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি সত্য কে গ্রহণ করে নেবো, তা যেই বলুক না কেন।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.
অবিশ্বাস করা	كُفِرَ	مَكْفُورٌ	كَافِرٌ	اُكْفُرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	ك ف ر	৪৬৫
হত্যা করা	قُتِلَ	مَقْتُولٌ	قَاتِلٌ	اُقْتُلْ	يَقْتُلُ	قَتَلَ	ق ت ل	৯৩
ভুল করা	ظَلِمَ	مَظْلُومٌ	ظَالِمٌ	اِظْلِمْ	يَظْلِمُ	ظَلَمَ	ظ ল ম	২৬৬
বলা	قُولٌ	مَقُولٌ	قَائِلٌ	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	ق ও ল	১৭১৯
সত্য	حَقٌّ	-	حَقِيقٌ	اِحْقِمْ	يَحِقُّ	حَقَّ	ح ق ق	২৭০
ছিল	كَوْنٌ	-	كَائِنٌ	كُنْ	يَكُونُ	كَانَ	ক ও ন	১৩৫৮
আসা	مَجِيئَةٌ	-	جَاءٌ	جِئْ	يَجِيءُ	جَاءَ	ج ي ا	২৭৭
ইমান আনা	إِيمَانٌ	مُؤْمِنٌ	مُؤْمِنٌ	أَمِنْ	يُؤْمِنُ	أَمَنَ	أ ম ন	৮১৮
নাযিল করা	إِنزَالٌ	مُنزَلٌ	مُنزِلٌ	أَنْزِلْ	يُنزِلُ	أَنْزَلَ	ن ز ল	১৯০
নিশ্চিত করা	تَصَدِيقٌ	مُصَدِّقٌ	مُصَدِّقٌ	صَدِّقْ	يُصَدِّقُ	صَدَّقَ	ص ড ق	৩১
লওয়া	إِتِّخَاذٌ	مُتَّخَذٌ	مُتَّخِذٌ	اِتَّخِذْ	يَتَّخِذُ	اِتَّخَذَ	أ خ ذ	১২৮

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
নবী	أَنْبِيَاءٌ	نَبِيٌّ
পরিষ্কার চিহ্ন	بَيِّنَاتٌ	بَيِّنَةٌ
বাছুর	عُجُولٌ	عَجَلٌ

وَاِذْ اَخَذْنَا	مِيثَاقَكُمْ	وَرَفَعْنَا	فَوْقَكُمْ		
এবং যখন আমরা গ্রহণ করেছিলাম	তোমাদের প্রতিশ্রুতি	এবং উঠিয়েছিলাম	তোমাদের উপর		
الطُّورَ	خُذُوا	مَا آتَيْنَاكُمْ	بِقُوَّةٍ	وَأَسْمَعُوا	قَالُوا
তুর পাহাড়কে	(বলেছিলাম) তোমরা ধরো	যা তোমাদেরকে দিয়েছি (তা)	শক্তভাবে	এবং তোমরা শুনো	তারা বলেছিল
وَعَصَيْنَا	وَأَشْرَبُوا	فِي قُلُوبِهِمْ	الْعِجْلَ	بِكُفْرِهِمْ	
এবং আমরা অমান্য করলাম	এবং সিমিত হয়েছিল (তারা)	তাদের অঙ্গুলির মধ্যে	গোবাহুর (পূজা)	তাদের অবিশ্বাসের কারণে	
قُلْ	بِسْمَا	يَأْمُرُكُمْ بِهِ	إِيْمَانُكُمْ	إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ	(৯৩)
বলো	কতই না নিকৃষ্ট	যার প্রতি তোমাদের নির্দেশ দেয়	তোমাদের ঈমান	যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো	

Brief Explanation

- **وَاِذْ اَخَذْنَا...** বাণী ইসরাইল তাওরাত গ্রহণে অনগ্রহী ছিল। আল্লাহ তাদের ভয় দেখানোর জন্য তাদের উপর একটি পাহাড় তুলে ধরেছিলেন। এভাবে কি তাদের ইমান আনতে বাধ্য করা হয়েছিল? না। তারা ইতিপূর্বেই মুসা (আ.)-এর উপর ইমান এনেছিল। এখন শুধু সতর্কতার সাথে আল্লাহ তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেছেন। যাতে তাদের আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়।
- তাদের উপরে পাহাড় উত্তোলন করা দ্বারা বুঝা যায় যে আল্লাহ তা'য়ালার তাঁর কিতাবের ব্যাপারে কতটা ঐকান্তিক।
- **خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ...** আমি তোমাদের যা কিছু দিয়েছি তা শক্ত করে ধর! তাদেরকে তাওরাত দৃঢ় ভাবে ধরতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ তেলাওয়াত করা, বোঝা, বাস্তবায়ন এবং তা ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কুরআনের ক্ষেত্রেও আজ একই ধরনের নির্দেশনা রয়েছে!
- **وَأَسْمَعُوا قَالُوا...** এক সেকেন্ডের জন্য আপনার চোখ বন্ধ করুন এবং পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা কল্পনা করুন। এরপরও বাণী ইসরাইল জবাব দিয়েছিল যে; আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম! তারা কতটাই অবাধ্য ও বিদ্রোহী ছিল! এটা আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ ছিল যে তিনি তাদেরকে পিষ্ট করে দেননি।
- এর আরেকটি অর্থ হলো: তারা মুখে **سَمِعْنَا** বলেছিল, তবে **عَصَيْنَا** তাদের অঙ্গুলির ছিল। এবং তাদের কার্যকলাপ এটাই প্রকাশ করেছিল। আমরাও কি একই কাজ করছি? আমরা দাবি করি যে আমরা কুরআনে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমাদের আর্থিক লেনদেন এবং বিবাহের মতো সামাজিক রীতিনীতিগুলি আসলে কেমন? আমরা কি সেখানে ইসলাম পালন করি?
- **وَأَشْرَبُوا...** "তাদের পান করার জন্য বানানো হয়েছিল", তাদের পান করার জন্য কে বানিয়েছিল? আল্লাহ তা'য়ালার। তবে এখানে, আমাদের শেখানো হয় যে আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সরাসরি এই শাস্তির সম্পৃক্ততা তাঁর দিকে না করতে।
- যখন কেউ পান পান করে, এটি তার রক্ত প্রবাহে প্রবাহিত হয়। তাদেরকে 'বাছুর প্রীতি পান করার জন্য বানানো হয়েছিল', অর্থাৎ তারা এর প্রতি এতটাই আশক্ত ছিল যে, আল্লাহর অলৌকিক ঘটনা দেখেও তারা বাছুরের উপাসনা ছিল।
- বাণী ইসরাইলরা শাস্তি পেয়েছিল এবং তারা কুফরের কারণে বাছুরের ভালোবাসায় আসক্ত হয়েছিল। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা: একটি গোনাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসাবে অন্য আরেকটি গোনাহের কারণ হতে পারে।

হাদিস: হযরত জাইদ বিন আরকাম (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.), মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি খুম নামের একটি জলাশয়ের পাশে আমাদের সামনে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। এতে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করলেন এবং নছীহত ও উপদেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, “পরকথা, হে মানুষ! আমি একজন মানব। আমার প্রভুর মৃত্যুদূত আসার সময় ঘনিজে এসেছে (নবীদের জান কবজের জন্য তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়)। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাবো। তো আমি তোমাদের মাঝে দুইটি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব (কোরআন মাজীদ)। এতে আছে পথনির্দেশ ও আলো। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরবে।” তো তিনি আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরার জন্য উৎসাহ ও জোর দিলেন। (মুসলিম: ২৪০৮)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু

উদাহরণ দেওয়া হলো।

- আল্লাহ আমাদের দ্বারা তাঁর কিতাবের অধিকার পূরণে বদ্ধপরিবর্তন।
- গুনাহ করার পর যদি তাওবা না করা হয়, তবে তা অন্য আরেকটি গুনাহের কারণ হতে পারে।
- শ্রবণ করা এটি আমল করার আগের ধাপ। সুতরাং আমাদের কে মনোযোগ সহকারে কুরআন ও এর অর্থ শুনতে হবে, যাতে আমরা শিখতে পারি এবং আদেশগুলি মানতে পারি।

দুআ: আল্লাহ আমাদের কে সর্বদা তাঁর আনুগত্য করার তৌফিক দান করুন।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি সর্বদা কুরআনকে আঁকড়ে ধরে তার সমস্ত অধিকার পূরণ করার চেষ্টা করব।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
উত্তোলন করা	رَفَعَ	مَرْفُوع	رَافِع	ارْفَعْ	يَرْفَعُ	رَفَعَ	ر ف ع	২৮
শোনা	سَمِعَ	مَسْمُوع	سَامِع	اسْمَعُ	يَسْمَعُ	سَمِعَ	س م ع	১৪৭
অবিশ্বাস করা	كُفِرَ	مَكْفُور	كَافِر	اُكْفُرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	ك ف ر	৪৬৫
লওয়া	أَخَذَ	مَأْخُود	أَخَذَ	خُذْ	يَأْخُذُ	أَخَذَ	أ خ ذ	১৩৫
দৃঢ় হওয়া	قُوِيَ	مَقْوًى بِهِ	قَوِي	اقْوِ	يَقْوَى	قَوِيَ	ق و ي	৪০
বলা	قَالَ	مَقُول	قَائِل	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	ق و ل	১৭১৯
অমান্য করা	عَصِيَ	مَعْصِيٍّ	عَاصٍ	إَعْصِ	يَعْصِي	عَصَى	ع ي ه	৩২
নির্দেশ দেওয়া	أَمَرَ	مَأْمُور	أَمْر	مُرْ	يَأْمُرُ	أَمَرَ	أ م ر	২৩১
প্রদান করা	أَتَى	مُؤْتًى	مُؤْتٍ	آتِ	يُؤْتِي	أَتَى	أ ت ي	২৭৪
পান করা	اشْرَبَ	مُشْرَب	مُشْرِب	اشْرَبْ	يُشْرَبُ	اشْرَبَ	ش ر ب	১
ইমান আনা	آمَنَ	مُؤْمِن	مُؤْمِن	أْمِنْ	يُؤْمِنُ	آمَنَ	أ م ن	৮১৮

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
চুক্তি	مِيثَاق	مِيثَاق
হৃদয়	قُلُوب	قَلْب
বাছুর	عُجُول	عِجْل

قُلْ	إِنْ كَانَتْ	لَكُمْ	الدَّارُ الْآخِرَةُ	عِنْدَ اللَّهِ	خَالِصَةً
বলো	যদি হয় (নিদ্রিষ্ট)	তোমাদের জন্য	আখিরাতের ঘর	আল্লাহর কাছে	কেবল (তোমাদেরই)
مِنْ دُونِ النَّاسِ	فَتَمَتُّوا	الْمَوْتَ	إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ		
(সমগ্র) মানুষকে ব্যত (বাদ) থেকে (দিয়ে)	তাহলে তোমরা কামনা করো	মৃত্যুর	যদি তোমরা হয়ে থাকো সত্যবাদী		
وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ	أَبَدًا	بِمَا	قَدَّمْتَ	أَيِّدِيهِمْ	وَاللَّهُ
কিন্তু নিশ্চয় তারা কামনা করবে না	কখনও	এ কারণে যে	আগে পাঠিয়েছে	তাদের হাত	এবং আল্লাহ
					খুবই অবহিত এলিম

بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٩﴾

সীমালঙ্ঘনকারীদের
সম্পর্কে

Brief Explanation

- قُلْ...: ইহুদিরা বলতো যে তারা আল্লাহর নির্বাচিত লোক এবং আখেরাতের আবাস অর্থাৎ জান্নাত শুধুমাত্র তাদের জন্য, জাহান্নামের আগুন তাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না; ইত্যাদি।
- فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ: আল্লাহ তাদেরকে এই বলে চ্যালেঞ্জ করলেন যে, পরকাল যদি একমাত্র তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর! এবং তিনি মুসলমানদের এই বলে তাদের প্রতারণা ফাঁস করে দিয়েছিলেন যে, তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না!
- وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا: প্রকৃতপক্ষে ইহুদিরা কখনই রাসূল (সা.)-এর সামনে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতে সাহস করেনি, কারণ; (১) তারা জানত যে জান্নাত কেবল তাদের জন্য নয়; (২) তারা নবী মুহাম্মদ (সা.) কে প্রত্যাখ্যান সহ অনেক গর্হিত কাজ করেছে; (৩) তারা যতদিন সম্ভব এই পৃথিবীতে থাকতে পছন্দ করতো; (৪) তারা জানত যে নবী যা বলছিলেন তা সত্য। তারা যদি মৃত্যু কামনা করত তবে তারা ঠিক তখনই মারা যেত।
- بِمَا قَدَّمْتَ أَيِّدِيهِمْ: যখন কোন ব্যক্তি অত্যধিক পাপ করে (بِمَا قَدَّمْتَ أَيِّدِيهِمْ) তখন সে মৃত্যুকে ভুলে যাবে, এবং তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে তা ওপছন্দ করবে।
- আমরা দাবি করি না যে আমরা অবশ্যই জান্নাতে যাবো। আমরা কেবল আল্লাহর কাছে রহমতের আকুতি করি যে, তিনি যেন আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করতে সাহায্য করেন।

হাদিস: আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাতের প্রত্যাশা করে; জান্নাত বলবে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করবে; জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও। (তিরমিযী: ৫৫২১, নাসায়ী: ৫৫২১)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- ইহুদিরা মনে করতো যে জান্নাত কেবল তাদের জন্য, অন্য কারও জন্য নয়।
- আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে বলে তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।
- তারা খুব ভালো করেই জানতো যে তারা হযরত ঈসা (আ.) এবং মুহাম্মদ (সা.) এর মতো সত্য নবীকে অস্বীকার করেছে। এবং এও জানতো যে এটি একটি মারাত্মক অপরাধ। এবং যে কারণেই তারা মৃত্যু কামনা করেনি।

দু'আ: হে আল্লাহ! আমাদের কে আপনার বিনয়ী বান্দা বানিয়ে দিন এবং আমাদের জান্নাত দান করুন। আমীন!

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ বার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.
খাঁটি হওয়া	خُلُوص	-	خَالِص	اُخْلِصْ	يَخْلُصُ	خَلَصَ	خ ل ص ن	৮
সত্য	صِدْق	مَصْدُوق	صَادِق	أَصْدُقْ	يَصْدُقُ	صَدَقَ	ص د ق ن	৯০
গোনাহ করা	ظَلَم	مَظْلُوم	ظَالِم	اِظْلِمْ	يَظْلِمُ	ظَلَمَ	ظ ل م ض	২৬৬
বলা	قَوْل	مَقُول	قَائِل	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	ق و ل قا	১৭১৯
ছিল	كَوْن	-	كَائِن	كُنْ	يَكُونُ	كَانَ	ك و ن قا	১৩৫৮
মৃত্যুবরণ করা	مَوْت	-	مَيِّت	مُتْ	يَمُوتُ	مَاتَ	م و ت قا	১১৫
আশা করা	تَمَنَّى	مُتَمَنَّى	تَمَنَّيْ	تَمَنَّ	يَتَمَنَّى	تَمَنَّى	م ن ي تد	৯
অগ্রসর হয়	تَقَدَّمَ	مُقَدَّم	مُقَدِّم	قَدِّمْ	يُقَدِّمُ	قَدَّمَ	ق د م عل	২৭

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
বই	دِيَار	دَار
মরণ	أَمْوَات	مَوْت
হাত	أَيْدِي	يَد

وَلْتَجِدْنَهُمْ	أَخْرَصَ	النَّاسِ	عَلَى حَيَوَةٍ
এবং তোমরা অবশ্যই তাদেরকে পাবে	অত্যধিক লোভী	মানুষের মধ্যে	বঁচে থাকার প্রতি
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا	يَوَدُّ	أَحَدُهُمْ	لَوْ يُعَمَّرُ
যারা শিরক করে	চায়	তাদের প্রত্যেকে	যদি
এবং (তাদের) চেয়েও		আয়ু দেয়া হত	এক হাজার বছরের
وَمَا هُوَ	بِمُزْحَزِهِ	مِنَ الْعَذَابِ	أَنْ يُعَمَّرَ
ত (অর্থাৎ দীর্ঘায়ু)	তাকে টলাতে পারবে না	শাস্তি থেকে	যদি আয়ু দেয়া হয়ও
অথচ না		এবং আল্লাহ	খুব দেখেন
		بَصِيرٌ	

بِمَا يَعْمَلُونَ (৯৬)

ঐ বিষয়ে যা তারা করছে

Brief Explanation

- وَلْتَجِدْنَهُمْ أَخْرَصَ صَالِنًا: তারা বঁচে থাকতে চাইত, মরতে চাইতো না, তবে তাদের হায়াৎ ছিল অনেক কম। তারা এমনকি মান-সম্মানের বিনিময়ে হলেও বঁচে থাকা কে প্রধান্য দিতো।
- আমাদের একটি সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন পরিচালনা করা উচিত। কিন্তু কিভাবে? আল্লাহর আনুগত্য করে, একাকী তাঁর কাছে হাত পেতে, নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, একমাত্র তাঁর কাছে মাথা নত করে; এবং তাঁর রসূল সাঃ কে অনুসরণ করে। মানুষের কাছে হাত পেতে নিজে কে ছোট করবেন না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় পাবেন না। জীবন, মৃত্যু, রিযিক এবং সম্মান সবকিছু একমাত্র আল্লাহর হাতে।
- وَمَا هُوَ بِمُزْحَزِهِ: একজন অসৎ লোক যদিও সে লম্বা সময় বঁচে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। এবং তার কৃতকর্মের জন্য তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতেই হবে। আল্লাহ সবকিছু দেখছেন এবং সে যাই কিছু করুকনা কেন ফেরেশতারা সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখছেন।

হাদীস: উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য পছন্দ করে, আল্লাহও তার সান্নিধ্য পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সান্নিধ্য অপছন্দ করেন। (বুখারী: ৬৫০৭)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- যারা পরকালে অবিশ্বাসী তারা জীবনের প্রতি লোভী হয়। এমনকি সে, সমস্ত মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে হলেও বঁচে থাকতে চায়।
- অসৎ ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।
- জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সৎ ও ভালো কাজ করে কাটিয়ে দিন।

দু'আ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবন ভাল ও সৎ কাজ করে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি আমার জীবন কে যতটা সম্ভব ভাল কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করবো।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।	Rep.	মূল ও কোড	فعل مضارع	فعل ماضٍ	فعل امر	اسم فاعل	اسم مفعول	ক্রিয়া-বিশেষ্য	অর্থ
দেখা	৬৬	بَصَرَ	يَبْصُرُ	أَبْصُرُ	بَصِيرٌ	-	بَصَرٌ	بَصَرٌ	
করা	৩১৯	عَمَلَ	يَعْمَلُ	عَمِلَ	عَامِلٌ	مَعْمُولٌ	عَمَلٌ	عَمَلٌ	
খুঁজা	১০৭	وَجَدَ	يَجِدُ	جَدَّ	وَاجِدٌ	مَوْجُودٌ	وُجُودٌ	وُجُودٌ	

বিশেষ্য	অর্থ	বহুবচন	একবচন
লোভী	أَخْرَصَ	↑	حَرِيصٌ
হাজার	أَلْفٌ	أَلْفٌ	أَلْفٌ

➤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا...: কুরআনের আয়াতগুলি তাঁদের বার্তায় খুবই স্পষ্ট এবং প্রমাণ করে যে সত্যিই এগুলি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। হাদীস: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মহান আল্লাহ পাক তিনি যখন কোনো বান্দাকে মুহব্বত করেন, তখন তিনি হযরত জিবরাঈল আ. কে ডেকে বলেন: আমি অমুক বান্দাকে মুহব্বত করি। সুতরাং আপনিও উনাকে মুহব্বত করুন। তখন হযরত জিবরাঈল আ. তাকে মুহব্বত করতে থাকেন। অতঃপর তিনি আসমানবাসীকে জানিয়ে দেন: মহান আল্লাহ পাক তিনি অমুক বান্দাকে মুহব্বত করেন। সুতরাং আপনারাও উনাকে মুহব্বত করুন। তখন আসমানবাসীও উনাকে মুহব্বত করতে থাকেন। অতঃপর ওই বান্দাকে যমীনের বান্দাও বান্দরা পর্যায়ক্রমে মুহব্বত করতে থাকেন। (বুখারী:৩৮৭)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- কুরআন রাসূল (সাঃ)-এর অঙ্গের অবতীর্ণ হয়েছে। অঙ্গ হলো কোনো মানুষের বাস্তু জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।
- যারা কুরআনে বিশ্বাস করে তাদের জন্য এটি হলো পথনির্দেশ এবং সুসংবাদ।
- আল্লাহ তাদের শত্রু যারা তাঁর ফেরেশতা এবং তাঁর প্রকৃত বান্দাদের শত্রু।
- কুরআনের আয়াত তাদের বার্তায় স্পষ্ট। এগুলি তাদের কেই পরপ্রদর্শন করে যারা আঙ্গুরিক ও মুখলেস।

দু'আ: হে আল্লাহ! আপনাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে আমাদের সাহায্য করুন। ফেরেশতাদের সর্বক্ষণ উপস্থিতি মনে রাখতে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আমাদের সহায়তা করুন। এবং সমস্ত নবি ও রাসূলদের প্রতি যথাযথ মর্যাদা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে আমাদের সাহায্য করুন।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি ঐ সমস্ত ফেরেশতাদের একটি তালিকা করবো যাঁরা সর্বক্ষণ আমাদের সাথে থাকেন, আমাদের রক্ষা করেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করেন।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.
অনুমতি দেওয়া	إِذْنٌ	مَأْذُونٌ	إِذْنٌ	إِذْنٌ	يَأْذُنُ	أَذِنَ	اذن سد	৬০
অস্বীকার করা	كُفْرٌ	مَكْفُورٌ	كَافِرٌ	أَكْفُرُ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	كفر ن	৪৬৫
অমান্য করা	فِسْقٌ	-	فَاسِقٌ	أُفْسِقُ	يَفْسُقُ	فَسَقَ	فسق ن	৫৪
বলা	قَوْلٌ	مَقُولٌ	قَائِلٌ	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	قول قا	১৭১৯
হওয়া	كَوْنٌ	-	كَائِنٌ	كُنْ	يَكُونُ	كَانَ	كون قا	১৩৫৮
পরিচালনা করা	هُدًى	مَهْدًى	هَادٍ	اهْدِ	يَهْدِي	هَدَى	هدي هد	২৩৯
নীচে পাঠানো	تَنْزِيلٌ	مُنْزَلٌ	مُنْزَلٌ	نَزَلْ	يُنْزِلُ	نَزَلَ	نزل ع	৭৯
নিশ্চিত করা	تَصَدِّيقٌ	مُصَدِّقٌ	مُصَدِّقٌ	صَدِّقْ	يُصَدِّقُ	صَدَّقَ	صدق ع	৩১
বিশ্বাস করা	إِيمَانٌ	مُؤْمِنٌ	مُؤْمِنٌ	أَمِنْ	يُؤْمِنُ	أَمَنَ	امن أ	৮১৮
অবতীর্ণ করা	إِنْزَالٌ	مُنْزَلٌ	مُنْزَلٌ	أَنْزَلْ	يُنْزِلُ	أَنْزَلَ	نزل أ	১৯০

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
শত্রু	أَعْدَاءٌ	عَدُوٌّ
হৃদয়	قُلُوبٌ	قَلْبٌ
ফেরেশতা	مَلَائِكَةٌ	مَلَكٌ
রাসূল	رُسُلٌ	رَسُولٌ
আয়াত	آيَاتٌ	آيَةٌ
পরীক্ষার চিহ্ন	بَيِّنَاتٌ	بَيِّنَةٌ

অَوْ كَلَّمَا	عَهْدُوا	عَهْدًا	نَبَذَهُ	فَرِيقٌ	مِنْهُمْ
এমন নয় কি যখনই	তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে	কোন প্রতিশ্রুতি	তা নিক্ষেপ করেছে	কোনো এক দল	তাদের মধ্য থেকে
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾	وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ	مِّنْ عِندِ اللَّهِ	أَوْثُوا	مُصَدِّقٌ	لِّمَا مَعَهُمْ
বরং তাদের অধিকাংশ	বিশ্বাস করে না	এবং যখনই তাদের কাছে এসেছে	কোনো রাসূল	কোনো রাসূল	আল্লাহর কাছ থেকে
كَتَبَ اللَّهُ	وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ	كَانَتْهُمْ	لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾	أَوْثُوا	مُصَدِّقٌ
কিতাব	আল্লাহর কিতাব	তাদের পিঠের পিছনে	তারা যেন	তারা জানেই না	তারা জানেই না

Brief Explanation

- অَوْ كَلَّمَا...: কথা ছিল তারা তাওরাতকে অনুসরণ করবে। তবে কারও যদি ইমানই না থাকে তাহলে তার থেকে আপনি অঙ্গীকার পূরণের আশা করতে পারেন না।
- وَلَمَّا جَاءَهُمْ...: তাওরাতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের কথা উল্লেখ থাকলেও পূর্বের নেয় তারা কিতাবটির নির্দেশ অমান্য করে নবী (সা.) কে অঙ্গীকার করেছিল।
- وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ...: (গ্রেহটি ছুড়ে ফেলে দিল) তাদের পিঠের পিছনের দিকে, অর্থাৎ তারা এর দিকে তাকাতেও আগ্রহী ছিল না। কোনো কিছু যদি সামনে বা পাশে রাখা হয় তখন তা কখনও কখনও হাতে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (আর এ জন্যই তারা এটাকে পিছনের দিকে ফেলে দিয়েছিল, যাতে হাতে নিতে না হয়)। দ্বিতীয় অর্থটি হ'ল: তাদের কাছে গ্রন্থটির কোনো মূল্য ছিল না এবং এ কারণেই তারা এটিকে তাদের পিছনে ফেলে দিয়েছিল।
- তাদের প্রত্যাখ্যানের কারণ এটা নয় যে কুরআন স্পষ্ট ছিল না, বরং এটি ছিল তাদের অহংকার। সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহবান জানিয়েছেন; আপনি শুধু তাদের ইতিহাস দেখুন। বিভিন্ন নবি-রাসূলদের সাথে তারা একই আচরণ করেছে
- কুরআনকে এক অপঠিত নবীর উপর নাযিল করা হয়েছে। তথাপি ইহা প্রত্যেকেই স্পষ্টভাবে বুঝতে পাড়ে এবং এ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পাড়ে। আর এটাই এর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আজও বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি প্রমাণ করে যে, কুরআনের মধ্যে এমন কিছু সুস্পষ্ট আলামত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল কৃত এক ঐশী গ্রন্থ।

হাদীস: আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) যখনই খুতবা দিতেন, তিনি বলতেন, ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার আমানত ঠিক নেই, এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীন ঠিক নেই, যার ওয়াদা ঠিক নেই। (মুসনাদ আহমাদ ১৯/৩৭৬)।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে।

নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- ইহুদিদের একটি গ্রুপ মুহাম্মদ (সাঃ) কে অঙ্গীকার করেছিল, কারণ তারা আশ্রয়প্রার্থী ছিল না।
 - আমাদের কে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে, অর্থাৎ তাঁর ইবাদাত করা, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর প্রেরিত রাসূলদের উপর ইমান আনতে হবে, এবং তাঁদের অনুসরণ করা করতে হবে।
 - আল্লাহ তা'আলা কিতাব নাযিল করেছেন তেলাওয়াত করার জন্য, বোঝার জন্য এবং আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য।
- দু'আ: হে আল্লাহ! আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি পূরণ করতে আমাদের সাহায্য করুন।

পরিকল্পনা: আমি প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করবো, এবং সাধ্য মতো আমার জীবনে এর প্রয়োগ করবো।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.
অঙ্গীকার নেওয়া	عَهْدَ	مَعْهُدُ	عَاهِدُ	إِعْهَدْ	يَعْهَدُ	عَهَدَ	ع ه د স	৩৫
নিষ্ক্ষেপ করা	نَبَذَ	مُنْبُذُ	نَابِذُ	إِنْبِذْ	يَنْبِذُ	نَبَذَ	ن ب ذ ض	১০
জানা	عَلِمَ	مَعْلُوم	عَالِم	إِعْلَمْ	يَعْلَمُ	عَلِمَ	ع ل م س	৫১৮
আসা	جِيئَ	-	جَاءَ	جِئْ	يَجِيءُ	جَاءَ	ج ي ا زا	২৭৭
অঙ্গীকার নেওয়া	عَاهَدَ	مُعَاهَدَ	مُعَاهِدُ	عَاهِدْ	يُعَاهِدُ	عَاهَدَ	ع ه د ح	১১
বিশ্বাস করা	أَمِنَ	مُؤْمِن	مُؤْمِن	أَمِنْ	يُؤْمِنُ	أَمِنَ	أ م ن أس	৮১৮
নিশ্চিত করা	صَدَّقَ	تَصْدِيقُ	مُصَدِّقُ	صَدِّقْ	يُصَدِّقُ	صَدَّقَ	ص د ق ع	৩১
প্রদান করা	آتَى	مُؤْتَى	مُؤْتٍ	آتِ	يُؤْتِي	آتَى	أ ت ي أس	২৭৪

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
চুক্তি	عُهُود	عَهْد
পার্টি	فُرَقَاء	فَرِيق
বই	كُتُب	كِتَاب
পেছনে	ظُهُور	ظَهْر

وَاتَّبَعُوا	مَا	تَتْلُوا	الشَّيْطَانُ	عَلَىٰ مُلْكٍ	سُلَيْمَانَ
এবং তারা অনুসরণ করেছে	(তার) যা	পাঠ করত	শয়তানরা	রাজত্বের সম্পর্কে	সুলায়মানের
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرُوا	سُلَيْمَانُ	وَلَكِنَّ الشَّيْطَانِ	كَفَرُوا	يُعَلِّمُونَ	النَّاسَ
আর না	অবিশ্বাস করেছিল	সুলাইমান	কিন্তু শয়তানরা	(তারাই) শিখাত	মানুষদেরকে
السِّحْرِ	وَمَا أَنْزَلَ	عَلَى الْمَلَائِكَةِ	بِبَابِلَ	هَارُوتَ	وَمَارُوتَ
জাদু	এবং (আয়ত্ব করত) যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল	দুই ফেরেশতার উপর	বাবেল (শহরে)	হারুত	ও মারুত (নামের)
وَمَا يُعَلِّمَنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ	إِنَّمَا نَحْنُ	فِتْنَةٌ	پَرِئَاةٌ	مُّلُتَ	أَمْرًا
অথচ না	দুজনে শিখিয়েছে	কাউকে (কিছু)	যতক্ষণ না	দুজনে বলেছে	মূলত আমরা
پَرِئَاةٌ	مُّلُتَ	أَمْرًا	فِتْنَةٌ	إِنَّمَا نَحْنُ	يُعَلِّمَنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ
পরীক্ষা (মাত্র)	মূলত আমরা	দুজনে বলেছে	যতক্ষণ না	কাউকে (কিছু)	দুজনে শিখিয়েছে

فَلَا تَكْفُرْ (১০২)

অতএব অবিশ্বাস করো না

Brief Explanation

- বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) এর সময় যাদু টোনার অনেক প্রচলন ছিল। সতরাং, হযরত সুলায়মান (আঃ) যাদুর সমস্কে বই সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন। এরপর অসৎ লোকেরা গুজব ছড়িয়েছিল যে হযরত সুলায়মান (আঃ) এই যাদুবিদ্যার মাধ্যমে একজন শাসক হয়েছেন। দুই লোকেরা মানুষ কে বলতো যে: আমরা তোমাদের কে ক্ষমতাবান এবং সম্পদশালী করতে যাদু টোনা শিক্ষা দেব!
- মানুষ প্রথমে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল (আগের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে) আর এখন তারা যাদুমন্ত্র শিক্ষার দিকে ধাবিত হচ্ছে।
- وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ...: আল্লাহ বলেন: সুলায়মান কুফরী করেননি; বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে। যাদু অনুশীলন কর হারাম এবং কুফরী কাজ।
- وَمَا يُعَلِّمَنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ...: পরীক্ষাস্বরূপ তাদের কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল। ফেরেশতার তা তাদের যাদু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার আগে সতর্ক করে বলতো যে: আমরা তোমাদের কাছে পরীক্ষা স্বরূপ এসেছি।

হাদীস: আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, নবি (সাঃ) বলেছেনঃ “তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কী কী? নবি (সা:) বললেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) যাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং (৭) সতী-সাদ্ধী মুমিন মহিলার প্রতি অন্যায়ভাবে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া”। (বুখারী: ৬৮৫৭)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- যখন কোনো সমাজ আল্লাহর কিতাব থেকে দূর সরে যায়, তখন মানুষ যাদু টোনার মতো ঘৃণিত কাজ করে পরিবারের বন্ধনকে ধ্বংস করে দেয়।
- যাদু শেখা বা অনুশীলন করা সম্পূর্ণ না জায়েয এবং হারাম।
- ফেরেশতার ভল লোকদের জন্য দোয়া করে এবং বিপদ-আপদে তাদের সাহায্য করে। শয়তান মানুষকে ধোকা দেয় এবং অসৎ লোকদের সাহায্য করে।

- আমাদের কে এই জীবনে বিভিন্ন লোভনীয় ও আকর্ষণীয় জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। আমাদের উচিত সর্বদা ইসলামের প্রতি অবিচল থাকা এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

দোয়া: হে আল্লাহ! আপনি যে সমস্ত জিনিস হারাম ও নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলি থেকে আমাদের দূরে রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কৈয়ামতের দিন নির্ধারিত প্রতিটি ধাপে সফল করুন। আমীন !

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি নিষিদ্ধ সমস্ত কিছু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবো, এবং কোনো খারাপ জিনিস শেখার চেষ্টা করবো না।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
মালিক হয়	مَلِكٌ	مَمْلُوكٌ	مَالِكٌ	إِمْلِكْ	يَمْلِكُ	مَلَكَ	م ل ك ضد	৯৭
অবিশ্বাস করা	كُفِرَ	مَكْفُورٌ	كَافِرٌ	أَكْفُرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	ك ف ر ن	৪৬৫
যাদু করা	سِحْرٌ	مَسْحُورٌ	سَاحِرٌ	إِسْحَرْ	يَسْحَرُ	سَحَرَ	س ح ر ف	৪৯
প্রলুব্ধ করা	فِتْنَةٌ	مَفْتُونٌ	فَاتِنٌ	إِفْتِنْ	يَفْتِنُ	فَتَنَ	ف ت ن ضد	৫৯
তেলাওয়াত করা	تِلَاوَةٌ	مَتْلُوٌّ	تَالٍ	أَتْلُ	يَتْلُو	تَلَا	ت ل و دع	৬৩
বলা	قَوْلٌ	مَقُولٌ	قَائِلٌ	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	ق و ل قا	১৭১৯
অনুসরণ করা	إِتِّبَاعٌ	مُتَّبِعٌ	مُتَّبِعٌ	إِتَّبِعْ	يَتَّبِعُ	إِتَّبَعَ	ت ب ع إخـ	১৪০
শিক্ষা দেওয়া	تَعْلِيمٌ	مُعَلِّمٌ	مُعَلِّمٌ	عَلِّمْ	يُعَلِّمُ	عَلَّمَ	ع ل م علـ	৪২
অবতীর্ণ করা	إِنزَالٌ	مُنزَلٌ	مُنزَلٌ	أَنْزِلْ	يُنْزِلُ	أَنْزَلَ	ن ز ل أسـ	১৯০

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
শয়তান	شَيَاطِينٌ	شَيْطَانٌ
জাদু	أَسْحَارٌ	سِحْرٌ
ফেরেশতা	مَلَائِكَةٌ	مَلَكٌ
পরীক্ষা	فِتْنٌ	فِتْنَةٌ

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ	তবুও তারা শিখে	তাদের দুজন থেকে	যা	তারা বিচ্ছেদ ঘটাত	তা দিয়ে	মাঝে	পুরুষের (স্বামীর)
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ	ও তার স্ত্রীর	এবং না	তারা	ক্ষতি করতে পারতো	এ দিয়ে	কাউকে কোনো	ব্যতীত
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ	এবং তারা শিখে	এমন কিছু যা ক্ষতি করতে তাদের	এবং না তাদের উপকার করতো				

Brief Explanation

- فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا...: ফেরেশতাদের সতর্কতা সত্ত্বেও (হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর সময়ে) বানী ইসরাইলরা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য যাদু বিদ্যা শিক্ষার রাস্তা বেছে নিয়েছিল। এদ্বারা বুঝা যায় যে সমাজ কতটা নিচে নেমে গিয়েছিল।
- যখন কোনো সমাজের বুন্যাদি একতা হেলে যায় এবং মানুষ অন্যের পরিবারে কলহ সৃষ্টি করে ও বিভক্ত করতে গুরু করে, এটি তাদের চরম খারাপ নৈতিকতার সূচক।
- وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ...: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ এখানে জোর দিয়ে বলেছেন যে আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কেউ কারো কোনও ক্ষতি করতে পারে না।
- কিছু লোক মিথ্যা বলে, প্রতারণা করে, অন্যকে ক্ষতি করে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে খারাপ কাজ করে। তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় যে তারা নিজেদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- যাদু অনুশীলন করা একটি বড় অপরাধ এবং এক প্রকার কুফর (অস্বীকার)। আর কুফুরী মানুষ কে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হাদীস: জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করতঃ তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত সেই, যে সর্বাধিক ফেতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছে। সে বলে তুমি কিছুই করনি। অতঃপর অন্যজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। অবশেষে তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। অতঃপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করেছে। বর্ণনাকারী আ'মাশ (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূল (সা.) বলেছেন, অতঃপর শয়তান তাকে তার বুকুর সাথে জড়িয়ে নেয়।” (মুসলিম ২৮১৩)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবি (সা.) বলেন, তোমাদের মাঝে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীদের কাছে উত্তম। এবং আমি আমার স্ত্রীদের কাছে তোমাদের চেয়ে সেরা। (ইবনে মাজাহ ১৯৭৭)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- শয়তান বিয়েতে সমস্যা তৈরি করতে পছন্দ করে। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পাশাপাশি সম্প্রদায়ের জীবন, এবং সুন্দর ও বড় একটি পরিবার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
 - আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই, এমনকি যাদুও কাউকে কোনো ক্ষতি করতে পারে না।
- দোয়া: হে আল্লাহ! আমাকে এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে শক্তিশালী করুন যে আপনার ইচ্ছা ছাড়া কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না। হে আল্লাহ! আমাদের হেফযত করুন!
- পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি আমার পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের কাছে সেরা হওয়ার চেষ্টা করব এবং তাদের ভুলের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করবো।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	Rep.
লাভ করা	نَفَعَ	مَنْفُوع	نَافِع	انْفَع	يَنْفَعُ	نَفَعَ	৪২
অনুমতি দেওয়া	أَذِنَ	مَأْذُون	أَذِن	اِذْنَنْ	يَأْذِنُ	أَذِنَ	৬০
ক্ষতি করা	ضَرَّ	مَضْرُور	ضَارَّ	ضُرَّ	يَضُرُّ	ضَرَّ	৫০
শিক্ষা গ্রহণ করা	تَعَلَّمَ	مُتَعَلِّم	مُتَعَلِّم	تَعَلَّمَ	يَتَعَلَّمُ	تَعَلَّمَ	২
বিভক্ত করা	فَرَّقَ	مُفَرَّق	مُفَرَّق	فَرَّقَ	يُفَرِّقُ	فَرَّقَ	১০

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
পত্নী	أَزْوَاج	زَوْج

وَلَقَدْ عَلِمُوا

তারা জেনেছিল	এবং নিশ্চয়					
وَلَيْسَ	مِنْ خَلْقٍ	فِي الْآخِرَةِ	مَا لَهُ	اشْتَرَاهُ	لَمَنْ	
এবং অবশ্যই কত নিকৃষ্ট	কোনো অংশ	আখতারের মধ্যে	নেই তার জন্য	তা কিনবে	অবশ্যই যে কেউ	
وَلَوْ أَنَّهُمْ	كَانُوا يَعْلَمُونَ (১০২)	لَوْ	أَنفُسَهُمْ	بِءَاثَرِهِ	شَرَوْا	مَا
এবং যদি তারা	তারা জানতো (তারা)	যদি	তাদের জীবনকে	যার	বিনিময়ে তারা বিক্রি করে	তা
كَانُوا	لَوْ	خَيْرٌ	مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ	لَمَثُوبَةً	وَاتَّقُوا	أَمْنُوا
তারা	যদি	উত্তম	আল্লাহর নিকট থেকে	অবশ্যই পুরস্কার পেত	এবং তাকওয়া অবলম্বন করত	ঈমান আনতো

يَعْلَمُونَ (১০৩)

(তারা) তা জানতো

Brief Explanation

- ...وَلَقَدْ عَلِمُوا: তারা খুব ভালো করেই জানত যে তাদের পরকাল হারাতে হবে এবং কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হবে। এই চুক্তিতে তারা কাকে বিক্রি করছে? তাদের নিজেদেরকেই তারা বিক্রি করেছে! কতই না নিকৃষ্ট এমন ব্যবসা!
- لَوْ كَانَ يُعْلَمُونَ: তারা যদি কিতাবটিকে একপাশে ফেলে না দিয়ে অধ্যয়ন করতো তাহলে তারা বুঝতে পারতো যে ইমান ও তাকওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করে।
- ...وَلَوْ أَنَّهُمْ لَمَثُوبَةً: দুজাহানের সস্তার কক্ষ থেকে কতো চমৎকার ও দৃঢ় স্মৃতিচারণ! কেউ যদি তাঁকে বিশ্বাস করে এটি তাঁর দরকারও নেই, ও তাঁর উপকারেও আসে না। তবুও আল্লাহ কত দয়াবান! আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা কত মহান! তিনি তাঁর রাসুলের মাধ্যমে সত্যকে আমাদের কাছে প্রেরণের পর তিনি চাচ্ছেন যেন আমরা তা উপলব্ধি করি।

হাদীস: হযরত যয়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রার্থনা করতেন:

اللَّهُمَّ آتْ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا

হে আল্লাহ! আমাকে তাকওয়া অর্জন করার তৌফীক দান করুন এবং নাফসকে পবিত্র করুন, আপনিই তো উত্তম পবিত্রকারী। আর আপনিই আমার নাফসের মুরক্ষী ও পৃষ্ঠপোষক।” [মুসলিম: ২৭২২]

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- তারা পুরস্কারকে কঠোর শাস্তির বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। তারা জেনেছিলেন এই জঘন্য কাজটি করেছে। তবে তারা তাদের কাজের সুদূরপাল্লার পরিণতি বুঝতে পারেনি (لَوْ كَانَ يُعْلَمُونَ)।
- তারা যদি কিতাবটিকে একপাশে ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে অধ্যয়ন করতো তবে তারা জানতে পারত যে ইমান ও তাকওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করে। (لَوْ كَانَ يُعْلَمُونَ)।

দোয়া: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কে এমন ইলম দান করুন যা আমাদের কে দৃঢ় বিশ্বাস (আপনার প্রতি, রাসূল সা., কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত, তাকদীর) এবং তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কাজ করার চেষ্টা করব এবং যেখানেই পারি ঝগড়া-বিবাদ নিরসনে সহায়তা করব।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
জানা	عِلْم	مَعْلُوم	عَالِم	اعْلَمْ	يَعْلَمُ	عَلِمَ	ع ل م سد	৫১৮
ক্রয় করা	شِرَاء	مَشْرِيّ	شَارٍ	اشْر	يَشْرِي	شَرَى	ش ر ي هد	8
হওয়া	كَوْن	-	كَائِن	كُنْ	يَكُونُ	كَانَ	ك و ن قا	১৩৫৮
ক্রয় করা	اِشْتِرَاء	مُشْتَرِيّ	مُشْتَرٍ	اشْتَر	يَشْتَرِي	اشْتَرَى	ش ر ي اخ	২১
বিশ্বাস করা	اِيْمَان	مُؤْمِن	مُؤْمِن	اِمْ	يُؤْمِنُ	اٰمَنَ	ا م ن أسد	৮১৮
ভয় করা	اِتِّقَاء	مُتَّقِيّ	مُتَّقٍ	اتَّق	يَتَّقِي	اتَّقَى	و ق ي اخ	২১৬

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
স্ব	أَنْفُس	نَفْس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

‘রাইনা’	তোমরা বলো না	হে যারা ঈমান এনেছে
---------	--------------	--------------------

وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (১০৪)

নিদারশ শাস্তি	এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে	এবং তোমরা শুনো	‘উনজুরনা’	বরং তোমরা বলো
---------------	--------------------------	----------------	-----------	---------------

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

এবং মুশরিকদের (মধ্য হতে)	আহলে-কিতাবের মধ্য হতে	যারা অবিশ্বাস করেছে	চায় না
--------------------------	-----------------------	---------------------	---------

أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْرٍ مِمَّنْ رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ

বিশেষভাবে মনোনীত করেন	কিছু আল্লাহ্	তোমাদের রবের পক্ষ হতে	কোনো কল্যাণ	তোমাদের উপর অবতীর্ণ হোক	যে
-----------------------	--------------	-----------------------	-------------	-------------------------	----

بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (১০৫)

মহা	অনুগ্রহের অধিকারী	এবং আল্লাহ্	যাকে তিনি চান	তঁার দয়া দিয়ে
-----	-------------------	-------------	---------------	-----------------

Brief Explanation

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...: মুহাম্মদ (সা.) যখন মুসলমানদের সম্বোধন করতেন, তখন ইহুদীরা ব্যাঘাত ঘটাতো এবং বলত: একটু শুনবেন! আরবি শব্দটি হলো: রাইনা (رَاعِنَا) (আমাদের খেয়াল রাখবেন)। তবে তারা ফাসাদ সৃষ্টি লক্ষ্যে এটিকে লম্বা (ي: যুক্ত) করে রাইনা (رَاعِنَا) (আমাদের রাখাল) বলতো। তারা মূলত নবী (সা.)-কে হয়ে এবং সমাবেশের উপস্থিতিদেরকে বিরক্ত করতে চাইতো। তখন আল্লাহ তা'য়ালার মুসলমানদেরকে এই শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেন এবং তাদের অন্য আরেকটি শব্দ: انْظُرْنَا (আমাদের দিকে তাকান) দিয়ে সম্বোধন করতে বলেন।
- وَاسْمَعُوا: যদি তারা ভাল করে মন লাগিয়ে শুনতো তবে তাদের পুনরাবৃত্তি করার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার হতো না, কারণ নবী (সা.) অত্যন্ত স্পষ্ট করে কথা বলতেন।
- কাফির বলা হয় তাকে যে সত্যকে উপলব্ধি করার পর তা প্রত্যাখ্যান করে।
- مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا...: মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে হিংসা করতো; তারা তাদের জন্য কোন প্রকার মঙ্গল চাইত না। স্বাভাবিক, মুসলমানরা ভেবেছিল যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহর বাণী তথা কুরআনকে ভালবাসবে, বা কমপক্ষে নবী (সাঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে! তবে এমনটি হয়নি। মক্কার মুশরিকরাও (polytheists) শত্রু ছিল, যারা মুসলমানদের মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল।
- খায়ের অর্থ কোনো ভাল জিনিস, যথা; গ্রন্থ, রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিজয়, বা যে কোনও পদার্থগত রসদ।
- وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ...: সকল কৃপা ও দয়া আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়। কেবল তাঁর কাছেই প্রার্থনা করুন, কারণ তিনিই সমস্ত মর্যাদার অধিকারী। আপনার বিরুদ্ধে অন্যের চক্রান্ত নিয়ে চিন্তা করবেন না।
- কুরআনে কোথাও কোন প্রসঙ্গে যখন আল্লাহ তা'য়ালার কারো প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ কথা উল্লেখ করেন, তখন আমাদের উচিত তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তার জন্য দোয়া করা।
- উদাহরণস্বরূপ, আমরা বলতে পারি: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ (হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ ও দয়া চাই)। হাদীস: কোরআন এমন একটি দুর্দান্ত উপহার, যার অনুসরণ করে আমরা সফলতার উচ্চতায় পৌঁছতে পারি। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'য়ালার এই কিতাব তথা, কুরআনের মাধ্যমে কোন কোন জাতিকে সফলতার উচ্চশিখরে পৌঁছান। আবার কাউকে অবনত করেন। (মুসলিম ৮১৭)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দুআ, এবং পরিকল্পনা আহরণ করা যেতে পারে।

নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

- অন্যের ক্ষতি করতে পারে এমন জিনিসগুলি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। কোনো নিরাপদ ও বিকল্প জিনিস ব্যবহার করুন।

- যখন আপনি কোনো নবী (আ.) সম্পর্কে কথা বলবেন, তখন তাঁকে সম্মান করুন।
- তিলাওয়াত, খুত্বা বা বক্তৃতার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিন, যাতে করে কোনো ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করতে না হয়।
- আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের সন্ধান করুন এবং শত্রুদের হিংসা বা নিন্দার বিষয়ে চিন্তা করবেন না।

দু'আ: হে আল্লাহ! আমাদের কে রাসূল (সাঃ)-এর হাদিস শুনা ও অধ্যয়ন করার তৌফিক দান করুন।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ, আমি রিয়াদুস-সালিহীন বা মিশকাত আল-মাশাবিহর মতো হাদীসের একটি বই পড়ার পরিকল্পনা করবো।

Nouns and Verbs

এই পঠনাংশের আয়াত হতে নীচে কিছু সংখ্যক বিশেষ্য এবং ক্রিয়া রয়েছে।

ক্রিয়া: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন।								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
দেখা	نَظَرَ	مَنْظُور	نَاطِر	اَنْظُرْ	يَنْظُرُ	نَظَرَ	ن ظ ر د	৯৫
শোনা	سَمِعَ	مَسْمُوع	سَامِع	اِسْمَعْ	يَسْمَعُ	سَمِعَ	س م ع س	১৪৭
অবিশ্বাস করা	كُفِرَ	مَكْفُور	كَافِر	اُكْفِرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	ك ف ر د	৪৬৫
মহান হওয়া	عَظِمَ	-	عَظِيم	اُعْظِمْ	يَعْظُمُ	عَظِمَ	ع ظ م د	১০৭
বলা	قَالَ	مَقُول	قَائِل	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	ق و ل ف	১৭১৯
ভালবাসা	وَدَّ	مُؤَدَّد	وَادَّ	وَدَّ	يُودُّ	وَدَّ	و د د م	২৫
ইচ্ছা করা	شَاءَ	مَشِيء	شَاءَ	شَأْ	يَشَاءُ	شَاءَ	ش ي ا خ	২৩৬
অবিশ্বাস করা	اِيْمَانَ	مُؤْمِن	مُؤْمِن	اِمِنْ	يُؤْمِنُ	اِمِنْ	ا م ن أ	৮১৮
শিরক করা	اِشْرَاك	مُشْرَك	مُشْرَك	اَشْرِكْ	يُشْرِكُ	اَشْرَكَ	ش ر ك أ	১২০
নিচে পাঠানো	نَزَّلَ	مُنْزَل	مُنْزِل	نَزِّلْ	يُنْزِلُ	نَزَّلَ	ن ز ل ع	৭৯
বেছে নেওয়া	اِخْتَصَصَ	مُخْتَصَص	مُخْتَصَص	اِخْتَصِصْ	يَخْتَصِصُ	اِخْتَصَصَ	خ ص ص ا	২

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
নতুন কোনো বিশেষ্য নেই		

ব্যাকরণ অংশের সূচনা:

পূর্ববর্তী কোর্সে, আমরা নিম্নলিখিতটি বিষয়গুলি আয়ত্ত করেছি:

- ৩-বর্ণের অটুট (sound) ক্রিয়াসমূহ যেমন: سَمِعَ ، ضَرَبَ ، نَصَرَ ، فَتَحَ ইত্যাদি।
- ৩-অক্ষরের দুর্বল ক্রিয়াসমূহ যেমন: هَدَى ، دَعَا ، زَادَ ، قَالَ ، وَعَدَ ، وَهَبَ ইত্যাদি।
- মাজেদ ফীহ (শব্দ ও দুর্বল) ক্রিয়াসমূহ যেমন: أَقَامَ ، اسْتَعْفَرَ ، اِخْتَلَفَ ، اسْلَمَ ، حَاسَبَ ، عَلَّمَ ইত্যাদি।

এই কোর্সের ২০টি পাঠকে ৩টি মূল গ্রুপে ভাগ করা যায়:

খ - স্ত্রীলিঙ্গ, দ্বিবাচন এবং প্যাসিভ ভয়েস (passive voice)-এর জন্য ক্রিয়া টেবিল।

গ - বিশেষ্য (স্থান, বৈশিষ্ট্য এবং বহুবচন সমূহ)

ঘ - "কাটারী" এবং "হাতুড়ি"এর কারণে فعل مضارع তে পরিবর্তন সাধন করা (এগুলি আপনি পরে জানবেন)।

এই পাঠে আমরা স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম (pronouns) গুলি শিখবো। যেমন সে, তারা, তুমি, আমি, ইত্যাদি।

আপনি ইতিমধ্যে শিখেছেন هِيَ (সে একজন মহিলা)। বাকী শব্দের জন্য দুটি পরিবর্তন মনে রাখবেন:

- هُمْ এবং أَنْتُمْ এর মধ্যে থাকা مَ কে نَ দিয়ে পরিবর্তন করুন।
- أَنْتَ এর মধ্যে থাকা تَ কে تِ দ্বারা পরিবর্তন করুন।

টিপিআই পদ্ধতিতে এই শব্দগুলি অনুশীলন করার জন্য আপনার বাম হাত ব্যবহার করুন।

স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ
সে একজন মহিলা هِيَ	সে هُوَ
তারা সব মহিলা هُنَّ	তারা هُمْ
তুমি একজন মহিলা أَنْتِ	তুমি أَنْتَ
আমি একজন মহিলা أَنَا	আমি أَنَا
তোমরা সব মহিলা أَنْتُنَّ	তোমরা সবাই أَنْتُمْ
আমরা সব মহিলা نَحْنُ	আমরা نَحْنُ

আরবী কথোপকথন

مَنْ هِيَ؟ هِيَ مُسْلِمَةٌ
 مَنْ هُنَّ؟ هُنَّ مُسْلِمَاتٌ
 مَنْ أَنْتِ؟ أَنَا مُسْلِمَةٌ
 مَنْ أَنْتُنَّ؟ نَحْنُ مُسْلِمَاتٌ
 هَلْ أَنْتِ بِخَيْرٍ؟ نَعَمْ، أَنَا بِخَيْرٍ، الْحَمْدُ لِلَّهِ
 هَلْ أَنْتُنَّ بِخَيْرٍ؟ نَعَمْ، نَحْنُ بِخَيْرٍ، الْحَمْدُ لِلَّهِ

আসুন এখন স্ত্রীলিঙ্গের শব্দগুলি শিখি, সে একজন মহিলা, তাদের, তোমাদের, আমার, ইত্যাদি। আপনি ইতিমধ্যে رُبُّهَا (একজন মহিলার রব) শিখেছেন। বাকী শব্দের জন্য দুটি পরিবর্তন মনে রাখবেন:

- رُبُّهُمْ এবং رُبُّكُمْ এর মধ্যে থাকা مَ কে نَ দিয়ে পরিবর্তন করুন।
- رُبُّكَ তে كِ কে দিয়ে পরিবর্তন করুন।
- رَبِّ: প্রতিপালক, জীবিকা নির্বাহী, তত্ত্বাবধায়ক।

স্ত্রীলিঙ্গ		পুংলিঙ্গ	
তার (স্ত্রী) রাব্ব	رَبُّهَا	هَـ ← هَا	তার রাব্ব
তাদের (স্ত্রী) রাব্ব	رَبُّهُنَّ	مُ ← نَّ	তাদের রাব্ব
তোমার (স্ত্রী) রাব্ব	رَبُّكِ	ـ ← ـ	তোমার রাব্ব
আমার (স্ত্রী) রাব্ব	رَبِّي		আমার রাব্ব
তোমাদের (স্ত্রী) রাব্ব	رَبُّكُنَّ	مُ ← نَّ	তোমাদের রাব্ব
আমাদের (স্ত্রী) রাব্ব	رَبَّنَا		আমাদের রাব্ব

আরবী কথোপকথন

رَبُّهَا اللهُ

رَبُّهُنَّ اللهُ

رَبِّيَ اللهُ

رَبَّنَا اللهُ

مَنْ رَبُّهَا؟

مَنْ رَبُّهُنَّ؟

مَنْ رَبُّكِ؟

مَنْ رَبُّكُنَّ؟

এই পাঠে আমরা স্ত্রীবাচক রূপগুলি শিখবো।

ঠিক সর্বনামের মতোই ক্রিয়ার মধ্যেও একই ধরনের পরিবর্তন হবে।

আপনি ইতিমধ্যে শিখেছেন: فَعَلْتُ

- فَعَلْتُ এর মধ্যে থাকা ت কে ت তে পরিবর্তন করুন।
- فَعَلْتُ এর মধ্যে থাকা مُ কে ن দিয়ে পরিবর্তন করুন। এছাড়া فَعَلُوا এর স্ত্রীলিঙ্গ হবে فَعَلْنَ।

TPI পদ্ধতিতে এই শব্দগুলি অনুশীলন করতে আপনার বাম হাতটি ব্যবহার করুন।

আরবি কথোপকথন

هَلْ فَعَلْتَ خَيْرًا؟ نَعَمْ، فَعَلْتُ خَيْرًا.
هَلْ فَعَلْنَ خَيْرًا؟ نَعَمْ، فَعَلْنَ خَيْرًا.
هَلْ فَعَلْتِ خَيْرًا؟ نَعَمْ، فَعَلْتِ خَيْرًا.
هَلْ فَعَلْتُنَّ خَيْرًا؟ نَعَمْ، فَعَلْنَا خَيْرًا.

আরবি কথোপকথন

هَلْ تَفَعَّلْتَ خَيْرًا؟ نَعَمْ، تَفَعَّلْتُ خَيْرًا.
هَلْ تَفَعَّلْنَ خَيْرًا؟ نَعَمْ، تَفَعَّلْنَ خَيْرًا.
هَلْ تَفَعَّلْتِ خَيْرًا؟ نَعَمْ، أَفَعَّلْتُ خَيْرًا.
هَلْ تَفَعَّلْتُنَّ خَيْرًا؟ نَعَمْ، تَفَعَّلْنَا خَيْرًا.

আরবি কথোপকথন

أَفْعَلِي خَيْرًا!!
أَفْعَلْنِ خَيْرًا!!

فِعْلٌ مَاضٍ مُؤَنَّثٌ	فِعْلٌ مَاضٍ مُذَكَّرٌ
সে (স্ত্রী) করেছে فَعَلْتُ	সে করেছে فَعَلَ
তারা (স্ত্রী) করেছে فَعَلْنَ	তারা করেছে فَعَلُوا
তুমি (স্ত্রী) করেছে فَعَلْتِ	তুমি করেছে فَعَلْتَ
আমি (স্ত্রী) করেছি فَعَلْتُ	আমি করেছি فَعَلْتُ
তোমরা (স্ত্রী) করেছো فَعَلْتُنَّ	তোমরা সবাই করেছ فَعَلْتُمْ
আমরা (স্ত্রী) করেছি فَعَلْنَا	আমরা করেছি فَعَلْنَا

فِعْلٌ مُضَارِعٌ مُؤَنَّثٌ	فِعْلٌ مُضَارِعٌ مُذَكَّرٌ
সে (স্ত্রী) করে تَفَعَّلْتُ	সে করে يَفْعَلُ
তারা (স্ত্রী) করে تَفَعَّلْنَ	তারা সবাই করে يَفْعَلُونَ
তুমি (স্ত্রী) কর تَفَعَّلْتِ	তুমি কর تَفْعَلُ
আমি (স্ত্রী) করি أَفْعَلُ	আমি করি أَفْعَلُ
তোমরা (স্ত্রী) কর تَفَعَّلْتُنَّ	তোমরা সবাই কর تَفْعَلُونَ
আমরা (স্ত্রী) করি نَفْعَلُ	আমরা সবাই করি نَفْعَلُ

فِعْلٌ أَمْرٌ مُؤَنَّثٌ	فِعْلٌ أَمْرٌ مُذَكَّرٌ
তুমি (স্ত্রী) কর أَفْعَلِي	তুমি কর أَفْعَلْ
তোমরা (স্ত্রী) কর أَفْعَلْنَ	তোমরা (সবাই) কর أَفْعَلُوا
তুমি (স্ত্রী) করবে না لَا تَفْعَلِي	তুমি করবে না لَا تَفْعَلْ
তোমরা (স্ত্রী) করবে না لَا تَفْعَلْنَ	তোমরা (সবাই) করবে না لَا تَفْعَلُوا

এই পাঠে আমরা মাযীদ ফিহ ক্রিয়াসমূহের স্ত্রীবাচক রূপগুলি শিখবো।

ঠিক ৩-বর্ণের ক্রিয়াগুলির মতো, মাযীদ ফিহ ক্রিয়া গঠনেও একই ধরনের পরিবর্তন করা হয়।

আপনি ইতিমধ্যে শিখেছেন: أَسْلَمْتُ

- أَسْلَمْتُ এর মধ্যে থাকা ت কে تِ তে পরিবর্তন করুন।
 - أَسْلَمْتُ এর মধ্যে থাকা শেষের ت দিয়ে পরিবর্তন করুন। তবে أَسْلَمُوا এর স্ত্রী লিঙ্গ হবে أَسْلَمْنَ।
- TPI পদ্ধতিতে এই শব্দগুলি অনুশীলন করতে আপনার বাম হাতটি ব্যবহার করুন।

আরবি কথোপকথন

هَلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، أَسْلَمْتُ لِلَّهِ.
هَلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، أَسْلَمْتُ لِلَّهِ.
هَلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، أَسْلَمْتُ لِلَّهِ.
هَلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، أَسْلَمْتُ لِلَّهِ.

فِعْلٌ مَاضٍ مُؤَنَّثٌ	فِعْلٌ مَاضٍ مُذَكَّرٌ
সে (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করেছে أَسْلَمْتُ	সে আত্মসমর্পণ করেছে أَسْلَمَ
তারা (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করেছে أَسْلَمْنَ	তারা আত্মসমর্পণ করেছে أَسْلَمُوا
তুমি (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করেছে أَسْلَمْتِ	তুমি আত্মসমর্পণ করেছে أَسْلَمْتَ
আমি (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করেছি أَسْلَمْتُ	আমি আত্মসমর্পণ করেছি أَسْلَمْتُ
তোমরা (স্ত্রী) সবাই আত্মসমর্পণ করেছে أَسْلَمْتُنَّ	তোমরা সবাই আত্মসমর্পণ করেছে أَسْلَمْتُمْ
আমরা সবাই (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করেছি أَسْلَمْنَا	আমরা সবাই আত্মসমর্পণ করেছি أَسْلَمْنَا

আরবি কথোপকথন

هَلْ تُسَلِّمُ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، تُسَلِّمُ لِلَّهِ.
هَلْ يُسَلِّمُنِ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، يُسَلِّمُنِ لِلَّهِ.
هَلْ تُسَلِّمِينَ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، تُسَلِّمِينَ لِلَّهِ.
هَلْ تُسَلِّمْنَ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، تُسَلِّمْنَ لِلَّهِ.

فِعْلٌ مُضَارِعٌ مُؤَنَّثٌ	فِعْلٌ مُضَارِعٌ مُذَكَّرٌ
সে (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করে تُسَلِّمُ	সে আত্মসমর্পণ করে يُسَلِّمُ
তারা (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করে يُسَلِّمُنَ	তারা আত্মসমর্পণ করে يُسَلِّمُونَ
তুমি (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ কর تُسَلِّمِينَ	তুমি আত্মসমর্পণ কর تُسَلِّمُ
আমি (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করি أُسَلِّمُ	আমি আত্মসমর্পণ করি أُسَلِّمُ
তোমরা (স্ত্রী) সবাই আত্মসমর্পণ কর تُسَلِّمْنَ	তোমরা সবাই আত্মসমর্পণ কর تُسَلِّمُونَ
আমরা সবাই (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করি نُسَلِّمُ	আমরা সবাই আত্মসমর্পণ করি نُسَلِّمُ

أَسْلَمِي لِلَّهِ! أَسْلَمِي لِلَّهِ!
أَسْلَمِي لِلَّهِ! أَسْلَمِي لِلَّهِ!

فِعْلٌ أَمْرٌ مُؤَنَّثٌ	فِعْلٌ أَمْرٌ مُذَكَّرٌ
তুমি (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ কর أَسْلَمِي	তুমি আত্মসমর্পণ কর أَسْلَمْ
তোমরা (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ কর أَسْلَمْنَ	তোমরা আত্মসমর্পণ কর أَسْلَمُوا
তুমি (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করবে না لَا تُسَلِّمِي	তুমি আত্মসমর্পণ করবে না لَا تُسَلِّمُ
তোমরা (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করবে না لَا تُسَلِّمْنَ	তোমরা আত্মসমর্পণ করবে না لَا تُسَلِّمُوا

এই পাঠে আমরা দ্বিবাচন ক্রিয়ার গঠন পদ্ধতি শিখবো: তারা দুজন (তারা ২), তোমরা দুজন (তোমরা ২)।

দ্বিবাচন গঠন করতে, هُمْ এবং أَنْتُمْ শব্দ দুটি নিন এবং শেষে আলিফ মদ যুক্ত করুন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন:

هُمَا : তারা দুজন

أَنْتُمَا : তোমরা দুজন

আরবিতে 'আমরা দুজন' এর জন্য আলাদা কোনো শব্দ নেই। نَحْنُ এর অর্থ আমরা দুজন বা আমরা সবাই।

এখন আরবী কথোপকথনে এই শব্দগুলি ব্যবহার করুন:

مَنْ هُمَا؟ هُمَا مُسْلِمَان (দুজন মুসলিম)

مَنْ أَنْتُمَا؟ نَحْنُ مُسْلِمَان

এখন, رَبُّهُمْ এবং رَبُّكُمْ শব্দ দুটি নিন এগুলির দ্বিবাচন রূপ তৈরি করতে, একই কাজ করুন: শেষে আলিফ মদ যুক্ত করুন।

رَبُّهُمَا তাদের পালনকর্তা (তাদের উভয়ের পালনকর্তা)

رَبُّكُمَا তোমাদের পালনকর্তা (তোমাদের উভয়ের পালনকর্তা)

"আমাদের দুজনের জন্য" এর জন্য আলাদা কোনও শব্দ নেই। رَبُّنَا অর্থ আমাদের পালনকর্তা (আমাদের উভয়ের জন্য বা আমাদের সকলের জন্য)

এখন আরবী কথোপকথনে এই শব্দগুলি ব্যবহার করুন:

مَنْ رَبُّهُمَا؟ رَبُّهُمَا اللَّهُ

مَنْ رَبُّكُمَا؟ رَبُّنَا اللَّهُ

فَعَلُوا এর দ্বিবাচন রূপ: আপনি জানেন। فَعَلْتُمْ (তারা করেছে) এবং فَعَلْتُمَا (তোমরা সবাই করেছে)।

وَا এর সাথে প্রতিস্থাপন করুন এবং এটি সেখানে না থাকলে ইহা যুক্ত করুন:

فَعَلَا তারা দুজন করেছে।

فَعَلْتُمَا তোমরা দুজন করেছে।

"আমরা দুজন করেছি" এর জন্য আলাদা কোনও শব্দ নেই। فَعَلْنَا অর্থ আমরা দুজন করেছি বা আমরা সবাই করেছি।

এখন আরবী কথোপকথনে এই শব্দগুলি ব্যবহার করুন:

هَلْ فَعَلَا خَيْرًا؟ نَعَمْ، فَعَلَا خَيْرًا

هَلْ فَعَلْتُمَا خَيْرًا؟ نَعَمْ، فَعَلْنَا خَيْرًا

আপনি এই পাঠটিতে যা শিখেছেন তা এই টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে:

		فعل ماضٍ		
		فَعَلَا তারা দুজন করেছে	رَبُّهُمَا তাদের দুজনের পালনকর্তা	هُمَا তারা দুজন
		فَعَلْتُمَا তোমরা দুজন করেছে	رَبُّكُمَا তোমাদের দুজনের পালনকর্তা	أَنْتُمَا তোমরা দুজন

فعل مضارع এর জন্য দ্বিবাচন:

আপনি জানেন يَفْعَلُونَ (তারা করে) এবং تَفْعَلُونَ (তোমরা সবাই কর) দ্বিবাচন বানাতে ُوا এর স্থানে ُ প্রতিস্থাপন করুন।

يَفْعَلْنَ তারা দুজন করে / করবে:

تَفْعَلْنَ তোমরা দুজন কর / কর করবে:

"আমরা উভয়ই করি" এর জন্য আলাদা কোনও শব্দ নেই। نَفْعَلُ অর্থ আমরা দুজন করি বা আমরা সবাই করি।

এখন, টিপিআই পদ্ধতিতে এই চারটি রূপ মনে রাখবেন: تَفْعَلْنَ ، يَفْعَلْنَ ، نَفْعَلُ ، فَعَلْنَا

এখন আরবী কথোপকথনে এই শব্দগুলি ব্যবহার করুন:

هَلْ يَفْعَلْنَ خَيْرًا؟ نعم! يَفْعَلْنَ خَيْرًا

هَلْ تَفْعَلْنَ خَيْرًا؟ نعم! نَفْعَلُ خَيْرًا

فعل مضارع এবং فعل نهی এর দ্বিবাচন:

আপনি বহুবচন শব্দগুলি জানেন: اَفْعَلُوا এবং لَا تَفْعَلُوا। দ্বিবাচনের জন্য ُوا এর স্থানে ُ প্রতিস্থাপন করুন। মনে রাখবেন দ্বিবাচনে ُ সবসময় অনড় ও অটুট থাকে।

اَفْعَلَا কর! (তোমরা দুজনে)

لَا تَفْعَلَا করবে না! (তোমরা দুজনে)

এখন আরবী কথোপকথনে এই শব্দগুলি ব্যবহার করুন।

اَفْعَلَا خَيْرًا! نَفْعَلُ خَيْرًا

لَا تَفْعَلَا شَرًّا! لَا نَفْعَلُ شَرًّا

اسم فاعل ، اسم مفعول এর দ্বিবাচন:

আপনি বহুবচন: فاعِلُونَ এবং مَفْعُولُونَ জানেন। দ্বিবাচনের জন্য ُوا এর স্থানে ُ প্রতিস্থাপন করুন।

فَاعِلَانِ কর্তা (দুজন)

مَفْعُولَانِ যে দুজন আক্রান্ড হয়েছেন।

আপনি পূর্ববর্তী এবং এই পাঠে যা শিখেছেন তা এই টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে:

اسم فاعل، اسم مفعول	أمر و نهی	فعل مضارع	فعل ماضٍ		
فَاعِلَانِ কর্তা (তারা দুজন)	اَفْعَلَا কর! (তোমরা দুজন)	يَفْعَلَانِ তারা দুজন করে	فَعَلَا তারা দুজন করেছে	رَبُّهُمَا তাদের দুজনের রাক্ব	هُمَا তারা দুজন
مَفْعُولَانِ তারা দুজন আক্রান্ড	لَا تَفْعَلَا করবে না! (তোমরা দুজন)	تَفْعَلَانِ তোমরা দুজন কর	فَعَلْنِمْ তোমরা দুজন করেছ	رَبُّكُمَا তোমাদের দুজনের রাক্ব	أَنْتُمَا তোমরা দুজন

نَصَرَ - এর দ্বিবাচন:

اسم فاعل، اسم مفعول	أمر و نهی
نَاصِرَانِ সাহায্যকারী (তারা দুজন)	أَنْصُرَا সাহায্য কর! (তোমরা দুজন)
مَنْصُورَانِ যাদের দুজনকে সাহায্য করা হয়েছে	لَا تَنْصُرَا সাহায্য কর না! (তোমরা দুজন)

فعل مضارع	فعل ماضٍ
يَنْصُرَانِ তারা দুজন সাহায্য করে	نَصَرَا তারা দুজন সাহায্য করেছে
تَنْصُرَانِ তোমরা দুজন সাহায্য কর	نَصَرْتُمَا তোমরা দুজন সাহায্য কর

عَلَّمَ - এর দ্বিবাচন :

اسم فاعل، اسم مفعول	أمر و نهى
مُعَلِّمَان দুজন শিক্ষক	عَلِّمَا শিক্ষা দাও! (তোমরা দুজন)
مُعَلِّمَان যাদের দুজনকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে	لَا تُعَلِّمَا শিক্ষা দিয়ো না! (তোমরা দুজন)

এর দ্বিবাচন: -أُسَلِّمَ

اسم فاعل، اسم مفعول	أمر و نهى
مُسَلِّمَان দুজন আত্মসমর্পণকারী	أَسْلِمَا আত্মসমর্পণ কর! (তোমরা দুজন)
مُسَلِّمَان দুজন যারা আত্মসমর্পণ করেছে	لَا تُسَلِّمَا আত্মসমর্পণ করবে না! (তোমরা দুজন)

فعل مضارع	فعل ماضٍ
يُعَلِّمَان দুজন শিক্ষা দেয়	عَلَّمَا তারা দুজন শিখিয়েছে
تُعَلِّمَان তোমরা দুজন শিক্ষা দাও	عَلَّمْتُمَا তোমরা দুজন শিখিয়েছ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
يُسَلِّمَان তারা দুজন আত্মসমর্পণ করে	أَسْلَمَا তারা দুজন আত্মসমর্পণ করেছে
تُسَلِّمَان তোমরা দুজন আত্মসমর্পণ কর	أَسْلَمْتُمَا তোমরা দুজন আত্মসমর্পণ করেছ

বিহুদঃ আপনি হোমওয়ার্কে كَذَّبَ ، سَمِعَ ফর্মগুলি অনুশীলন করতে পারেন। মনে রাখবেন সূরা আর-রহমান দ্বিবাচনে পরিপূর্ণ।

কোর্স -২তে আমরা نُصَرَّ (সে সাহায্য করেছে) ক্রিয়ার কর্মবাচ্য (passive voice) রূপগুলি শিখেছি। যেখানে مَفْعُول কে টিপিআই পদ্ধতিতে 'হাত দ্বারা গ্রহণ' (receiving hand) করার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এখানেও সেই একই পদ্ধতি (receiving hand) সমস্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করুন।

ফেল مضارع - مجهول	
তাকে সাহায্য করা হবে	يُنَصَّرُ
তাদের (সকল কে) সাহায্য করা হবে	يُنَصَّرُونَ
তোমাকে সাহায্য করা হবে	تُنَصَّرُ
আমাকে সাহায্য করা হবে	أُنَصَّرُ
তোমাদের (সবাই কে) সাহায্য করা হবে	تُنَصَّرُونَ
আমাদের সাহায্য করা হবে	نُنَصَّرُ
তাকে (স্ত্রী) সাহায্য করা হবে	تُنَصَّرُ

ফেল ماضٍ - مجهول	
তাকে সাহায্য করা হয়েছে	نُصِرَ
তাদের (সকল কে) সাহায্য করা হয়েছে	نُصِرُوا
তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে	نُصِرْتَ
আমাকে সাহায্য করা হয়েছে	نُصِرْتُ
তোমাদের (সবাই কে) সাহায্য করা হয়েছে	نُصِرْتُمْ
আমাদের সাহায্য করা হয়েছে	نُصِرْنَا
তাকে (স্ত্রী) সাহায্য করা হয়েছে	نُصِرْتَ

আসুন আমরা আরো একটি ক্রিয়া নিই (সে রিযিক দিয়েছে)

আরবী কথোপকথন

هَلْ يُرْزَقُ؟ نَعَمْ يُرْزَقُ.
 هَلْ رُزِقُوا؟ نَعَمْ رُزِقُوا.
 هَلْ رُزِقْتَ؟ نَعَمْ رُزِقْتُ.
 هَلْ رُزِقْتُمْ؟ نَعَمْ رُزِقْنَا.
 هَلْ يُرْزَقُ؟ نَعَمْ يُرْزَقُ.
 هَلْ يُرْزَقُونَ؟ نَعَمْ يُرْزَقُونَ.
 هَلْ تُرْزَقُ؟ نَعَمْ تُرْزَقُ.
 هَلْ تُرْزَقُونَ؟ نَعَمْ تُرْزَقُونَ.

ফেল مضارع - مجهول	
তাকে রিযিক দেওয়া হয়	يُرْزَقُ
তাদের (সবাইকে) রিযিক দেওয়া হয়	يُرْزَقُونَ
তোমাকে রিযিক দেওয়া হয়	تُرْزَقُ
আমাকে রিযিক দেওয়া হয়	أُرْزَقُ
তোমাদের (সবাইকে) রিযিক দেওয়া হয়	تُرْزَقُونَ
আমাদের রিযিক দেওয়া হয়	نُرْزَقُ
তাকে (স্ত্রী) রিযিক দেওয়া হয়	تُرْزَقُ

ফেল ماضٍ - مجهول	
তাকে রিযিক দেওয়া হয়েছে	رُزِقَ
তাদের (সবাইকে) রিযিক দেওয়া হয়েছে	رُزِقُوا
তোমাকে রিযিক দেওয়া হয়েছে	رُزِقْتَ
আমাকে রিযিক দেওয়া হয়েছে	رُزِقْتُ
তোমাদের (সবাইকে) রিযিক দেওয়া হয়েছে	رُزِقْتُمْ
আমাদের রিযিক দেওয়া হয়েছে	رُزِقْنَا
তাকে (স্ত্রী) রিযিক দেওয়া হয়েছে	رُزِقْتَ

আপনি যদি فعل ماضٍ এবং فعل مضارع এই দুটি ক্রিয়ার মূল বর্ণ (verb key) জানেন তাহলে আপনি বাকী ফর্মগুলি সহজেই তৈরি করতে পারবেন। আসুন আমরা আরও কিছু মূল ক্রিয়া (verb keys)-এর কর্মবাচ্য রূপগুলি অনুশীলন করি:

يُسْمَعُ	←	يَسْمَعُ
يُوعَدُ	←	يَعِدُ
يُقَالُ	←	يَقُولُ
يُهْدَى	←	يَهْدِي

سَمِعَ	←	سَمِعَ
وَعَدَ	←	وَعَدَ
قَالَ	←	قَالَ
هَدَى	←	هَدَى

মাযীদ ফিহ ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপগুলি একই পদ্ধতিতে বানানো হয়। উদাহরণস্বরূপ: عَلَّمَ ক্রিয়াটি নেওয়া যাক।

فعل مضارع - مجهول	
তাকে শেখানো হচ্ছে	يُعَلِّمُ
তাদের (সবাইকে) শেখানো হচ্ছে	يُعَلِّمُونَ
তোমাকে শেখানো হচ্ছে	تُعَلِّمُ
আমাকে শেখানো হচ্ছে	أُعَلِّمُ
তোমাদের (সবাইকে) শেখানো হচ্ছে	تُعَلِّمُونَ
আমাদের শেখানো হচ্ছে	نُعَلِّمُ
তাকে (স্ত্রী) শেখানো হচ্ছে	تُعَلِّمُ

فعل ماضٍ - مجهول	
তাকে শেখানো হয়েছিল	عَلَّمَ
তাদের শেখানো হয়েছিল	عَلَّمُوا
তোমাকে শেখানো হয়েছিল	عَلَّمْتَ
আমাকে শেখানো হয়েছিল	عَلَّمْتُ
তোমাদের (সবাইকে) শেখানো হয়েছিল	عَلَّمْتُمْ
আমাদের শেখানো হয়েছিল	عَلَّمْنَا
তাকে (স্ত্রী) শেখানো হয়েছিল	عَلَّمَتْ

যদি আপনি فعل مضارع এবং فعل ماضٍ এর দুটি ক্রিয়ার মূল (verb key) জানেন তবে আপনি বাকী ফর্মগুলি সহজেই তৈরি করতে পারেন।
আসুন আমরা আরও কিছু মূল ক্রিয়া (verb keys)-এর কর্মবাচ্য রূপগুলি অনুশীলন করি:

يُحَاسِبُ	←	يُحَاسِبُ
يُنْزِلُ	←	يُنْزِلُ
يُوحِي	←	يُوحِي
يُخْتَلَفُ	←	يُخْتَلَفُ

حَاسِبَ	←	حَاسِبَ
أَنْزَلَ	←	أَنْزَلَ
أَوْحَى	←	أَوْحَى
اُخْتَلَفَ	←	اُخْتَلَفَ

Grammar Lesson ১২-গ প্যাটার্ন ক্রম, হিসাব

ইতিপূর্বে আমরা শিখেছি যে ৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াগুলি নিম্নলিখিত সাধারণ প্যাটার্নগুলির যেকোনো একটির মধ্যে থেকে আসবে:

فَتَحَ، نَصَرَ، ضَرَبَ، سَمِعَ

৩-বর্ণের ক্রিয়াগুলির আরও দুটি প্যাটার্ন রয়েছে:

كُرِمَ، يَكْرُمُ، أَكْرَمَ

حَسِبَ، يَحْسِبُ، أَحْسَبُ

তবে ক্রম এর ব্যবহার বেশি দেখা যায়। তাই, এখানে আমরা কেবল এই প্যাটার্নটি অনুশীলন করব।

(মূল ক্রিয়া এবং মূল বিশেষ্যসমূহ এখানে ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে দেওয়া আছে।)

সে উদার হয়ে গেছে উদার

২৭: ক্রম

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য	فعل مضارع	فعل ماضٍ
উদার হও! উদার হও! (তোমরা সবাই)	يَكْرُمُ يَكْرُمُونَ	كَرُمَ كَرُمُوا
উদার হবেন না! উদার হবেন না! (তোমরা সবাই)	تَكْرُمُ أَكْرُمُ	كَرُمْتَ كَرُمْتُمْ
উদার (লোক) -	تَكْرُمُونَ نَكْرُمُ	كَرُمْتُمْ كَرُمْنَا
উদার হওয়া ক্রম, ক্রামে	تَكْرُمُ	كَرُمْتَ

কুরআনে মধ্যে ক্রম প্যাটার্নের ক্রিয়াগুলি:

Rep.	فعل ماضٍ	فعل مضارع	فعل أمر	اسم فاعل	اسم مفعول	ক্রিয়া বিশেষ্য	অর্থ
২৭	كَرُمَ	يَكْرُمُ	أَكْرَمُ	كَرِيم	-	كَرَمَ، كَرَامَةً	উদার হওয়া
১৯৭	حَكَمَ	يَحْكُمُ	أَحْكُمُ	حَكِيم	-	حُكْمَ، حِكْمَةً	জ্ঞানী হওয়া
১০৭	عَظَّمَ	يَعْظُمُ	أَعْظُمُ	عَظِيم	-	عِظَمَ، عِظَامَةً	মহান হওয়া
৭৮	كَثُرَ	يَكْثُرُ	أَكْثُرُ	كَثِير	-	كَثْرَ، كَثْرَةً	বেশি হওয়া
৬৬	بَصَرَ	يَبْصُرُ	أَبْصُرُ	بَصِير	-	بَصَرَ، بَصَارَةً	দেখা
৫৮	كَبُرَ	يَكْبُرُ	أَكْبُرُ	كَبِير	-	كِبَرًا، كِبَرًا	বড় হওয়া
৩৩	بَعُدَ	يَبْعُدُ	أَبْعُدُ	بَعِيد	-	بُعْدَ	দূরে হওয়া

মনে রাখবেন;

- উপরের ক্রিয়াগুলির কোনও অবজেক্ট (মفعول) নেই।
- এগুলির اسم فاعل হয় فعل এর আদলে।
- এর মধ্যে কয়েকটি اسم فاعل (যেমন كَرِيم, حَكِيم ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য (صفات) হিসাবে নেওয়া হয়েছে, যার সম্পর্কে আমরা পরে পড়বো।

আরবি ভাষায় কোনও জায়গা বা গন্তব্যের নামকরণের জন্য অনেকগুলি নিয়ম রয়েছে। এই পাঠে আমরা ৩টি বিধি শিখবো।

বিধি: ১

➤ مَخْرَج এর বহুবচন হলো: مَخَارِج, مَخْرَجُونَ বা مَخْرَجِينَ। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে এটি একটি বিযুক্ত বহুবচন।

فَعْلٌ	সে করেছে	مَفْعَلٌ	করার জায়গা	مَفَاعِلٌ +
خَرَجَ	সে বাহিরে গেছে	مَخْرَجٌ	বাহির	مَخَارِجٌ +
ذَهَبَ	সে চলে গেছে	مَذْهَبٌ	ধর্ম - পন্থা	مَذَاهِبٌ +
دَخَلَ	সে প্রবেশ করেছে	مَدْخَلٌ	প্রবেশপথ	مَدَاحِلٌ +

أَيْنَ الْمَدْخَلُ؟
أَيْنَ الْمَخْرَجُ؟
الْمَدْخَلُ إِلَى الْيَمِينِ.
الْمَخْرَجُ إِلَى الْيَسَارِ.

বিধি: ২

فَعْلٌ	সে করেছে	مَفْعَلٌ	করার জায়গা	مَفَاعِلٌ +
سَجَدَ	সে সিজদা করেছে	مَسْجِدٌ	সিজদার জায়গা	مَسَاجِدٌ +
شَرَقَ	সে উদিত হয়েছে	مَشْرِقٌ	সূর্যোদয়ের জায়গা	مَشَارِقٌ +
غَرَبَ	সে অস্ত গেছে, ঢলে পরেছে	مَغْرَبٌ	সূর্যাস্তের জায়গা	مَغَارِبٌ +

هَلْ صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ؟
مِنْ أَيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ؟
أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟
نَعَمْ، صَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ
تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ
تَغْرُبُ الشَّمْسُ فِي الْمَغْرِبِ

বিধি: ৩

فَعْلٌ	সে করেছে	مَفْعَلَةٌ	করার জায়গা	مَفَاعِلٌ +
دَرَسَ	তিনি পড়েছে/ অধ্যয়ন করেছে	مَدْرَسَةٌ	পড়াশোনার জায়গা, স্কুল	مَدَارِسُ +
مَلَكَ	সে অধিকারী হয়েছে, মালিক হয়েছে	مَمْلَكَةٌ	দখল কৃত জায়গা, রাজত্ব	مَمَالِكُ +
كَتَبَ	সে লিখেছে	مَكْتَبَةٌ	লেখার জায়গা, গ্রন্থাগার	مَكَاتِبُ +

مَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟
أَيْنَ الْمَكْتَبَةُ؟
أَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي الصَّبَاحِ
الْمَكْتَبَةُ أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ

এই তিনটি নিয়ম মনে রাখার একটি পরামর্শ: আমি আমার ঘরের مَخْرَج থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমি مَسْجِد এ যাই, এবং তারপরে مَدْرَسَة তে যাই, তাদের বহুবচনের ধরন একই: مَخَارِج, مَسَاجِد, مَدَارِس।

আরও কিছু ব্যাকরণ:

- আপনি ইতিমধ্যে **فَاعِل** (কর্তা) শিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, **نَاصِر** হলো সেই যে সাহায্য করে। তবে এটা জরুরী না যে তাকে সর্বদা সাহায্য করতেই হবে।
- তবে, যদি তিনি সর্বদা এটি করেন থাকেন, তবে তা হয়ে যাবে তার বৈশিষ্ট্য (**صِفَة**)। আর এসব ক্ষেত্রে আমরা **نَصِير** ব্যবহার করি, এদিকে ইঙ্গিত করতে যে সাহায্য-সহযোগিতা করা তার বৈশিষ্ট্য। এর প্যাটার্ন হলো: **فُعِيل**।
- আর অন্যের তুলনায় যদি এই গুণটি তার মধ্যে বেশি হয় তবে শব্দটি **أَفْعَل** (**فُعِيل** এর চেয়ে বেশি) এর আকার ধারণ করবে।

تَفْضِيل	صِفَة
সবচেয়ে বড়, বৃহত্তম	بُذ كَبِير (كَبِيرَة fg)
সবচেয়ে বেশি	بَهِش كَثِير (كَثِيرَة fg)
পরম করুণাময়	دَيَالُ رَحِيم
সবচেয়ে মহান	مَهِان عَظِيم
অধিকতর তীব্র	تَیْب شَدِيد
সর্বোচ্চ	وُحُ عَلِي
মহাজ্ঞানী	جَানِ عَلِيم
নিকটতম	كَاحَا قَرِيب
সবচেয়ে কম	اَللَّ قَلِيل (قَلِيلَة fg)
অতি সম্মানিত	سَمَّانِ كَرِيم
অতি প্রশংসনীয়	پْراشَنِ حَمِيد
অতি মহিমান্বিত	مَهِمانِ مَجِيد

صِفَة এর অন্যান্য ধরণসমূহ (patterns)

كَرِيم (كَرْمَ، يَكْرُمُ)، لَطِيف (لَطْفَ، يَلْطِفُ)، حَكِيم (حَكْمَ، يَحْكُمُ)	فُعِيل (لازم)
كَسْلان، غَضْبان، فَرْحان، جَوْعان	فُعْلان

কখনও কখনও, বিশেষ শব্দ (special words) কর্মের তীব্রতা (مُبَالَغَة) প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

তীব্রতা প্রকাশের জন্য শব্দসমূহ (مُبَالَغَة)

عَفار، تَوَّاب، عَلام	فَعَال
رَحِيم، سَمِيع	فُعِيل (متعدي)
شَكُور، كَفُور، وَدُود، صَبُور	فُعُول
قَيُّوم، سُبُّوح، قُدُّوس	فُعُول، فَعُول

এই পাঠে, আমরা শিখব جمع তকসির আরবি ভাষার বহুবচন দুই রকম।

➤ جمع سالم (অটুট বহুবচন):

- মুসলিম → مُسْلِمُونَ, মুসলিমিন → مُسْلِمِينَ যুক্ত করুন। যেমন: مُسْلِمِينَ
- স্ত্রীলিঙ্গের জন্য "ة" কে "ات" দ্বারা প্রতিস্থাপন করুন। যেমন: مُسْلِمَات → مُسْلِمَات

➤ جمع تكسير (বিযুক্ত বহুবচন):

- এটি উপরে বর্ণিত নিয়মকে ভঙ্গ করে। উদাহরণস্বরূপ: بُيُوت → بُيُوت (বা بُيُوت) আর এজন্য এটিকে বিযুক্ত বহুবচন বলা হয়।
- ইংরেজি সহ প্রতিটি ভাষায় এ জাতীয় 'অদ্ভুত' নিয়ম বিদ্যমান আছে। উদাহরণস্বরূপ: man → men (mans), tooth → teeth (toothOs), mouse → mice (mouses).
- নিয়মটি মনে রাখার জন্য এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করুন এবং আল্লাহর কাছ থেকে আরও পুরস্কার পাওয়ার আশা করুন, ইনশাআল্লাহ।
- আপনি ইতিমধ্যে কোর্স-২ তে বিযুক্ত বহুবচন অধ্যয়ন করেছেন। আমরা একটি পর্যালোচনা করবো এবং কুরআনে বর্ণিত এই ধরনের বহুবচনের আরো উদাহরণ নেব।
- গুরুত্বপূর্ণ নোট: আপনাকে এগুলি মুখস্থ করতে হবে না। এগুলি কেবলমাত্র আপনার জ্ঞাতার্থে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে এবং আপনি ইতিমধ্যে যে আয়াতগুলি অধ্যয়ন করেছেন তা থেকে এগুলির কয়েকটির অর্থ আপনি জেনে গেছেন।

উদাহরণ	অনুবাদ	বহুবচন	একবচন	প্রকার নং
يُمَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ	হাজার	آلَف	أَلْف	د-أَفْعَال
☑	নাম	أَسْمَاء	إِسْم	
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ	পুত্র	أَبْنَاء	إِبْن	
فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ	দরজা	أَبْوَاب	بَاب	
☑	দৃষ্টিশক্তি	أَبْصَار	بَصَر	
لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ	কুমারী	أَبْكَار	بَكْر	
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا	মূল্য	أَنْثَمَان	ثَمَن	
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ	পাথর	أَحْجَار	حَجَر	
مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ	ক্ষেত্র	أَحْرَاث	حَرْث	
وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ	উত্তম	أَخْيَار	خَيْر	
☑	প্রতিপালক	أَرْبَاب	رَب	
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي	পবিত্র আত্মা	أَرْوَاح	رُوح	
فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ	শাস্তি	أَرْجَاز	رِجْز	

رَزَقَ	أَرْزَقَ	বিধান	كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
زَوْجَ	أَزْوَاجَ	পত্নী	✓
سِحْرَ	أَسْحَارَ	জাদু	يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
شَيْءَ	أَشْيَاءَ	জিনিস	✓
صَاحِبَ	أَصْحَابَ	মালিক	أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ/ج هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
عَدُوَّ	أَعْدَاءَ	শত্রু	✓
عَمَلَ	أَعْمَالَ	আমল	✓
فَضْلَ	أَفْضَالَ	অনুগ্রহ	وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
فَوْجَ	أَفْوَاجَ	সেনাদল	✓
قَلَمَ	أَقْلَامَ	কলম	✓
قَوْلَ	أَقْوَالَ	কথাবার্তা	قَوْلٍ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٍ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى
قَوْمَ	أَقْوَامَ	সম্প্রদায়	وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
لَوْنَ	أَلْوَانَ	রঙ	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا
لُبَّ	أَلْبَابَ	বুদ্ধি	✓
مَثَلَ	أَمْثَالَ	উদাহরণ	✓
مَوْتَ	أَمْوَاتَ	মরণ	✓
مِصْرَ	أَمْصَارَ	শহর	اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ
نَهْرَ	أَنْهَارَ	নদী	✓
نُورَ	أَنْوَارَ	আলো	✓
نِدَّ	أَنْدَادَ	সমান	✓
يَوْمَ	أَيَّامَ	দিন	✓
أُذُنَ	أَذَانَ	কান	✓

2-فُعُولَ	أَلْفَ	أُلُوفَ	হাজার	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ
-----------	--------	---------	-------	---

المَوْتِ				
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ	পুরস্কার	أَجْرُ	أَجْرُ	
مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْبِقِلَافِهَا	শাকসবজি	بُقُولُ	بَقْلُ	
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ	জাদু	سُحُورُ	سِحْرُ	
☑	বুক	صُدُورُ	صَدْرُ	
نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ	পেছনে	ظُهُورُ	ظَهْرُ	
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ	চুক্তি	عُهُودُ	عَهْدُ	
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا	চোখ	عُيُونُ	عَيْنُ	
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ	বাছুর	عُجُولُ	عِجْلُ	
☑	হৃদয়	قُلُوبُ	قَلْبُ	
☑	রাজা	مُلُوكُ	مَلِكُ	
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا	আত্মা, স্বয়ং	نَفُوسُ	نَفْسُ	
☑	ক্রীতদাস	عِبَادُ	عَبْدُ	3-فِعَال
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرِ الْمَوْتِ	বাড়ি	دِيَارُ	دَارُ	
☑	রক্ত	دِمَاءُ	دَمُ	
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ	সমুদ্র	بِحَارُ	بَحْرُ	
وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ	পানি	مِيَاهُ	مَاءُ	
☑	দয়ালু	رُحَمَاءُ	رَحِيمُ	4-فُعَلَاء
☑	অংশীদার	شُرَكَاءُ	شَرِيكَ	
☑	সাক্ষী	شُهَدَاءُ	شَهِيدُ	
وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ	পার্টি	فُرَقَاءُ	فَرِيقُ	
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ	পন্ডিত	عُلَمَاءُ	عَلِيمُ	

5-فُعِلَ	كِتَاب	كُتِبَ	বই	✓
	رَسُول	رُسِلَ	বার্তাবাহক, রাসূল	✓
	ذُلُّ	ذُلَّ	প্রশিক্ষিত, আয়ত্ত	✓
6-أَفْعَلَاءَ	نَبِيٍّ	أَنْبِيَاءَ	নবী	✓
	غَنِيٍّ	أَغْنِيَاءَ	সমৃদ্ধ, ধনী প্রয়োজনমুক্ত	قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ
	شَدِيدٍ	أَشَدَّاءَ	কঠিন, গুরুতর	وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ
7-فَعَلَ	بَصَلَةً	بَصَلَ	পেঁয়াজ	مِنْ بَقْلِهَا وَقَتَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا
	بَقْرَةً	بَقَرَ	গাভী	إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا
	عَدَسَةً	عَدَسَ	মসুর	مِنْ بَقْلِهَا وَقَتَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا
8-فُعِلَ	أَغْلَفَ	غُلِفَ	মোড়ানো	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلِفَ
	فُومَةً	فُومَ	রসুন	مِنْ بَقْلِهَا وَقَتَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا
متفرقات	بَحْر	أَبْحُرَ	সমুদ্র	وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْبَحْرَ فَانْجَلَيْنَاهُمْ
	نَفْسَ	أَنْفُسَ	আত্মা, স্ব	✓
	طَعَامَ	أَطْعَمَهُ	খাদ্য	وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
	فَتًى	فَتْنِيَّةَ	যুবক	إِنَّهُمْ فِتْنِيَّةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزُدَّ اللَّهُمَّ هُدًى
	قِرْدَ	قِرْدَةً	বানর	فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
	نَارَ	نِيرَانِ	আগুন	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
	إِنْسَانَ	أُنَاسَ	মানুষ	✓
	حَجَرَ	حَجَارَةً	পাথর	✓
	أَسِيرَ	أُسَارَى	বন্দী	وَأِنْ يَأْتُواكُمْ أُسْرَىٰ فَذُفُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
	سَنَةً	سَنَيْنَ	বছর	وَقَدَرَهُ مَآزِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ

যেমনটি আপনি উপরে দেখেছেন যে, আরবি ভাষার বহুবচন দুই রকম:

- جمع سالم (অটুট বহুবচন)
- جمع مكسر (বিযুক্ত বহুবচন)

ব্যাকরণগতভাবে, কোনো জিনিসের একটি বিযুক্ত বহুবচন (কোনও ব্যক্তি নয়) একটি একক স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ হিসাবে বিবেচিত হয়! এই ‘বিরল’ নিয়মটি মনে রাখার জন্য, আপনি এটিকে একটি শাস্ত্রের সাথে সংযুক্ত করতে পারেন যে এই বহুবচনটির বহুতলতা চলে গেছে এবং এর লিঙ্গটি কে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

এই নিয়মটি সহজে শেখার জন্য আসুন আমরা কিছু অনুশীলন করি।

هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ	←	هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عَبْدٌ
এটি একটি ঘর এবং এখানে একজন দাস আছে।		এগুলি হলো ঘর এবং সেখানে দাস রয়েছে।
هَذَا بَيْتٌ	←	هَذِهِ بُيُوتٌ
ডালক বইট	←	তালক বইট
الْبَيْتُ الَّذِي ---	←	الْبُيُوتُ الَّتِي ---
যে ঘর		যে ঘরগুলি
أَصْبَحَ الْبَيْتُ جَدِيدًا	←	أَصْبَحَتِ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً
ঘরটি নতুন হয়ে গেছে		ঘরগুলি নতুন হয়ে গেছে
يُصْبِحُ الْبَيْتُ جَدِيدًا	←	تُصْبِحُ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً
ঘর নতুন হয়ে যায়		ঘরগুলি নতুন হয়ে যায়
بَيْتٌ وَاسِعٌ	←	بُيُوتٌ وَاسِعَةٌ

আসুন অন্য আরেকটি শব্দ নেওয়া যাক: كِتَابٌ

هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ	←	هِيَ كُتُبٌ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ
হুদা কিতাব	←	হুদা কুতুব
ডালক কিতাব	←	তালক কুতুব
الْكِتَابُ الَّذِي ---	←	الْكُتُبُ الَّتِي ---
অসবহ কিতাব কুদীমা	←	অসবহ কুতুব কুদীমা
يُصْبِحُ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	تُصْبِحُ الْكُتُبُ قَدِيمَةً
কিতাব কুদীদ	←	কুতুব কুদীদ

একক মেয়েলি শব্দ একটি ভাঙা বহুবচন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলি হতে পারে:

هِيَ، هَا، هَذِهِ، تِلْكَ، الَّتِي، فَعَلَتْ، تَفْعُلْ، فَاعِلَةٌ

আপনি বিভিন্ন শব্দ (যা শেষ পাঠে পড়েছেন) ব্যবহার করে এই নিয়মটি অনুশীলন করতে পারেন। আমরা এখন কোরআন থেকে ৩টি উদাহরণ নেব:

رَوْحٌ مُطَهَّرٌ	أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
কুতুব ইদ	কুতুব ইদ
يَجْرِي نَهْرٌ	تَجْرِي أَنْهَارٌ

আসুন আমরা কোরআনের আয়াত থেকে দুটি উদাহরণ নিই:

1. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا.
2. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ (1) وَجُؤُهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً (2) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (3) تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنٍ أْنِيَّةٍ (5)

এই পাঠে, আমরা فَعْل مُضَارِع এর পরিবর্তনগুলি শিখবো।

আমরা জানি যে:

করবে না!

করবে না! (তোমরা
সবাই)

لَا تَفْعَلُ
لَا تَفْعَلُوا

তুমি কর!

তোমরা সবাই কর!

تَفْعَلُ
تَفْعَلُونَ

لَا (না!) এটি একটি "কাটারী" শব্দ যা তার প্রতিবেশীর পরিণতি কে কেটে ফেলে। কাটারী لَا এর উপরে দেখানো হয়েছে। প্রথমত এটি يَفْعَلُ এর যাম্মাহকে (ـَ) কে কেটে সুকুন (ـُ) বানিয়ে দেয়। এবং দ্বিতীয়ত এটি বহুবচন শব্দ: يَفْعَلُونَ এর ن কে কেটে ফেলে।

বিঃদ্রঃ একটি জিনিস নোট করবেন যে, আমরা সহজে শেখার জন্য এখানে "কাটারী" শব্দটি ব্যবহার করছি।

আমরা এই নিয়মগুলি এক এক করে অধ্যয়ন করব। আসুন প্রথমে আমরা: لَمْ (করে-নি) শব্দটি নিই।

আরবি কথোপকথন

لَمْ يَفْعَلْ أَلَمْ يَفْعَلْ؟
لَمْ يَفْعَلُوا أَلَمْ يَفْعَلُوا؟
لَمْ أَفْعَلْ أَلَمْ تَفْعَلْ؟
لَمْ نَفْعَلْ أَلَمْ تَفْعَلُوا؟

কুরআনের উদাহরণ

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا

তবে যদি তোমরা না করো - এবং তোমরা কখনই করতে পারবে না

+ مُضَارِع		
সে করেনি	= لَمْ يَفْعَلْ	لَمْ يَفْعَلْ
তারা করেনি	= لَمْ يَفْعَلُوا	لَمْ يَفْعَلُوا
তুমি করো নি	= لَمْ تَفْعَلْ	لَمْ تَفْعَلْ
আমি করি নাই	= لَمْ أَفْعَلْ	لَمْ أَفْعَلْ
তোমরা (সবাই) করো নি	= لَمْ تَفْعَلُوا	لَمْ تَفْعَلُوا
আমরা করিনি	= لَمْ نَفْعَلْ	لَمْ نَفْعَلْ
সে (মহিলা) করেনি	= لَمْ تَفْعَلْ	لَمْ تَفْعَلْ

এখন, ৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াগুলি নেওয়া যাক فَتَحَ এবং نَصَرَ:

আরবী কথোপকথন (ধরে নিন যে আমরা কোনও খারাপ ব্যক্তিকে খারাপ কাজ করতে সাহায্য করার কথা বলছি)	+ مُضَارِع	আরবী কথোপকথন (ধরে নিন যে আমরা একটি দরজা খোলার বিষয়ে কথা বলছি)	+ مُضَارِع
لَمْ يَنْصُرْ أَلَمْ يَنْصُرْ? لَمْ يَنْصُرُوا أَلَمْ يَنْصُرُوا? لَمْ أَنْصُرْ أَلَمْ تَنْصُرْ? لَمْ نَنْصُرْ أَلَمْ تَنْصُرُوا?	সে সাহায্য করেনি তারা সাহায্য করেনি তুমি সাহায্য করো নি আমি সাহায্য করিনি তোমরা (সবাই) সাহায্য করোনি আমরা সাহায্য করিনি সে (স্ত্রী) সাহায্য করেনি	لَمْ يَفْتَحْ أَلَمْ يَفْتَحْ? لَمْ يَفْتَحُوا أَلَمْ يَفْتَحُوا? لَمْ أَفْتَحْ أَلَمْ تَفْتَحْ? لَمْ نَفْتَحْ أَلَمْ تَفْتَحُوا?	সে খোলেনি তারা খোলেনি তুমি খোলনি আমি খোলিনি তোমরা (সবাই) খোলনি আমরা খোলিনি সে (স্ত্রী) খোলেনি

কাটারী শব্দগুলি দুর্বল অক্ষরের জন্য ‘ভীতিজনক’। এগুলি এর ভয়ে পালিয়ে যায় যেমনটি নিচে দেখানো হয়েছে।
আসুন আমরা একটি দুর্বল ক্রিয়া নিই: قَالَ

আরবি কথোপকথন

لَمْ يَقُلْ أَلَمْ يَقُلْ؟
لَمْ يَقُولُوا أَلَمْ يَقُولُوا؟
لَمْ تَقُلْ أَلَمْ تَقُلْ؟
لَمْ تَقُولُوا أَلَمْ تَقُولُوا؟

কুরআনের উদাহরণ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি

لَمْ + مُضَارِع	
সে বলেনি	لَمْ يَقُلْ = لَمْ يَقُولْ
তারা বলেনি	لَمْ يَقُولُوا = لَمْ يَقُولُونْ
তুমি বলো নি	لَمْ تَقُلْ = لَمْ تَقُولْ
আমি বলিনি	لَمْ أَقُلْ = لَمْ أَقُولْ
তোমরা (সবাই) বলো নি।	لَمْ تَقُولُوا = لَمْ تَقُولُونْ
আমরা বলিনি	لَمْ نَقُلْ = لَمْ نَقُولْ
সে (স্ত্রী) বলেনি	لَمْ تَقُلْ = لَمْ تَقُولْ

هَدَىٰ এবং دَعَا দুর্বল ক্রিয়াগুলি নেওয়া যাক

আরবি কথোপকথন (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ কাউকে হেদায়াত করতে পারে না)	لَمْ + مُضَارِع	আরবি কথোপকথন (মনে করুন, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকার কথা বলছি)	لَمْ + مُضَارِع
لَمْ يَهْدِ أَلَمْ يَهْدِ؟ لَمْ يَهْدُوا أَلَمْ يَهْدُوا؟ لَمْ أَهْدِ أَلَمْ تَهْدِ؟ لَمْ نَهْدِ أَلَمْ تَهْدُوا؟	সে হেদায়াত করেনি তারা হেদায়াত করেনি তুমি হেদায়াত করোনি আমি হেদায়াত করিনি তোমরা (সবাই) হেদায়াত করোনি আমরা হেদায়াত করিনি সে (স্ত্রী) হেদায়াত করেনি	لَمْ يَدْعُ أَلَمْ يَدْعُ؟ لَمْ يَدْعُوا أَلَمْ يَدْعُوا؟ لَمْ أَدْعُ أَلَمْ تَدْعُ؟ لَمْ نَدْعُ أَلَمْ تَدْعُوا؟	সে ডাকেনি তারা ডাকেনি তুমি ডাকোনি আমি ডাকিনি তোমরা (সবাই) ডাকোনি আমরা ডাকিনি সে (স্ত্রী) ডাকেনি

আপনি তিন বর্ণের অটুট ক্রিয়া (فَتَحَ، نَصَرَ) এবং দুর্বল অক্ষরের ক্রিয়াগুলিতে (هَدَى، دَعَا، قَالَ) ‘কাটারী’ এর প্রভাব দেখেছেন। এই পাঠে আমরা মাসীদ ফিহ ক্রিয়াগুলির (অটুট ও দুর্বল) জন্য مَضَارِعُ শিখবো। এখন, আসুন আমরা মাসীদ ফিহর অটুট ক্রিয়াটি নিই: تَعْلِمُ، مُعَلِّمٌ، تَعْلِيمٌ।

আরবী কথোপকথন

(মনে করুন যে, আমরা কথা

বলছি খারাপ অভ্যাস শেখানোর ব্যাপারে)

أَلَمْ يُعَلِّمْ؟ لَمْ يُعَلِّمْ
أَلَمْ يُعَلِّمُوا؟ لَمْ يُعَلِّمُوا
أَلَمْ تُعَلِّمْ؟ لَمْ أُعَلِّمْ
أَلَمْ تُعَلِّمُوا؟ لَمْ نُعَلِّمْ

مَضَارِعُ

সে শেখায়নি	لَمْ يُعَلِّمْ = لَمْ يُعَلِّمْ
তারা শেখায়নি	لَمْ يُعَلِّمُوا = لَمْ يُعَلِّمُوا
তুমি শিখাওনি	لَمْ تُعَلِّمْ = لَمْ تُعَلِّمْ
আমি শিখাইনি	لَمْ أُعَلِّمْ = لَمْ أُعَلِّمْ
তোমরা (সবাই) শিখাওনি	لَمْ تُعَلِّمُوا = لَمْ تُعَلِّمُوا
আমরা শিখাইনি	لَمْ نُعَلِّمْ = لَمْ نُعَلِّمْ
সে (স্ত্রী) শেখায়নি	لَمْ تُعَلِّمْ = لَمْ تُعَلِّمْ

এখন, আসুন আমরা মাসীদ ফিহ এর অটুট ক্রিয়াগুলি নিই: أَسْلَمَ، يُسَلِّمُ، أَسْلَمَ، مُسَلِّمٌ، مُسْلِمٌ، إِسْلَامٌ।

مَضَارِعُ

সে আত্মসমর্পণ করেনি	لَمْ يُسَلِّمْ = لَمْ يُسَلِّمْ
তারা আত্মসমর্পণ করেনি	لَمْ يُسَلِّمُوا = لَمْ يُسَلِّمُوا
তুমি আত্মসমর্পণ করোনি	لَمْ تُسَلِّمْ = لَمْ تُسَلِّمْ
আমি আত্মসমর্পণ করিনি	لَمْ أُسَلِّمْ = لَمْ أُسَلِّمْ
তোমরা (সবাই) আত্মসমর্পণ করোনি	لَمْ تُسَلِّمُوا = لَمْ تُسَلِّمُوا
আমরা আত্মসমর্পণ করিনি	لَمْ نُسَلِّمْ = لَمْ نُسَلِّمْ
সে (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করেনি	لَمْ تُسَلِّمْ = لَمْ تُسَلِّمْ

আরবী কথোপকথন

هَلْ أَسَلَّمَ؟ لَمْ يُسَلِّمْ.
هَلْ أَسَلَّمُوا؟ لَمْ يُسَلِّمُوا.
هَلْ أَسَلَّمْتُ؟ لَمْ أُسَلِّمْ.
هَلْ أَسَلَّمْتُمْ؟ لَمْ نُسَلِّمْ.

কুরআনের উদাহরণ:

ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

আসুন মাযীদ ফিহর আরেকটি দুর্বল ক্রিয়া নিই: إِزَادَ: يُزِيدُ، أَرَادَ، مُرِيدَ، مُرَادَ، إِزَادَ: আসুন মাযীদ ফিহর আরেকটি দুর্বল ক্রিয়া নিই: 'ভীতিজনক'। এগুলি এর ভয়ে পালিয়ে যায় যেমনটি নিচে দেখানো হয়েছে।

আরবী কথোপকথন

أَلَمْ يَرِدْ؟ لَمْ يَرِدْ
 أَلَمْ يَرِيدُوا؟ لَمْ يَرِيدُوا
 أَلَمْ تُرِدْ؟ لَمْ تُرِدْ
 أَلَمْ تُرِيدُوا؟ لَمْ تُرِيدُوا

কুরআনের উদাহরণ:
 لَمْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ
 (আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না।)

مُضَارِع	
সে চায় না	لَمْ + يُرِيدُ = لَمْ يَرِدْ
তারা চায় না	لَمْ + يُرِيدُونَ = لَمْ يَرِيدُوا
তুমি চাও না	لَمْ + تُرِيدُ = لَمْ تُرِدْ
আমি চাই না	لَمْ + أُرِيدُ = لَمْ أَرِدْ
তোমরা (সবাই) চাও না	لَمْ + تُرِيدُونَ = لَمْ تُرِيدُوا
আমরা চাই না	لَمْ + نُرِيدُ = لَمْ نَرِدْ
সে (মহিলা) চায় না	لَمْ + تُرِيدُ = لَمْ تُرِدْ

শেষ দুটি পাঠে আমরা দেখেছি:

لَمْ + يَفْعَلُونَ = لَمْ يَفْعَلُوا

لَمْ + تَفْعَلُونَ = لَمْ تَفْعَلُوا

একইভাবে, দুটি দ্বিবাচন ক্রিয়া এবং ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে, ৩ টি বাদ দেওয়া হয়েছে, যেমন নিচে দেখানো হয়েছে:

لَمْ + يَفْعَلَانِ = لَمْ يَفْعَلَا

لَمْ + تَفْعَلَانِ = لَمْ تَفْعَلَا

لَمْ + تَفْعَلَيْنِ = لَمْ تَفْعَلِي

এই পাঁচটি ক্রিয়াপদে কাটারী শব্দ ن কে ফেলে দেয়। এ জাতীয় ক্রিয়াগুলিকে أفعال خَمْسَةٌ (পাঁচটি ক্রিয়া) বলে। এগুলিকে এইভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে উপরোক্ত পরিবর্তনটি আমাদের মনে রাখার জন্য। পুনরায় নোট করুন যে সেই পাঁচটি ক্রিয়াগুলি হলো:

يَفْعَلَانِ، يَفْعَلُونَ، تَفْعَلَانِ، تَفْعَلُونَ، تَفْعَلَيْنِ

أفعال خمسة এর অতিরিক্ত উদাহরণগুলি হলো:

يَقُولَانِ، يَقُولُونَ، تَقُولَانِ، تَقُولُونَ، تَقُولَيْنِ

يُكَذِّبَانِ، يُكَذِّبُونَ، تُكَذِّبَانِ، تُكَذِّبُونَ، تُكَذِّبَيْنِ

নোট করুন যে পাঁচটি ক্রিয়াপদে ن অক্ষরটি "হাতুড়ি শব্দ" দ্বারাও প্রভাবিত হয়। আমরা এগুলি পরে অধ্যয়ন করব।

এই পাঠে, আমরা ৩-অক্ষরের ক্রিয়াগুলির (অটুট ও দুর্বল) জন্য শর্তযুক্ত শব্দগুলি (إِنْ، مَنْ، مَا) শিখবো।

শর্তযুক্ত বাক্য:

إِنْ تَفْعَلْ أَفْعَلْ

যদি তুমি কর, আমি করব

مَنْ يَفْعَلْ، يَنْجَحْ যে (এটি) করে, সে সফল হয়

مَا تَفْعَلْ، أَفْعَلْ তুমি যা করবে, আমি করবো

إِنْ এর মতো শব্দগুলি শর্তযুক্ত বাক্য فعل مضارع এর উপর ‘ডাবল কাটারী’ হিসাবে কাজ করে। শর্তের উত্তরও একইভাবে প্রভাবিত হবে।

উদাহরণ স্বরূপ:



	কর্তিত	
	يَفْعَلْ يَفْعَلُونَ	يَفْعَلْ يَفْعَلُونَ
إِنْ تَفْعَلْ أَفْعَلْ যদি তুমি কর, আমি করব	تَفْعَلْ أَفْعَلْ	تَفْعَلْ أَفْعَلْ
إِنْ تَفْعَلُوا نَفْعَلْ যদি তোমরা সবাই কর, আমরা করব	تَفْعَلُوا نَفْعَلْ	تَفْعَلُونَ نَفْعَلْ
	تَفْعَلْ	تَفْعَلْ


আসুন কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা এটি অনুশীলন করি:

	কর্তিত			কর্তিত	
	يَنْصُرْ يَنْصُرُونَ	يَنْصُرْ يَنْصُرُونَ		يَفْتَحْ يَفْتَحُونَ	يَفْتَحْ يَفْتَحُونَ
إِنْ تَنْصُرْ أَنْصُرْ যদি তুমি সাহায্য কর, আমি সাহায্য করব	تَنْصُرْ أَنْصُرْ	تَنْصُرْ أَنْصُرْ	إِنْ تَفْتَحْ أَفْتَحْ যদি তুমি খুলো, আমি খুলবো	تَفْتَحْ أَفْتَحْ	تَفْتَحْ أَفْتَحْ
إِنْ تَنْصُرُوا نَنْصُرْ যদি তোমরা সাহায্য কর, আমরা সাহায্য করব	تَنْصُرُوا نَنْصُرْ	تَنْصُرُونَ نَنْصُرْ	إِنْ تَفْتَحُوا نَفْتَحْ তোমরা সবাই খুলো, আমরা খুলবো	تَفْتَحُوا نَفْتَحْ	تَفْتَحُونَ نَفْتَحْ
	تَنْصُرْ	تَنْصُرْ		تَفْتَحْ	تَفْتَحْ

	কর্তিত	
	يَضْرِبْ يَضْرِبُونَ	يَضْرِبْ يَضْرِبُونَ
إِنْ تَضْرِبْ أَضْرِبْ যদি তুমি আঘাত কর, আমি আঘাত করব	تَضْرِبْ أَضْرِبْ	تَضْرِبْ أَضْرِبْ
إِنْ تَضْرِبُوا نَضْرِبْ যদি তোমরা আঘাত কর, আমরা আঘাত করব	تَضْرِبُوا نَضْرِبْ	تَضْرِبُونَ نَضْرِبْ
	تَضْرِبْ	تَضْرِبْ

আসুন আমরা ৩-বর্ণের দুর্বল ক্রিয়াগুলি নিই:

	কর্তিত		কর্তিত
	يَعِدُّ يَعِدُونَ يَعِدُوا يَعِدُونَ		يَقُولُ يَقُولُونَ يَقُولُوا يَقُولُونَ
 إِنْ تَعِدْ أَعِدْ যদি তুমি প্রতিশ্রুতি দাও, আমি প্রতিশ্রুতি দেব	تَعِدُ تَعِدُونَ أَعِدْ أَعِدُونَ	 إِنْ تَقُلْ أَقُلْ যদি তুমি বলো, আমি বলব	تَقُلْ تَقُولُونَ أَقُلْ أَقُولُونَ
إِنْ تَعِدُوا نَعِدْ যদি তোমরা প্রতিশ্রুতি দাও, আমরা প্রতিশ্রুতি দেব	تَعِدُوا تَعِدُونَ نَعِدُ نَعِدُونَ	إِنْ تَقُولُوا نَقُلْ যদি তোমরা বলো, আমরা বলব	تَقُولُوا تَقُولُونَ نَقُلْ نَقُولُونَ
	تَعِدُ تَعِدُونَ		تَقُلْ تَقُولُونَ

	কর্তিত
	يَدْعُو يَدْعُونَ يَدْعُوا يَدْعُونَ
 إِنْ تَدْعُ أَدْعُ যদি তুমি ডাক, আমি ডাকবো	تَدْعُ تَدْعُونَ أَدْعُ أَدْعُونَ
إِنْ تَدْعُوا نَدْعُ যদি তোমরা ডাক, আমরা ডাকবো	تَدْعُوا تَدْعُونَ نَدْعُ نَدْعُونَ
	تَدْعُ تَدْعُونَ

অন্য শব্দও শর্তের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমনঃ

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ আর তোমরা যাকিছু ভাল কাজ কর, আল্লাহ তা জানেন	مَا যাই হোক, যা কিছু
مَنْ يَعْمَلْ سَوْءًا يَجْزَ بِهِ যে কেউ অন্যায় করবে সে তার সে তার প্রতিদান পাবে	مَنْ কে, যে

আরও কিছু শর্তযুক্ত শব্দবলি فعل ماضি এর আগে আসে, এই পরিস্থিতিতে فعل ماضি তে কোনও প্রকার পরিবর্তন হয় না।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়	إِذَا যখন
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম	لَمَّا যখন

এই পাঠে, আমরা মায়ীদ ফিহ ক্রিয়াগুলির (অটুট ও দুর্বল) জন্য শর্তযুক্ত শব্দ (إِنْ، مَنْ، مَا) এর ব্যবহার শিখবো।
আসুন আমরা মায়ীদ ফিহ ক্রিয়াগুলি নিই:

	কর্তিত			কর্তিত	
	يُحَاسِبُ	يُحَاسِبُ		يُعَلِّمُ	يُعَلِّمُ
	يُحَاسِبُونَ	يُحَاسِبُونَ		يُعَلِّمُوا	يُعَلِّمُونَ
إِنْ يُحَاسِبُ يُحَاسِبُ যদি তুমি হিসাব নাও, সে হিসাব নেবে	يُحَاسِبُ	يُحَاسِبُ	إِنْ تُعَلِّمُ أُعَلِّمُ যদি তুমি শেখাও, আমি শিখাবো	تُعَلِّمُ	تُعَلِّمُ
	أُحَاسِبُ	أُحَاسِبُ		أُعَلِّمُ	أُعَلِّمُ
إِنْ تُحَاسِبُونَا يُحَاسِبُونَا যদি তোমরা হিসাব নাও, তারা হিসাব নেবে	تُحَاسِبُونَا	تُحَاسِبُونَا	إِنْ تُعَلِّمُونَا نُعَلِّمُ যদি তোমরা শেখাও, আমরা শিখাবো	تُعَلِّمُونَا	تُعَلِّمُونَا
	نُحَاسِبُ	نُحَاسِبُ		نُعَلِّمُ	نُعَلِّمُ
	تُحَاسِبُ	تُحَاسِبُ		تُعَلِّمُ	تُعَلِّمُ

আসুন আমরা আরও দুটি মায়ীদ ফিহ ক্রিয়া নিই:

	কর্তিত			কর্তিত	
	يَخْتَلِفُ	يَخْتَلِفُ		يُسَلِّمُ	يُسَلِّمُ
	يَخْتَلِفُونَ	يَخْتَلِفُونَ		يُسَلِّمُوا	يُسَلِّمُونَ
إِنْ تَخْتَلِفُ أَذْهَبَ যদি তুমি মতভেদ করো আমি চলে যাবো	تَخْتَلِفُ	تَخْتَلِفُ	إِنْ تُسَلِّمُ يُسَلِّمُ যদি তুমি আত্মসমর্পণ কর সে আত্মসমর্পণ করবে	تُسَلِّمُ	تُسَلِّمُ
	أَخْتَلِفُ	أَخْتَلِفُ		أُسَلِّمُ	أُسَلِّمُ
إِنْ تَخْتَلِفُونَا نَذْهَبُ যদি তোমরা মতভেদ করো আমরা চলে যাবো	تَخْتَلِفُونَا	تَخْتَلِفُونَا	إِنْ تُسَلِّمُونَا يُسَلِّمُونَا যদি তোমরা আত্মসমর্পণ কর তারা আত্মসমর্পণ করবে	تُسَلِّمُونَا	تُسَلِّمُونَا
	نَخْتَلِفُ	نَخْتَلِفُ		نُسَلِّمُ	نُسَلِّمُ
	تَخْتَلِفُ	تَخْتَلِفُ		تُسَلِّمُ	تُسَلِّمُ

এখন, আসুন আমরা মায়ীদ ফিহর দুর্বল ক্রিয়া নিই: اِتَّقَا، اِتَّقِ، اِتَّقِي، اِتَّقُوا، اِتَّقِي، اِتَّقِي (সে ভয় পেয়েছে)

	কর্তিত	
	يَتَّقِي	يَتَّقِي
	يَتَّقُونَ	يَتَّقُونَ
إِنْ تَتَّقِ اللَّهَ تَفْلِحْ যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তুমি সফল হবে।	تَتَّقِي	تَتَّقِي
	أَتَّقِي	أَتَّقِي
إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ تَفْلَحُوا যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা সফল হবে।	تَتَّقُوا	تَتَّقُوا
	نَتَّقِي	نَتَّقِي
	تَتَّقِي	تَتَّقِي

কুরআনের উদাহরণ:

وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং এবং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং
তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না।

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

আর যে আল্লাহকে ভয় করে - আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেবেন।

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন।

কখনও কখনও শর্তযুক্ত বাক্যটির দ্বিতীয় অংশে مُضَارِع থাকে না:

وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে - তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।

وَإِنْ تَنْتَهُوا فَنَنْتَهُوا فَوَ خَيْرٌ لَكُمْ

এবং যদি তোমরা [শত্রুতা থেকে] বিরত থাকো, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম।

যদি আপনি বলতে চান যে, কারও এটি করা উচিত, তবে ل (উচিত) ব্যবহার করুন। ল চাপাতি হিসাবে কাজ করে! সাধারণত, এই ল এর আগে و বা ف হয়। সেক্ষেত্রে এটি হয়ে যায়: فُل (সুতরাং তার জন্য উচিত) বা وَل (এবং তার করা উচিত)। এটি فعل مضارع এর সাথে ল এর প্রথম প্রকার। একে বলা হয়: لَامُ الْأَمْرِ। নীচে فُل সহ একটি উদাহরণ।

নিচে অনুবাদটি দেখুন	فُل + مُضَارِع
এবং তার লেখা উচিত	وَلْيَكْتُبْ = فُلْ + يَفْعُلْ
এবং তাকে লিখতে দিন	وَلْيَسْأَلُوا = فُلْ + يَفْعُلُونَ
এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত	فَلْيَصُمْ = فُلْ + تَفْعُلْ
এবং তাদের জিজ্ঞাসা করতে দিন	فَلْيَعْبُدُوا = فُلْ + أَفْعُلْ
কুরআনের উদাহরণ: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ সুতরাং তাদের উচিত এই ঘরের প্রভুর উপাসনা করা।	সুতরাং তোমাদের সবার করা উচিত
	فُلْ + تَفْعُلُونَ = فُلْتَفَعْلُوا
	সুতরাং আমাদের করা উচিত
	فُلْ + نَفْعُلْ = فُلْنَفْعُلْ
	সুতরাং তার (মহিলা) করা উচিত
	فُلْ + تَفْعُلْ = فُلْتَفَعْلُ

فعل مضارع এর সাথে ল এর দ্বিতীয় প্রকার, যাকে বলা হয়: لَامُ النَّهْيِ। আমরা এই ধরনের লামের জন্য হাতুড়ি চিহ্ন ব্যবহার করছি কারণ একটি হাতুড়ি فَعْلُ , يَفْعُلُ ইত্যাদি শব্দের শেষ যাম্মাহ কে পিটিয়ে সমতল করে এবং এটিকে ফাতাহ করে তোলে! এবং এটি يفعلون , تفعلون এর ন কে (খাড়া করে) লম্বা করে তুলে, যাতে 'নূন' টি 'আলিফ' হয়ে যায়! হাতুড়ি টির প্রভাব মনে রাখার জন্য এটি কেবল একটি টিপ মাত্র। অনুগ্রহ করে নোট করুন যে চাপাতি এবং হাতুড়ির প্রভাবটি تفعلون , يفعلون তে একই রকম।

নিচে অনুবাদটি দেখুন	فُل + مُضَارِع
যাতে সে তৈরি করে	لِيَجْعَلَ = فُلْ + يَفْعُلْ
যাতে তোমরা সবাই খাও	لِتَأْكُلُوا = فُلْ + يَفْعُلُونَ
যাতে আমরা জানি	لِنَعْلَمَ = فُلْ + تَفْعُلْ
যাতে আমি হয়ে উঠি	لَأَكُونَ = فُلْ + أَفْعُلْ
কুরআনের উদাহরণ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে।	যাতে তোমরা সবাই কর
	فُلْ + تَفْعُلُونَ = لِتَفْعَلُوا
	যাতে আমরা করি
	فُلْ + نَفْعُلْ = لِنَفْعَلْ
	যাতে সে (মহিলা) করে
	فُلْ + تَفْعُلْ = لِتَفْعَلْ

ল এর সাথে فعل مضارع এর তৃতীয়

প্রকার হলো: لَامٌ + نُونُ التَّأَكِيدِ.

	لَامٌ + يَفْعَلُ + نُونُ		
নিশ্চয় সে অবশ্যই অবশ্যই+ করবে	لَيَفْعَلَنَّ	=	لَا + يَفْعَلُ + نُونُ
নিশ্চয় তারা অবশ্যই অবশ্যই+ করবে	لَيَفْعَلَنَّ	=	لَا + يَفْعَلُونَ + نُونُ
নিশ্চয় তুমি অবশ্যই অবশ্যই+ করবে	لَتَفْعَلَنَّ	=	لَا + تَفْعَلُ + نُونُ
নিশ্চয় আমি অবশ্যই অবশ্যই+ করব	لَأَفْعَلَنَّ	=	لَا + أَفْعَلُ + نُونُ
নিশ্চয় তোমরা সবাই অবশ্যই অবশ্যই+ করবে	لَتَفْعَلَنَّ	=	لَا + تَفْعَلُونَ + نُونُ
নিশ্চয় আমরা অবশ্যই অবশ্যই+ করব	لَنَفْعَلَنَّ	=	لَا + نَفْعَلُ + نُونُ
নিশ্চয় সে (মহিলা) অবশ্যই অবশ্যই+ করবে	لَتَفْعَلَنَّ	=	لَا + تَفْعَلُ + نُونُ

নিম্নলিখিত এর অনুবাদ করুন:

নিশ্চয় সে অবশ্যই অবশ্যই সাহায্য করবে	لَيَنْصُرَنَّ
নিশ্চয় আমরা অবশ্যই অবশ্যই হয়ে উঠব	لَنَكُونَنَّ
নিশ্চয় তুমি অবশ্যই অবশ্যই + প্রবেশ করবে	لَتَدْخُلَنَّ
নিশ্চয় আমি অবশ্যই অবশ্যই + ক্ষমা চাইব	لَأَسْتَغْفِرَنَّ

কুরআনের উদাহরণ:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا

যারা আমাদের জন্য সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।

ل - نُونُ (চূড়ান্ত জোর)	فَعْلٌ مُضَارِعٌ এর পরিবর্তনসমূহ لَمْ، لَمَّا، ... شَرْطٌ: إِنْ، مَنْ، مَا، لَمْ، فُلْ، وَلَمْ	فَعْلٌ مُضَارِعٌ (নিয়মমারফিক)
لَيَفْعَلَنَّ	يَفْعَلُ	يَفْعَلُ
لَيَفْعَلَنَّ	يَفْعَلُوا	يَفْعَلُونَ
لَتَفْعَلَنَّ	تَفْعَلُ	تَفْعَلُ
لَأَفْعَلَنَّ	أَفْعَلُ	أَفْعَلُ
لَتَفْعَلَنَّ	تَفْعَلُوا	تَفْعَلُونَ
لَنَفْعَلَنَّ	نَفْعَلُ	نَفْعَلُ
لَتَفْعَلَنَّ	تَفْعَلُ	تَفْعَلُ

এই বাক্যগুলির দ্বারা, আপনি কাটরী এবং হাতুড়ি শব্দের কারণে তে যে পরিবর্তনগুলি হয়েছে তা মনে করতে পারেন:

খারাপ কিছু করবে না! সে ভাল করেনি যদি সে তা করে তবে সে পুরস্কার পাবে সুতরাং, তার ভাল করা উচিত	لَا تَفْعَلُ شَرًّا	لَمْ، لَمَّا إِنْ، مَنْ، مَا فُلْ، وَلَمْ
	لَمْ يَفْعَلْ خَيْرًا	
	إِنْ يَفْعَلْ، يَكْسِبُ أَجْرًا	
	فَلْيَفْعَلْ خَيْرًا	

যাতে সে ভাল করে)	لِيَفْعَلَ خَيْرًا	মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে	لِ
(অবশ্যই ভাল করবে)	لَيَفْعَلَنَّ خَيْرًا	একজন ভাল মানুষ	لِ ... نَّ
(কখনও ভাল করবে না)	لَنْ يَفْعَلَ خَيْرًا	এবং একজন খারাপ মানুষ	لَنْ، أَنْ، حَتَّى

এই সমস্ত বাক্য বহুবচন আকারে এর মত হবে:

لَا تَفْعَلُوا شَرًّا	
لَمْ يَفْعَلُوا خَيْرًا	لَمْ، لَمَّا
إِنْ يَفْعَلُوا، يَكْسِبُوا أَجْرًا	إِنْ، مَنْ، مَا
فَلَيَفْعَلُوا خَيْرًا	فَلْ، وَلَ

لَيَفْعَلُوا خَيْرًا	لِ
لَيَفْعَلَنَّ خَيْرًا	لِ ... نَّ
لَنْ يَفْعَلُوا خَيْرًا	لَنْ، أَنْ، حَتَّى

এই পাঠে, আমরা ৩-অক্ষরের ক্রিয়াগুলির (অটুট এবং দুর্বল) জন্য لَنْ + مُضَارِع শিখবো। এই لَنْ হাতুড়ির মতো কাজ করে, আমরা সর্বশেষ পাঠে দেখেছি যে এটি শেষ যাম্মাহকে পিটিয়ে সমতল করে এবং ফাতাহ করে তোলে! এবং এটি يَفْعُلُونَ , تَفْعُلُونَ এর 'ن' (উল্লম্বভাবে) লম্বা করে, যাতে 'ن' টি আলিফ হয়ে যায়! কাটারী এবং হাতুড়ির প্রভাব تَفْعُلُونَ , يَفْعُلُونَ তে একই রকম। এখন, ৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াটি নেওয়া যাক: "يَفْعُلُ"

আরবী কথোপকথন

لَنْ يَفْعُلَ	هَلْ يَفْعُلُ؟
لَنْ يَفْعُلُوا	هَلْ يَفْعُلُونَ؟
لَنْ أَفْعَلَ	هَلْ تَفْعُلُ؟
لَنْ نَفْعَلَ	هَلْ تَفْعُلُونَ؟

لَنْ + مُضَارِع

সে কখনই করবে না	لَنْ يَفْعُلَ = لَنْ يَفْعُلُ
তারা কখনই করবে না	لَنْ يَفْعُلُوا = لَنْ يَفْعُلُونَ
তুমি কখনই করবে না	لَنْ تَفْعَلَ = لَنْ تَفْعُلُ
আমি কখনই করব না	لَنْ أَفْعَلَ = لَنْ أَفْعُلُ
তোমরা কখনই করবে না	لَنْ تَفْعُلُوا = لَنْ تَفْعُلُونَ
আমরা কখনই করব না	لَنْ نَفْعَلَ = لَنْ نَفْعُلُ
সে কখনই করবে না	لَنْ تَفْعَلَ = لَنْ تَفْعُلُ

এই কুরআনের প্রথম উদাহরণে দেখানো হয়েছে যে, কাটারী বা হাতুড়ি يَفْعُلُونَ বা تَفْعُلُونَ এর উপর একই রকম প্রভাব ফেলে:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ

এবং [স্মরণ কর] যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মুসা, আমরা কখনই একই ধরণের খাবারের ধার্য ধারণ করবো না।

فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعُلُوا

তবে তোমরা যদি না কর - এবং তোমরা কখনই করতে সক্ষম হবেন না।

এখন, আসুন আমরা আরও ৩-অক্ষরের অটুট ক্রিয়াটি নিই: "يَسْمَعُ"

আরবী কথোপকথন

(ধরে নিন যে আমরা খারাপ বিষয়ে কথা বলছি)

لَنْ يَسْمَعَ	هَلْ يَسْمَعُ؟
لَنْ يَسْمَعُوا	هَلْ يَسْمَعُونَ؟
لَنْ أَسْمَعَ	هَلْ تَسْمَعُ؟
لَنْ نَسْمَعَ	هَلْ تَسْمَعُونَ؟

لَنْ + مُضَارِع

সে কখনো শুনবে না	لَنْ يَسْمَعَ = لَنْ يَسْمَعُ
তারা কখনো শুনবে না	لَنْ يَسْمَعُوا = لَنْ يَسْمَعُونَ
তুমি কখনো শুনবে না	لَنْ تَسْمَعَ = لَنْ تَسْمَعُ
আমি কখনো শুনব না	لَنْ أَسْمَعَ = لَنْ أَصْنَعُ
তোমরা সবাই কখনো শুনবেন না	لَنْ تَسْمَعُوا = لَنْ تَسْمَعُونَ
আমরা কখনো শুনব না	لَنْ نَسْمَعَ = لَنْ نَصْنَعُ
সে (মহিলা) কখনো শুনবে না	لَنْ تَسْمَعَ = لَنْ تَصْنَعُ

এখন, আসুন আমরা আরও ৩-অক্ষরের দুর্বল ক্রিয়াটি নিই: “يَقُولُ”.

আরবী কথোপকথন

(ধরুন যে আমরা খারাপ শব্দ বলার)

(বিষয়ে কথা বলছি)

هَلْ يَقُولُ؟ لَنْ يَقُولَ
هَلْ يَقُولُونَ؟ لَنْ يَقُولُوا
هَلْ تَقُولُ؟ لَنْ أَقُولَ
هَلْ تَقُولُونَ؟ لَنْ تَقُولُوا

لَنْ + فِعْلٌ مُضَارِعٌ

সে কখনই বলবে না	لَنْ + يَقُولُ = لَنْ يَقُولَ
তারা কখনই বলবে না	لَنْ + يَقُولُونَ = لَنْ يَقُولُوا
তুমি কখনই বলবেন না	لَنْ + تَقُولُ = لَنْ تَقُولَ
আমি কখনই বলব না	لَنْ + أَقُولُ = لَنْ أَقُولَ
তোমরা সবাই কখনই বলবেন না	لَنْ + تَقُولُونَ = لَنْ تَقُولُوا
আমরা কখনই বলব না	لَنْ + نَقُولُ = لَنْ نَقُولَ
সে (মহিলা) কখনই বলবে না	لَنْ + تَقُولُ = لَنْ تَقُولَ

لَنْ, أَنْ এর জন্য কুরআনের উদাহরণসমূহ:

وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنَتَقُولَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না।

মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

এখন, আসুন আমরা আরও একটি ৩-অক্ষর দুর্বল ক্রিয়া নিই: “يَأْتِي” (সে এসেছিল, تَأْتِي সে সাথে এসেছিল)

لَنْ এর জন্য কুরআনের উদাহরণসমূহ:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ
তারা কি অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নির্দেশ আসবে ?

لَنْ + فِعْلٌ مُضَارِعٌ

সে কখনই আসবে না	لَنْ + يَأْتِي = لَنْ يَأْتِيَ
তারা কখনই আসবে না	لَنْ + يَأْتُونَ = لَنْ يَأْتُوا
তুমি কখনই আসবে না	لَنْ + تَأْتِي = لَنْ تَأْتِيَ
আমি কখনই আসব না	لَنْ + آتِي = لَنْ آتِيَ
তোমরা কখনও আসবে না	لَنْ + تَأْتُونَ = لَنْ تَأْتُوا
আমরা কখনই আসব না	لَنْ + نَأْتِي = لَنْ نَأْتِيَ
সে (মহিলা) কখনই আসবে না	لَنْ + تَأْتِي = لَنْ تَأْتِيَ

এই পাঠে আমরা মাযীদ ফিহ ক্রিয়াগুলির (শব্দ ও দুর্বল) জন্য لَنْ মাসি শিখবো।

এখন, ৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াটি নেওয়া যাক: اِسْلَمَ، اُسْلِمَ، اُسْلِمَ، اُسْلِمَ، اُسْلِمَ

আরবী কথোপকথন

لَنْ يَسْلِمَ هَلْ يَسْلِمُ؟
لَنْ يَسْلِمُوا هَلْ يَسْلِمُونَ؟
لَنْ أُسْلِمَ هَلْ تُسْلِمُ؟
لَنْ تُسْلِمَ هَلْ تُسْلِمُونَ؟

+ فِعْلٌ مُضَارِعٌ

সে কখনই আত্মসমর্পণ করবে না	لَنْ يَسْلِمَ = لَنْ يَسْلِمَ
তারা কখনই আত্মসমর্পণ করবে না	لَنْ يَسْلِمُوا = لَنْ يَسْلِمُوا
তুমি কখনই আত্মসমর্পণ করবে না	لَنْ تُسْلِمَ = لَنْ تُسْلِمَ
আমি কখনই আত্মসমর্পণ করবো না	لَنْ أُسْلِمَ = لَنْ أُسْلِمَ
তোমরা সবাই কখনই আত্মসমর্পণ করবে না	لَنْ تُسْلِمُوا = لَنْ تُسْلِمُوا
আমরা কখনই আত্মসমর্পণ করবো না	لَنْ نُسْلِمَ = لَنْ نُسْلِمَ
সে (মহিলা) কখনই আত্মসমর্পণ করবে না	لَنْ تُسْلِمَ = لَنْ تُسْلِمَ

لَنْ এর জন্য কুরআনের উদাহরণসমূহ:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ

তাদের পিতা বলেছিলেন: “আমি কখনই তাকে তোমার সাথে প্রেরণ করব না।”

এখন, আসুন আমরা আরও একটি মাযীদ ফিহর অটুট ক্রিয়া নিই: اِخْتَلَفَ، اِخْتَلَفَ، اِخْتَلَفَ، اِخْتَلَفَ، اِخْتَلَفَ

আরবী কথোপকথন

لَنْ يَخْتَلِفَ هَلْ يَخْتَلِفُ؟
لَنْ يَخْتَلِفُوا هَلْ يَخْتَلِفُونَ؟
لَنْ تَخْتَلِفَ هَلْ تَخْتَلِفُ؟
لَنْ تَخْتَلِفَ هَلْ تَخْتَلِفُونَ؟

+ فِعْلٌ مُضَارِعٌ

সে কখনই মতভেদ করবে না	لَنْ يَخْتَلِفَ = لَنْ يَخْتَلِفَ
তারা কখনই মতভেদ করবে না	لَنْ يَخْتَلِفُوا = لَنْ يَخْتَلِفُوا
তুমি কখনই মতভেদ করবে না	لَنْ تَخْتَلِفَ = لَنْ تَخْتَلِفَ
আমি কখনই মতভেদ করব না	لَنْ أُخْتَلِفَ = لَنْ أُخْتَلِفَ
তোমরা সবাই কখনই মতভেদ করবে না	لَنْ تَخْتَلِفُوا = لَنْ تَخْتَلِفُوا
আমরা কখনই মতভেদ করব না	لَنْ نَخْتَلِفَ = لَنْ نَخْتَلِفَ
সে (মহিলা) কখনই মতভেদ করবে না	لَنْ تَخْتَلِفَ = لَنْ تَخْتَلِفَ

এখন, আসুন আমরা মাযীদ ফিহর দুর্বল ক্রিয়াটি নিই: اِيتَاءِ، اَتَى، اُتَى، اُتِي، اُتِيَ (সে দিয়েছে)

আরবী কথোপকথন

هَلْ يُؤْتِي؟ لَنْ يُؤْتِيَ
هَلْ يُؤْتُونَ؟ لَنْ يُؤْتُوا
هَلْ تُؤْتِي؟ لَنْ أُوتِيَ
هَلْ تُؤْتُونَ؟ لَنْ تُؤْتُوا

أَنْ: এর জন্য কুরআন থেকে উদাহরণ:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

কোন মানুষকে আল্লাহ কিভাবে, হেকমত ও নবুওয়াত

দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে

পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'-এটা সম্ভব নয়।

فِعْلٌ مُضَارِعٌ

সে কখনই দেবে না

لَنْ + يُؤْتِيَ = لَنْ يُؤْتِيَ

তারা কখনই দেবে না

لَنْ + يُؤْتُونَ = لَنْ يُؤْتُوا

তুমি কখনই দেবে না

لَنْ + تُؤْتِي = لَنْ تُؤْتِيَ

আমি কখনই দেব না

لَنْ + أُوتِيَ = لَنْ أُوتِيَ

তোমরা (সবাই) কখনই দেবে না

لَنْ + تُؤْتُونَ = لَنْ تُؤْتُوا

আমরা কখনই দেব না

لَنْ + نُؤْتِيَ = لَنْ نُؤْتِيَ

সে (মহিলা) কখনই দেবে না

لَنْ + تُؤْتِي = لَنْ تُؤْتِيَ

নীচে আমরা فِعْلٌ مُضَارِعٌ এর পরিবর্তন সম্পর্কে যা শিখেছি তার একটি সংক্ষিপ্তসার বিবরণ।

ل - ن (প্রবল ও দৃঢ়)	لَنْ، أَنْ، أَلَا، لَا	لَمْ، لَمَّا... شرط: إِنْ، مَنْ، مَا، لَ، فُلْ، وَلَ	فِعْلٌ مُضَارِعٌ (গতানুগতিক)
لَيَفْعَلَنَّ	يَفْعَلُ	يَفْعَلُ	يَفْعَلُ
لَيَفْعَلَنَّ	يَفْعَلُوا	يَفْعَلُوا	يَفْعَلُونَ
لَتَفْعَلَنَّ	تَفْعَلُ	تَفْعَلُ	تَفْعَلُ
لَأَفْعَلَنَّ	أَفْعَلُ	أَفْعَلُ	أَفْعَلُ
لَتَفْعَلَنَّ	تَفْعَلُوا	تَفْعَلُوا	تَفْعَلُونَ
لَنَفْعَلَنَّ	نَفْعَلُ	نَفْعَلُ	نَفْعَلُ
لَتَفْعَلَنَّ	تَفْعَلُ	تَفْعَلُ	تَفْعَلُ

আরবি ব্যাকরণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিভক্ত: সরফ এবং নাহ। আসুন আমরা খুব সহজতর সংজ্ঞাটি নিই।

- সরফ (صَرْف): বর্ণ থেকে কীভাবে একটি শব্দ তৈরি করতে হয় (সাধারণত ৩-বর্ণে সমন্বয়ে একটি শব্দ গঠন করা হয়) এবং
- নাহ (نَحْو): জোড়া এবং বাক্য তৈরি করতে কীভাবে শব্দগুলিতে যোগদান করতে হয়।

এই পাঠে, আমরা শিখবো যে কীভাবে একটি বিশেষ বাক্য তৈরি করতে যা একটি বিশেষ্য দিয়ে শুরু হয়। এই জাতীয় বাক্যটিকে বিশেষ্য-সম্বন্ধী বাক্য (جمله اسمیه) বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ:

كَبِيرٌ বড়	الْبَيْتُ বাড়ি
<ul style="list-style-type: none"> • এই শব্দটি খবর দেয় যে বাড়িটি বড়। • তাই এটিকে خَبَر (সংবাদ) বলা হয়। • এর আগে এতে ال নেই। 	<ul style="list-style-type: none"> • এটিই হলো প্রথম 'اسم' (বিশেষ্য)। • যেহেতু আপনি যে বাড়িটি নিয়ে কথা বলছেন তা আপনি জানেন, তাই এটি الْبَيْتُ (বাড়ি)।

আরবি বিশেষ্যগুলি গতানুগতিক ভাবে তাদের উপর যাম্মাহ (ـُ) বা ডাবল যাম্মাহ (ـُ) রাখে, যেন তারা সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকে এবং কাজের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। উদাহরণস্বরূপ: اللَّهُ، خَالِدٌ، الْبَيْتُ।

- এই অবস্থাকে رَفْع অবস্থা বলা হয়। এটিকে TPI পদ্ধতিতে দেখানোর জন্য আমরা ডান হাতের আঙুলটি উপরের দিকে নির্দেশ করে ব্যবহার করতে পারি।
- جملہ اسمیہ اسم এবং خَبَر উভয়েরই رَفْع অবস্থা আছে।
- নিম্নলিখিত বাক্যে অনুবাদ শিখুন:

মুমিন হলো সৎ।	الْمُؤْمِنُ صَالِحٌ
মুমিনরা হলো সৎ।	الْمُؤْمِنُونَ صَالِحُونَ
মুনাফিক হলো অবাধ্য।	الْمُنَافِقُ فَاسِقٌ
মুনাফিকরা অবাধ্য।	الْمُنَافِقُونَ فَاسِقُونَ

আল্লাহ ক্ষমাশীল।	اللَّهُ غَفُورٌ
বাড়িটি বড়।	الْبَيْتُ كَبِيرٌ
মুসলমান সত্যবাদী।	الْمُسْلِمُ صَادِقٌ
মুসলমানরা সত্যবাদী।	الْمُسْلِمُونَ صَادِقُونَ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে বহুবচন তৈরি করতে শিখুন:

الْمُسْلِمُونَ صَادِقُونَ	الْمُسْلِمُ صَادِقٌ
الْمُؤْمِنُونَ صَالِحُونَ	الْمُؤْمِنُ صَالِحٌ
الْمُنَافِقُونَ فَاسِقُونَ	الْمُنَافِقُ فَاسِقٌ

নামবাচক বিশেষ্যগুলিতে ال যোগ করার প্রয়োজন নেই, কারণ নাম নিজেই প্রমাণ করে যে আমরা কোনো এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি, জিনিস বা স্থানের কথা বলছি। উদাহরণ স্বরূপ:

হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলো রাসূল।	مُحَمَّدٌ رَسُولٌ
হযরত হুদ (আ.) নবী।	هُودٌ نَبِيٌّ
যায়েদ ছোট।	زَيْدٌ صَغِيرٌ
সাদ বড়।	سَادٌ كَبِيرٌ

এখন আমরা স্ত্রীলিঙ্গের জন্য বিশেষ্য-সম্বন্ধী বাক্য (Nominal sentence) শিখবো। আসুন স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট শব্দের উদাহরণ নিই:
স্কুলটি বড়।

মুসলিম মহিলা হলো সত্যবাদী।

মুসলিম মহিলারা সত্যবাদী।

الْمَدْرَسَةُ كَبِيرَةٌ

الْمُسْلِمَةُ صَادِقَةٌ

الْمُسْلِمَاتُ صَادِقَاتُ

নোট করুন যে مدرسة (বিদ্যালয়) আরবিতে একটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, কারণ এটির শেষে তা-এ মারবুতা (ة) রয়েছে।

নিম্নলিখিত বাক্যে অনুবাদ শিখুন:

মুমিন মহিলা হলো সৎ।

মুমিন মহিলারা সৎ।

মুনাফিক মহিলা হলো অবাধ্য।

মুনাফিক মহিলারা অবাধ্য।

الْمُؤْمِنَةُ صَالِحَةٌ

الْمُؤْمِنَاتُ صَالِحَاتُ

الْمُنَافِقَةُ فَاسِقَةٌ

الْمُنَافِقَاتُ فَاسِقَاتُ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে বহুবচন শিখুন:

الْمُسْلِمَاتُ صَادِقَاتُ
الْمُؤْمِنَاتُ صَالِحَاتُ
الْمُنَافِقَاتُ فَاسِقَاتُ

الْمُسْلِمَةُ صَادِقَةٌ
الْمُؤْمِنَةُ صَالِحَةٌ
الْمُنَافِقَةُ فَاسِقَةٌ

নিম্নলিখিত বাক্যে স্ত্রীলিঙ্গ শিখুন:

الْمُسْلِمَةُ صَادِقَةٌ
الْمُؤْمِنَةُ صَالِحَةٌ
الْمُنَافِقَةُ فَاسِقَةٌ

الْمُسْلِمُ صَادِقٌ
الْمُؤْمِنُ صَالِحٌ
الْمُنَافِقُ فَاسِقٌ

ব্যাকরণ পাঠের ১৩তম অনুচ্ছেদে আমরা শিখেছি যে ভাঙা বহুবচন একক স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য হিসাবে কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ: بُيُوتٌ، مَسَاجِدُ، جِبَالٌ، مَسْجِدٌ، مَسَاجِدُ، جِبَلٌ، جِبَالٌ.

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি অনুবাদ করতে শিখুন:

মসজিদগুলি পুরাতন।

বাড়িগুলি নতুন।

পাহাড়গুলি বড়।

الْمَسَاجِدُ قَدِيمَةٌ

الْبُيُوتُ جَدِيدَةٌ

الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে বহুবচন তৈরি করতে শিখুন:

الْمَسَاجِدُ قَدِيمَةٌ
الْبُيُوتُ جَدِيدَةٌ
الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ

الْمَسْجِدُ قَدِيمٌ
الْبَيْتُ جَدِيدٌ
الْجَبَلُ كَبِيرٌ

ওয়ার্কবুক

(কুরআন অংশ)

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: বনি ইসরাইল তাদের সম্পর্কে কী ধরনের চিন্তাভাবনা করেছিল?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: مَا يُسِرُّونَ
يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ
مِمَّا يَكْسِبُونَ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
					عَلِمَ			৫১৮
					كَتَبَ			৫৭
					كَسَبَ			৬২
					ظَنَّ			৬৮
					قَالَ			১৭১৯
					قَالَ			৭২
					أَسَرَّ			২০
					أَعْلَنَ			১২
					اِشْتَرَى			২১

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		أُمِّي
		أُمْنِيَّة
		كُتِبَ
		أَيُّدِي
		تَمَنَ

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ:)-এর গল্প থেকে আমরা কোন শিক্ষা লাভ করতে পারি?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: ...لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ
إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
					عَهَدَ			৩৫
					عَلِمَ			৫১৮
					قَالَ			১৭১৯
					مَسَّ			৫৮
					عَدَّ			১৭
					اتَّخَذَ			১২৮
					أَخْلَفَ			১৫

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	أَيَّام	
	عُهُود	

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: অপকর্মের ফল জানার পরেও কেন খারাপ লোক তা করে?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً .

وَأَخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ.....

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.
					كَسَبَ			৬২
					عَمِلَ			৩১৯
					خَلَدَ			৮৩
					أَخَاطَ			২৮
					أَمَنَ			৮১৮

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	سَيِّئَات	
	خَطِيئَات	
	صَاحِب	
	جَنَّة	

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -২: সেই ৮টি জিনিসের কথা উল্লেখ করুন যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন ?

উত্তরঃ

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ.....

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا.....

وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.....

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.
					عَبَدَ			১৪৩
					حَسَنَ			৬৬
					أَخَذَ			১৩৫
					قَالَ			১৭১৯
					قَالَ			৭২
					أَحْسَنَ			৭৪
					أَقَامَ			৭১
					اتَى			২৭৪
					تَوَلَّى			৭৮
					أَعْرَضَ			৫৩

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		وَالِد
		يَتِيم
		مَسْكِين
		صَلَاة

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -২: সংক্ষেপে লিখুন যে আল্লাহ বানি ইসরাইল থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়েছিলেন? (পাঠ অনুসারে)

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তরঃ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ.....
ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ.....

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
						سَفَكَ		২
						شَهِدَ		৯০
						أَخَذَ		১৩৫
						أَخْرَجَ		১১২
						أَقْرَرَ		৪

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	مَوَائِقُ	
	يَمَاء	
	أَنْفُس	
	دِيَار	

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -২: বানি ইসরাইলের কোন খারাপ অভ্যাসের কথা এই আয়াতগুলিতে উল্লেখ আছে এবং আমরা এ থেকে কোন ধরনের শিক্ষা লাভ করতে পারি?

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তরঃ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَأِنْ يَأْتُواكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
					قَتَلَ			৯৩
					عَذَا			২০
					أَتَى			২৭৫
					أَخْرَجَ			১১২
					تَظَاهَرَ			৩
					قَادَى			১
					حَرَّمَ			৪৪

অর্থ	বহুবচন	একবচন
أَنْفُسَ		
فُرْقَاءَ		
دِيَارَ		
إِثْمَ		
أَسِيرَ		

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: কেন বনি ইসরাইল কিতাবের কয়েকটি অংশের উপর আমল করেনি?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: **إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**
فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.
						كَفَرَ		৪৬৫
						فَعَلَ		১০৫
						عَفَلَ		৩৪
						عَمَلَ		৩১৯
						نَصَرَ		৯৪
						جَزَى		১১৬
						رَدَّ		৪৪
						أَمَنَ		৮১৮
						اِشْتَرَى		২১
						خَفَّفَ		৯

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	أَيَّام	
	مَخْرَآة	
	أَشَدَّ	

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -২: হযরত মুসা (আঃ) এর পরে হযরত ঈসা (আঃ) এর কথা উল্লেখ করার পিছনে কারণ কী?

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ
وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া- বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড	Rep.
					قَتَلَ			৯৩
					لَعَنَ			২৭
					كَفَرَ			৪৬৫
					جَاءَ			২৭৭
					هَوَى			১৩
					قَالَ			১৭১৯
					قَلَّ			৭২
					أَتَى			২৭৪
					قَفَّى			৪
					أَيَّدَ			৯
					اسْتَكْبَرَ			৪৮
					كَذَّبَ			১৯৮
					أَمَّنَ			৮১৮

অর্থ	বহুবচন	একবচন
كُتِبَ		
رُسُلٌ		
بَيِّنَاتٌ		
نَفْسٌ		
قُلُوبٌ		
غُلْفٌ		

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -২: মুদীনার ইহুদিরা মুশরিকদের সাথে লড়াই করার সময় দুআ করত কিসের জন্য?

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا.....

مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ.....

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
					كَفَرَ			৪৬৫
					عَرَفَ			৫৯
					جَاءَ			২৭৭
					كَانَ			১৩৫৮
					صَدَّقَ			৩১
					اِسْتَفْتَحَ			৩

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	كُتِبَ	

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: কেন কাফেররা নিজেদের বিক্রি করে কুফর কিনেছিল?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ
بَغْيًا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ
وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
	كَفَرَ							৪৬৫
	غَضِبَ							২৩
	بَغَى							২২
	شَاءَ							২৩৬
	بَاءَ							৬
	اشْتَرَى							২১
	أَنْزَلَ							১৯০
	نَزَلَ							৭৯
	أَهَانَ							১৬

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		نَفْسٌ
		فَضْلٌ

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: কেন বনি ইসরাইল-যারা তওরাতে বিশ্বাসী বলে দাবি করেছে- কুরআনেও বিশ্বাস করা উচিত?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ.....

فَلَمْ تَقْتُلُونِ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ.....

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
					كَفَرَ			৪৬৫
					قَتَلَ			৯৩
					ظَلَمَ			২৬৬
					قَالَ			১৭১৯
					حَقَّ			২৭০
					كَانَ			১৩৫৮
					جَاءَ			২৭৭
					أَمَنَ			৮১৮
					أَنْزَلَ			১৯০
					صَدَّقَ			৩১
					اتَّخَذَ			১২৮

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		نَبِيٍّ
		بَيِّنَةٍ
		عَجَلٍ

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -২: এই বাক্যটির অর্থ কী: "আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ় ভাবে করে ধারণ করো"?

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا

وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	ফুল ও কোড	Rep.
	رَفَعَ						২৮
	سَمِعَ						১৪৭
	كَفَرَ						৪৬৫
	أَخَذَ						১৩৫
	قَوِيَ						৪০
	قَالَ						১৭১৯
	عَصَى						৩২
	أَمَرَ						২৩১
	آتَى						২৭৪
	أَشْرَبَ						১
	أَمَنَ						৮১৮

অর্থ	বহুবচন	একবচন
مَوَائِقُ		
قُلُوبُ		
عِجْلُ		

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -২: আল্লাহ বানি ইসরাইলকে কী সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং কেন?

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ
وَلَن يَمُنُّوهُ أَبَدًا
بِمَا قَدَّمْتُمْ أُيُودِيَهُمْ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
					خَلَصَ			৮
					صَدَقَ			৯০
					ظَلَمَ			২৬৬
					قَالَ			১৭১৯
					كَانَ			১৩৫৮
					مَاتَ			১১৫
					تَمَتَّى			৯
					قَدَّمَ			২৭

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	دِيَار	
	أَمْوَات	
	أَيْدِي	

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: আমরা কীভাবে সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারি?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ
وَاللَّهُ بِصِغِيرِ بِمَا يَعْمَلُونَ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
						بَصُرَ		৬৬
						عَمِلَ		৩১৯
						وَجَدَ		১০৭
						وَدَّ		২৫
						أَشْرَكَ		১২০
						عَمَّرَ		৬

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		حَرِيصٌ
		أَلْفٌ

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: ইহুদিরা কেন ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ) কে ঘৃণা করত?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: ..وَبُشِّرِىَ لِلْمُؤْمِنِينَ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
					أَذِنَ			৬০
					كَفَرَ			৪৬৫
					فَسَقَ			৫৪
					قَالَ			১৭১৯
					كَانَ			১৩৫৮
					هَدَى			২৩৯
					نَزَلَ			৭৯
					صَدَّقَ			৩১
					أَمَنَ			৮১৮
					أَنْزَلَ			১৯০

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	عَدُوٌّ	
	قَلْبٌ	
	مَلَائِكَةٌ	
	رُسُلٌ	
	آيَةٌ	
	بَيِّنَةٌ	

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: 'পিছনের দিকে কিতাবটিকে ফেলে দেওয়া' এর অর্থ কী?
এবং:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: عَهْدُوا عَهْدًا
تَبَذَّهٖ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
كُتِبَ لِلَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল ও কোড
						عَهَدَ	৩৫
						تَبَذَّ	১০
						عَلِمَ	৫১৮
						جَاءَ	২৭৭
						عَاهَدَ	১১
						أَمَنَ	৮১৮
						صَدَّقَ	৩১
						آتَى	২৭৪

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
	عُهُود	عَهْد
	فُرَقَاء	
	كُتُب	
	ظُهُور	

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর যুগে কোন জিনিস প্রচলিত হয়েছিল এবং কীভাবে তিনি এটিকে নির্মূল করেছিলেন?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ.....
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ.....
وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ.....

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
					مَلَكَ			৯৭
					كَفَرَ			৪৬৫
					سَحَرَ			৪৯
					فَتَنَ			৫৯
					تَلَا			৬৩
					قَالَ			১৭১৯
					اتَّبَعَ			১৪০
					عَلَّمَ			৪২
					أَنْزَلَ			১৯০

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		شَيْطَان
		سِحْر
		مَلَك
		فِتْنَة

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: ফেরেশতাদের সতর্কতা সত্ত্বেও, বনি ইসরাইল কী শিখতে বেছে নিয়েছিল?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
						نَفَعَ		৪২
						أَذِنَ		৬০
						ضَرَّ		৫০
						تَعَلَّمَ		২
						فَرَّقَ		১০

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		زَوْج

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: ইমান ও তাকওয়া কোন দিকে পরিচালিত করে?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ.....
شَرَّوَابِهِ أَنْفُسَهُمْ.....
لَمُتُوبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ.....

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
					عَلِمَ			৫১৮
					شَرَى			৪
					كَانَ			১৩৫৮
					اِشْتَرَى			২১
					أَمَنَ			৮১৮
					اِنْتَفَى			২১৬

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		نَفْسٌ

প্রশ্ন -১: পয়েন্টারটিতে থাকা আয়াতগুলির জন্য দুআ, পাঠ এবং পরিকল্পনা (স্বতন্ত্র / সমষ্টিগত) লিখুন।
উত্তর:

প্রশ্ন -২: বনি ইসরাইলের কোন খারাপ অভ্যাসটি এই পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: বাক্যাংশের অর্থ লিখুন:

উত্তর: لَا تَقُولُوا رَاعِنَا.....
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ.....

প্রশ্ন -৪: নীচে টেবিলে প্রদত্ত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন:

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল ও কোড	Rep.
					نَظَرَ			৯৫
					سَمِعَ			১৪৭
					كَفَرَ			৪৬৫
					عَظَّمَ			১০৭
					قَالَ			১৭১৯
					وَدَّ			২৫
					شَاءَ			২৩৬
					أَمَنَ			৮১৮
					أَشْرَكَ			১২০
					نَزَّلَ			৭৯
					اخْتَصَّ			২

অর্থ	বহুবচন	একবচন
কোনো নতুন বিশেষ্য নেই		

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১১ক - ভূমিকা এবং স্ত্রীলিঙ্গ সর্বনাম

প্রশ্ন -১: আমরা পূর্ববর্তী কোর্সে কী শিখেছি এবং এটিতে আমরা কী শিখব?

উত্তর:

প্রশ্ন -২: أَنْتُمْ এবং هُمْ এর স্ত্রীলিঙ্গ কী হবে?

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: "তাদের (মহিলাদের) প্রতিপালক" এর আরবি লিখুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -৪: নীচে দেওয়া টেবিলটি পূর্ণ করুন:

رَبُّنَا		رَبِّي			رَبُّهَا
----------	--	--------	--	--	----------

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১১খ-৩-স্ত্রীলিঙ্গের জন্য বর্ণ ক্রিয়া টেবিল।

প্রশ্ন -১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবিতে অনুবাদ করুন: তোমরা সবাই (মহিলা) কী ভাল কাজ করেছ?
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: نَعَمْ، أَفْعَلُ خَيْرًا
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিন: هَلْ تَفْعَلِينَ خَيْرًا؟

প্রশ্ন -২: "فَعَلَ" (স্ত্রীলিঙ্গ) এর সম্পূর্ণ টেবিল লিখুন।

فعل أمر، فعل نهى (مؤنث)

فعل مضارع (مؤنث)	فعل ماضٍ (مؤنث)

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১১গ-স্ত্রীলিঙ্গের জন্য মাযীদ ফিহ ক্রিয়া টেবিল

প্রশ্ন -১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবিতে অনুবাদ করুন: তারা কী (মহিলারা) আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ?
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: نَعَمْ، يُسَلِّمْنَ لِلَّهِ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিন: هَلْ تُسَلِّمْنَ لِلَّهِ؟

প্রশ্ন -২: "أَسْلَمَ" (স্ত্রীলিঙ্গ) এর সম্পূর্ণ টেবিল লিখুন।

فعل أمر، فعل نهى (مؤنث)

فعل مضارع (مؤنث)	فعل ماضٍ (مؤنث)

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১১ঘ-দ্বিচন (সর্বনাম এবং অতীত কাল)

প্রশ্ন -১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবিতে অনুবাদ করুন: তাদের (দুজনের) প্রতিপালক হলো আল্লাহ
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: مَنْ رَبُّكُمَا؟
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিন: هَلْ فَعَلْتُمَا خَيْرًا؟

প্রশ্ন -২: উপযুক্ত আরবী বা ইংরেজী শব্দ লিখে শূন্যস্থান পূরণ করুন:

	তারা (দুজন)
	رَبُّهُمَا
	তোমরা দুজন করেছ
	أَنْتُمَا
	فَعَلَا
	তোমার২ প্রতিপালক

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১২ক-দ্বিচন রূপ: اسم فاعل ومفعول أمر ونهى، فعل مضارع

প্রশ্ন -১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবিতে অনুবাদ করুন: তারা (দুজন) কী সৎকর্ম করে?

- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: نَعَمْ! نَفْعَلُ خَيْرًا.
- আরবিতে ‘হ্যাঁ’ দিয়ে উত্তর দিন: هَلْ أَنْتُمْ نَاصِرَانِ؟

প্রশ্ন -২: فَعَلَ এর দ্বিবাচন রূপ লিখুন।

اسم فاعل ومفعول	فعل أمر و نهى	فعل مضارع

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১২খ-প্যাসিভ ভয়েস فعل مجهول

প্রশ্ন -১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবিতে অনুবাদ করুন: তোমাদের সবাইকে কী সরবরাহ করা হচ্ছে?
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: نَعَمْ رُزِقْتُمْ
- আরবিতে ‘হ্যাঁ’ দিয়ে উত্তর দিন: هَلْ رُزِقْتُمْ؟

প্রশ্ন -২: سَمِعَ : ক্রিয়ার পূর্ণ টেবিল লিখুন। এবং أَنْزَلَ এর প্যাসিভ ভয়েস।

فعل مجهول (মাযীদ ফিহ ক্রিয়া)	فعل مجهول (বর্ণ ক্রিয়া-৩)
يُنْزَلُ أَنْزَلَ	يُسْمَعُ سَمِعَ

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১২গ- حَسِبَ-كَرُمَ , প্যাটার্ন।

প্রশ্ন -১: নীচে বর্ণিত ৬টির মূল (শব্দ) শব্দ লিখুন এবং উল্লেখিত শব্দের অনুবাদ করুন:

অনুবাদ	ক্রিয়া বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل أمر	فعل مضارع	فعل ماضٍ
						حَكَمَ
						بَصُرَ
						بَعَدَ

প্রশ্ন -২: عَظَّمَ (তিনি দুর্দান্ত ছিলেন) ক্রিয়াপদের পূর্ণ টেবিলটি লিখুন যা كَرُمَ এর অনুরূপ। এবং ৬টি মূল শব্দ কে গোল বৃত্তাকার করুন। অনুবাদ করার দরকার নেই।

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া বিশেষ্য، اسم مفعول، اسم فاعل	فعل مضارع	فعل ماضٍ
		عَظَّمَ
عَظَّمَ، عَظَامَةٌ		

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১২ঘ-একটি স্থানের নাম। (اسم مكان)

প্রশ্ন -১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- 'জায়গার নাম' এর ৩টি বিধি (নমুনা) কী?
- 'জায়গার নাম' এর বহুবচন কী হবে?
- 'জায়গার নাম' এর ৩টি বিধি মনে রাখার সহজ বাক্যটি কী?

প্রশ্ন -২: কয়েকটি ক্রিয়া নীচে উল্লেখ করা হয়েছে, এর বহুবচন সহ "জায়গার নাম" লিখুন।

বহুবচন	জায়গার নাম (اسم مكان)	ক্রিয়াপদ
		ذَهَبَ
		دَخَلَ
		شَرَقَ
		سَجَدَ
		نَرَسَ
		مَلَكَ

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৩ক- مبالغة، تفضيل، صفة এর জন্য শব্দ

প্রশ্ন -১: যখন কোনো কাজ করা কারও অভ্যাস হয়ে যায় তখন কোন প্যাটার্নটি ব্যবহার করা হবে, একটি উদাহরণও দিন?
উত্তর:

প্রশ্ন -২: কারও কাছে যদি অন্যের তুলনায় গুণ বেশি থাকে, তবে কোন প্যাটার্নটি ব্যবহৃত হবে, একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: নীচে দেওয়া শব্দগুলি চিহ্নিত করুন এবং উপযুক্ত শব্দটির উপর টিক চিহ্ন দিন:

صِفَةٌ	تَفْضِيلٌ	مُبَالَغَةٌ	شُكْرٌ	صِفَةٌ	تَفْضِيلٌ	مُبَالَغَةٌ	تَوَّابٌ
صِفَةٌ	تَفْضِيلٌ	مُبَالَغَةٌ	فَرْحَانٌ	صِفَةٌ	تَفْضِيلٌ	مُبَالَغَةٌ	لَطِيفٌ
صِفَةٌ	تَفْضِيلٌ	مُبَالَغَةٌ	قُدُّوسٌ	صِفَةٌ	تَفْضِيلٌ	مُبَالَغَةٌ	أَمَّجَدٌ

(১) جمع تكسير ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৩খ-ভাঙ্গা বহুবচন

প্রশ্ন -১: আরবি ভাষায় বহুবচন কত প্রকার?

উত্তর:

প্রশ্ন -২: আরবিতে ভাঙ্গা বহুবচনের কয়েকটি ধরন লিখুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: নীচে প্রদত্ত শব্দের একবচন / বহুবচন ও এর অর্থ লিখুন।

অর্থ	একবচন / বহুবচন	শব্দ
		نَفْسٌ
		أَخْيَارٌ
		رَوْجٌ
		قِرْدٌ
		قُلُوبٌ
		عَهْدٌ
		نِيْرَانٌ
		رَسُولٌ
		شُرَكَاءُ
		عَبْدٌ

(২) جمع تكسير ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৩গ- ভাঙ্গা বহুবচন

প্রশ্ন -১: কোনও জিনিসের ভাঙ্গা বহুবচন কীভাবে বানাতে হয়?

উত্তর:

প্রশ্ন -২: নীচে প্রদত্ত কুরআনের আয়াতগুলিতে ভাঙ্গা বহুবচন শব্দ এবং স্ত্রীলিঙ্গীয় ক্রিয়াগুলি আন্ডারলাইন করুন

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ (১৩) وَجُوهٌ يَوْمِئِذٍ خَاشِعَةٌ (১২) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (১১)
تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً (১৪) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ (১৫)

প্রশ্ন -৩: নীচে প্রদত্ত একক বাক্যগুলিকে বহুবচনতে রূপান্তর করুন:

	بَيْتٌ وَاسِعٌ
	كِتَابٌ جَدِيدٌ
	الْبَيْتُ الَّذِي---
	هَذَا كِتَابٌ
	الْكِتَابُ الَّذِي---

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৩ঘ- ৩ অক্ষরের ক্রিয়ার সাথে

প্রশ্ন -১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবিতে অনুবাদ করুন: তুমি কী করনি?
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
- আরবিতে 'না' দিয়ে উত্তর দিন: أَلَمْ يَقُولُوا؟

প্রশ্ন -২: নীচে দেওয়া টেবিলটি সম্পূর্ণ করুন:

لَمْ يَفْتَحْ	لَمْ يَنْصُرْ	لَمْ يَقُلْ	لَمْ يَهْدِ

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৪ক-لَمْ+مُضَارِع-মাযীদ ফিহ ক্রিয়ার সাথে

প্রশ্ন -১: নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবিতে অনুবাদ করুন: আমরা কী শিখায়নি?
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: ءَانْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
- আরবিতে 'না' দিয়ে উত্তর দিন: أَلَمْ يُرِيدُوا؟

প্রশ্ন -২: নীচে দেওয়া টেবিলটি সম্পূর্ণ করুন:

لَمْ يُرِدْ	لَمْ يُسَلِّمْ

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৪খ- শর্তযুক্ত শব্দ: مَا، مَنْ، اِنْ অক্ষরের ক্রিয়ার সাথে

প্রশ্ন -১: শর্তযুক্ত শব্দের কারণে "فعل مضارع" এর সাথে কী ঘটে?

উত্তর:

প্রশ্ন -২: আরবিতে অনুবাদ করুন: "তোমরা যদি সবাই প্রতিশ্রুতি দাও, আমরাও প্রতিশ্রুতি দেব"।

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: এই বাক্যটিকে আরবিতে অনুবাদ করুন: "তুমি যদি প্রতিশ্রুতি দাও, তবে আমিও প্রতিশ্রুতি দেব"।

উত্তর:

প্রশ্ন -৪: ইংরেজী অনুবাদ করুন: "إِنْ تَدْعُ ادْعُ"।

উত্তর:

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৪গ- শর্তযুক্ত শব্দ: مَا ، مَنْ ، إِنَّ মাযীদ ফিহ ক্রিয়ার সাথে

প্রশ্ন -১: ইংরেজীতে অনুবাদ করুন: "إِنَّ تَتَّقِ اللَّهَ تَفْلَحْ" ।

উত্তর:

প্রশ্ন -২: আরবিতে অনুবাদ করুন: "তোমরা মতভেদ করলে, আমি চলে যাব" ।

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: শর্তযুক্ত বাক্যগুলির দ্বিতীয় অংশে "فعل مضارع" রাখা কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর:

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৪ঘ- فعل مضارع এর সাথে ل এর প্রকার

প্রশ্ন -১: এই পাঠের মধ্যে কত প্রকারের “ل” উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেগুলি কী কী ?

উত্তর:

প্রশ্ন -২: ইংরেজী অনুবাদ করুন: “لَيَنْصُرَنَّ”

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: নীচে দেওয়া টেবিলটি পূর্ণ করুন:

لَيَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَ	لَمْ يَفْعَلْ	يَفْعَلُ

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৫ক-৩+مُضَارِع+অক্ষরের ক্রিয়ার সাথে

প্রশ্ন -১ যখন "يَفْعُلُونَ" এবং "تَفْعُلُونَ" এর আগে لَنْ আসে তখন কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটে?

উত্তর:

প্রশ্ন -২: এতে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলির সাথে প্রদত্ত ক্রিয়াগুলির আগে لَنْ যুক্ত করুন:

ক্রিয়াপদের সাধারণ অবস্থা	لَنْ যুক্ত করার পরে
يَقُولُونَ	
نَأْتِي	
تَسْمَعُ	
تَفْعُلُونَ	
نَقُولُ	

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৫খ-ع+مُضَارِع+মায়ীদ ফিহ ক্রিয়ার সাথে

প্রশ্ন -১: নীচে দেওয়া টেবিলটি পূর্ণ করুন:

لَنْ يَخْتَلِفَ	لَنْ يُؤْتِيَ

প্রশ্ন -২: চাপাতি এবং হাতুড়ি শব্দ নীচে দেওয়া হয়েছে, এটি তার উপযুক্ত বাক্সে রাখুন:

হাতুড়ি শব্দ	চাপাতি শব্দ	শব্দ
		لَمْ، أُنْ، لَمَّا، إِنْ، لَ - نَ، أَلَّا، وَلَ، مَنْ، مَا، فَلْ، لَنْ، لَ

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ১৫গ-নামিক বাক্য (পুংলিঙ্গ)

প্রশ্ন -১: সরফ এবংনাহর সরল সংজ্ঞা লিখুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -২: "নামিক বাক্য" কী, উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -৩: আরবিতে বিশেষ্যগুলির গতানুগতিক অবস্থা কী এবং এটি কী ইঙ্গিত করে?

উত্তর:

প্রশ্ন -৪: নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে ইংরেজী অনুবাদ করুন।

الْمُسْلِمُ صَادِقٌ	اللَّهُ غَفُورٌ
الْمُؤْمِنُ صَالِحٌ	الْبَيْتُ كَبِيرٌ

ব্যাকরণ ও য়ার্কবুক:

১৫ঘ-নামিক বাক্য (স্ত্রীলিঙ্গ)

প্রশ্ন -১: নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ রূপান্তর করুন।

	الْمُسْلِمَةُ صَادِقَةٌ
	الْمُؤْمِنَةُ صَالِحَةٌ
	الْمُنَافِقَةُ فَاسِقَةٌ

প্রশ্ন -২: নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করুন।

	الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ
	الْمَسْجِدُ قَدِيمٌ
	الْمُؤْمِنَاتُ صَالِحَاتُ
	الْبَيْتُ جَدِيدٌ
	الْمَسَاجِدُ قَدِيمَةٌ